

বসুমতী-শাস্ত্র-প্রচার

সটীক-

বেদান্তসার।

শ্রীমৎ-পরমহংসার্চার্য-সদানন্দযোগীন্দ্রবিরচিত ।

[স্বেবোধিনী-টীকাসংযুক্ত]

বহু শাস্ত্রগ্রন্থ অনুবাদক—সম্পাদক, সংসাহিত্য ও
ধর্মশাস্ত্র-প্রচার-ত্রত

উ. নন্দনাথ মুখোপাধ্যায় অনূদিত

পরিবর্দ্ধিত ষষ্ঠ সংস্করণ ।

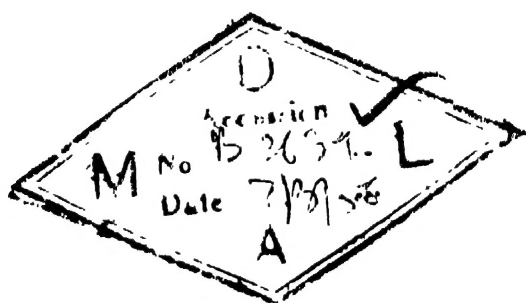
উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত
বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির হইতে
শ্রীসতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত

কলিকাতা

১৬৬ নং কলকাতা স্ট্রীট, “বসুমতী বৈজ্ঞানিক বোটারী যন্ত্রে”

শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মুদ্রিত ।

[মূল্য ৮০ আনা ।



বেদান্তসার

বেদের অন্ত—বেদান্ত। বেদের পরম ও চরম জ্ঞানসঙ্কলন—
আরণ্যকের পরিশিষ্ট বেদের মস্তকস্বরূপ—শীর্ষদেশে উপনিষদই বেদান্ত।
বেদের এই অংশেই জগতের সর্বশ্রেষ্ঠজ্ঞান ব্রহ্মবিজ্ঞান দিব্যজ্যোতিঃ
বিবস্বিত। বেদান্তসাব্যত্র সূত্রে বলিতেছেন :—

“বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্, তত্পকারীণি শারীরক-সূত্রাদীনি চ।”

“বেদের শেষাংশে যে পরমব্রহ্ম ও আত্মার একত্ববোধক উক্তিমূসহ
আছে, তাহাই উপনিষদ—তাহাই বেদান্ত। উপনিষৎসমূহের নিগূঢ় মন্ত্র
উপলব্ধির অনুকূল মহাবি বেদব্যাস-বিরচিত শারীরকসূত্র—বেদান্ত-দর্শন—
ভাষ্যানিবন্ধাদিও উপনিষদের উপকারী—অনুযায়ী বলিয়া তাহাও বেদান্ত।”

ভারতে ব্রহ্মজ্ঞানের পুনঃপ্রবর্তক আচার্য্য শঙ্কর ব্রহ্মবিজ্ঞান সহিত
উপনিষদ-নামের সার্থক সুসঙ্গতি প্রতিপাদন করিয়াছেন। শিবাবতার
শঙ্কর বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষা-ভূমিকায় বলিতেছেন—এবং অত্যাশ্রয়
উপনিষদের ভাষ্যসূচনায় এই অর্থের সমর্থন করিতেছেন।

“সেয়ং ব্রহ্মবিজ্ঞা—উপনিষৎশব্দবাচ্যা—তৎপরাণাং সহিতোঃ সংসারস্ত
অতাস্তাবসাদনাং। উপ-নি-পূর্বস্ত সদ্‌ধাতোঃ তদর্থহাং।”

সেই ব্রহ্মবিজ্ঞাই উপনিষদ। যাহারা এই ব্রহ্মবিজ্ঞা অনুশীলনে তৎপর,
এই জন্ম-জরা-মরণশীল সংসারে তাঁহাদের অবিজ্ঞা-প্রভাবের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ
সংসাধিত করে বলিয়াই এই ব্রহ্মবিজ্ঞা উপনিষদ নামে অভিহিত।
উপ+নি পূর্ব সদ্‌ধাতুর অর্থ হইতেই উপনিষদ গ্রন্থ নামের এই সার্থকতা
উপলব্ধি হয়।

হোমধুম-স্বরভিত—বেদগাথা-মুখরিত—জ্ঞান-সাধনার পূণ্য-তপোবন
বৈদিক-ভারতের আর্য্য-ব্রাহ্মণের জীবনযাত্রা চারি আশ্রমে সুবিজ্ঞ ছিল।

চারি আশ্রমের সাধনার জন্ত বেদ-সংকলয়িতা মহর্ষি বেদব্যাস ও তাঁহার শিষ্য বিষ্ণুপূজা অর্গাঋষিগণ বেদের কৰ্ম্মকাণ্ড—সংহিতা ব্রাহ্মণে; জ্ঞানকাণ্ড—আরণ্যক উপনিষদে বিভক্ত করিয়াছিলেন। ব্রহ্মদারণ্যক উপনিষদের ঐশ্বর্যপ্রবেশ-সূচনায় এ প্রসঙ্গের আলোচনা বিস্তারিত ভাবে করিয়াছি—পুনরুল্লেখ অনাবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্য আশ্রমে সংহিতা—বেদের মন্ত্রভাগ স্বাধায়্য করিতে,—গার্হস্থ্য আশ্রমে ব্রাহ্মণ—যজ্ঞবাক্য্য ও বিবর্তি অনুযায়ী যজ্ঞ সম্পাদন করিতে,—বানপ্রস্থ আশ্রমে আরণ্যক—যজ্ঞের রূপক-কল্পনা অনুসারে প্রতীকের উপাসনা করিতে,—পরিশেষে সন্ন্যাস আশ্রমে প্রব্রজ্যার উপনিষদ্ প্রতিপাত্ত ব্রহ্মজ্ঞানের সাধনা করিতে হইত। সেইজন্ত সৰ্ব্ববাসনাত্যাগী সন্ন্যাসীর তীব্র বৈরাগ্যের শক্তির অমিয়-নির্ব্বার—মুক্তিমন্ত-উচ্ছ্বাসিত জ্ঞানগঙ্গোদ্রী-ধারা—বেদের চরম ও পরম জ্ঞান-সমবয়—বেদান্তের মূর্ত্তবিকাশ উপনিষদ্।

ব্রহ্মদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের অষ্টম ব্রাহ্মণে—ব্রহ্মবিদ্ মহারাজ জনকের মহাযজ্ঞের বিচার-সভায় ব্রহ্মর্ষি বাজ্রবল্লভ ব্রহ্মবাদিনী বিদ্বদ্বী গার্গীকে ব্রহ্মনির্দেশ প্রসঙ্গে বলিতেছেন;—

“ব্রহ্মবিদগণ সেই ব্রহ্মকে অক্ষর বলিয়া নির্দেশ করেন। সেই অক্ষর-ব্রহ্ম স্থূল নহেন—সূক্ষ্ম নহেন—হ্রস্ব নহেন—দীর্ঘ নহেন—রক্তবর্ণ নহেন—স্নেহ নহেন—ছায়া নহেন—কারা নহেন—তমঃ নহেন—বায়ু নহেন—আকাশ নহেন—আসক্ত নহেন—রস নহেন—গন্ধ—চক্ষু—শ্রোত্র—বাক্ মন তেজ নহেন—প্রাণ সূত্ৰ মাত্রা = পরিমাণ নহেন—অন্তর নহেন—বাহির নহেন—ভোক্তা নহেন—ভোজনীয় নহেন। তাঁহার শব্দ স্পর্শ রূপ ক্ষয় নাই—তাঁহার পূর্বে বা পরে—অন্তরে বা বাহিরে কোন কিছুই নাই।

“হে গার্গি ! এই অক্ষর-ব্রহ্মের প্রদীপ্ত শাসনে সূর্য্য-চন্দ্র নিয়মিত, ইহাঁরই প্রশাসনে স্বৰ্গ-মৰ্ত্ত স্থির—নিয়ন্ত্রিত। তাঁহারই শাসনে নিমেষ, মুহূৰ্ত্ত, দিব্যরাত্র, মাস অৰ্দ্ধমাস, ঋতু, সপ্তংসর নিয়মিত। তাঁহারই করুণায় হিমাঙ্গি প্রভৃতি শুভ্র পৰ্ব্বত হইতে নদীসমূহ প্রবাহিত ;—সেই করুণা-প্রবাহের কোন ব্যতিক্রম নাই। সেই অক্ষর-ব্রহ্মের অনুপ্রেরণাতেই মনুষ্যগণ দান-যজ্ঞ-শ্রদ্ধ-কর্মে নিয়োজিত—আস্থাবান। তাঁহারই করুণা লাভের আশায় দান-যজ্ঞ-হোমের অনুষ্ঠান। সেই অক্ষর-ব্রহ্মকে না জানিয়া কেবল হোন-যজ্ঞ তপস্বী করিলে কি ফললাভ হইবে ? সে সকল কস্মাৎপুষ্ঠানের ফল ত’ পরিমিত—ধ্বংসশীল। যিনি ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে প্রযাণ করেন, তিনি নিতান্তই দুর্ভাগ্য। অক্ষর-ব্রহ্মকে অবগত হওয়ার নামই ত’ ব্রহ্মনিষ্ঠা—ব্রহ্মবিদ্যা—ব্রহ্মজ্ঞান।

“সেই অক্ষর-ব্রহ্ম সকলের দ্রষ্টা—কিন্তু সকলেরই অদৃষ্ট ; নিজে সকলের শ্রোতা—কিন্তু সকলেরই অশ্রুত ; নিজে সকলের মন্তা = মতি-স্বরূপ—কিন্তু অশ্রুত মনোবৃত্তির অগোচর ; নিজে বিজ্ঞাতা = জ্ঞান স্বরূপ—কিন্তু অপরের বুদ্ধিবৃত্তির অগোচর—অবিজ্ঞাত। এই অক্ষর-ব্রহ্ম বাতীত জগতের অণু কোন দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা নাই। এই অক্ষর-ব্রহ্মই সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। তাঁহার ক্ষরণ নাই—তিনি অজর—অমর—স্থায়ী—নির্বিকার—নিমিত্তাতীত।”

বৃহদারণ্যক উপনিষদের তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে ব্রহ্মজ্ঞ যাগ্জবল্ক্য ঋষি তাঁহার অন্তরনিহিত অনুভূতিনিচয় যেন বাক্যরূপে বিকাশ করিয়া বলিতেছেন :—

“যিনি নিজে দর্শনীয় নন—কিন্তু সকলের দ্রষ্টা—শ্রবণীয় নহেন অথচ সকলের শ্রোতা—নিজে মননের অতীত কিন্তু সকলের মননকর্তা—যিনি

বুদ্ধির অগম্য অথচ নিজে বিজ্ঞাতা—যাঁহার অতিরিক্ত মন্তা নাই—
বিজ্ঞাতা নাই—তিনিই অবিনাশী আত্মা অন্তর্যামী। তিনি ব্যতীত
জগৎ আর্ন্ত—দুঃখময়—বিনাশশীল।”

বহুদারপাণ্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে মৈত্রেয়ীকে বৈভবপ্রদান
প্রসঙ্গে ব্রহ্মবিদ্ ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য বলিতেছেন :—

“* * সুখস্বরূপ আত্মাই সেই সমস্ত বিষয়—যাঁহার দ্বারা জীব সুখ
অনুভব করে,—সুখের কামনা করে—তাঁহার ভিতরই আত্মা প্রচ্ছন্ন
রহিয়াছেন। কামনার সংস্পর্শে জীব যে ক্ষণিক সুখ উপভোগ করে,
তাহা সেই ব্রহ্মানন্দেরই কণিকা মাত্র। আত্মার দর্শন—মনন—বিজ্ঞান
হইলে সমস্ত মারা-রহস্যই সুবিদিত হয়।

“আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মেরই, উপাসনা কর।
আত্মা হইতে ভিন্ন কোন বস্তুই নাই। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, লোক, দেব,
ভূত যাহা কিছু, যে কিছু সমস্তই আত্মস্বরূপ ব্রহ্ম। সমস্তই আত্মা হইতে
উৎপন্ন—আত্মাতেই গৌন—স্থিতিকালে আত্মস্বরূপ—আত্মাতিরিক্ত কোন
বস্তুর সত্তা নাই। * * * * * একই ব্রহ্ম হইতে জগতের নানা রূপ
প্রতিভাত। নানারূপে তাঁহারই প্রকারভেদ। ব্রহ্মকে জানিলেই
তাঁহার প্রকারভেদও বিজ্ঞাত হয়। * * * * * সেই নিত্য-
সিদ্ধ—অনন্ত—অপার—বিজ্ঞানঘন—গুরু—চিন্মাত্রস্বরূপ সমস্ত ভূতের
সঙ্গে নিশিয়া আছেন—তাঁহার নাম-রূপাদি কোন বিশেষ ধর্মের—পৃথক্
সম্বন্ধের অস্তিত্ব ত’ বিদ্যমান নাই। * * * * * ব্রহ্ম যখন
অদ্বৈত—একাকার—ভূমি—তখন তিনি ত’ জ্ঞেয় হইতে পারেন না।
যাঁহার দ্বারা সমস্ত জ্ঞাত হয়—তাঁহাকে আবার কিরূপে জানিবে? যিনি
জ্ঞাতা—দ্রষ্টা, তাঁহাকে কিরূপে পৃথক্ভাবে জানিবে? বিজ্ঞাতাকে আবার
কিসের দ্বারা উপলব্ধি করিবে?

দ্বিতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে বহুদারণ্যক বলিতেছেন :—

“গুণাতীত, গুণময়, নিগুণ পরমব্রহ্মের বাসনাস্বরঞ্জিত রূপ কি হরিদ্রা-
রঞ্জিত রমণীরঞ্জন বস্ত্র—না পাণ্ডুবর্ণ মেঘ-রোমজ-বস্ত্র—না ইন্দ্রগোপ
—রেশম-কীটের রক্তবর্ণ—না অগ্নির দীপ্তশিখা—না শ্বেতপদ্মের সুষমা—
না চকুর নিমিষের গত বিদ্যাতের চকিত ক্ষণভাতি—যে তাঁহাকে বিশেষণে
বিশেষিত—লক্ষণে চিহ্নিত—গুণে অধিত করিয়া তাঁহার স্বরূপ
পরিচয় দেওয়া সম্ভব হইবে ? তাঁহার পরিচয় এইমাত্র—‘নেতি নেতি’—
‘তিনি ইহা নহেন’—‘তিনি ইহা নহেন’—তাঁহার পর আর কিছুই নাই—
ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর কিছুই নাই। তিনি ‘সত্যস্য সত্যম্’—
তাঁহার উপনিষদে ইহাই তাঁহার বহুস্বয়ময়
নাম। প্রাণসমূহ সত্য—তিনি প্রাণসমূহেরও সত্যতা-সম্পাদক।”

শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ পঞ্চম অধ্যায়ের প্রথমেই বলিতেছেন,—

বিদ্যা = প্রজ্ঞান—অবিদ্যা = অজ্ঞান উভয়ই পরমব্রহ্মে লীন। অবিদ্যা-
প্রভাবে জীব বারংবার জন্ম-মরণাদি যন্ত্রণা ভোগ করিয়া আবদ্ধ থাকে—
আর বিদ্যাপ্রসাদে ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া অমৃতত্ব—চিরবাঞ্ছিত মুক্তিলাভ
করে।

মুণ্ডকোপনিষদ প্রথম খণ্ডের ৪র্থ ও ৫ম শ্রুতিতে বলিতেছেন,—

ছইটি বিদ্যা পরিজ্ঞাত হওয়া কর্তব্য—এক পরাবিদ্যা—দ্বিতীয় অপরা-
বিদ্যা। অপরাবিদ্যা দ্বারা বেদাঙ্গশাস্ত্রে পাণ্ডিত্যমাত্র লাভ হয়—পরা-
বিদ্যাপ্রসাদে অক্ষর-ব্রহ্মের দিব্যজ্ঞানের উপলব্ধি হয়।

মুণ্ডকোপনিষদ দ্বিতীয়খণ্ডের শেষ শ্রুতিতে বলিতেছেন,—

এই ব্রহ্মবিদ্যার অনুভূতিপ্রভাবেই সেই একমাত্র সত্যস্বরূপ অক্ষর
পুরুষকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়।

জগতের সেই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রজ্ঞান—যে জ্ঞানের উপলব্ধিতে বিশ্বশ্রুতি—
বিশ্বনিয়ন্তা পরমব্রহ্মের সহিত মানব আত্মার অভেদজ্ঞান জন্মে—নম্বর
জগতে মানব অমরত্ব লাভ করে—সেই অবিজ্ঞাশাতন—নাগা-প্রহেলিকার
মোহাকার অপসারণকারী ব্রহ্মবিদ্যা উপনিষদের অনন্ত
জ্ঞানরত্নাকরেই সমাহিত ।

বেদসঙ্কলয়িতা—আর্য্য হিন্দুর চারি আশ্রমের সাধনার উপযোগী বিভিন্ন
শাখায় বেদচতুষ্টয় বিভাগকারী—পঞ্চম-বেদ মহাভারত—মোক্ষপ্রদ
শ্রীমদ্ভাগবত প্রণেতা—মহর্ষি বেদবাস মুমুকু মানবসম্প্রদায়ের পরম ও চরম
মঙ্গল-বিধান—অমৃতত্ব প্রদানের জন্ত ব্রহ্মসূত্র প্রণয়ন করেন । ‘ব্রহ্মণঃ
সূত্রম্—ব্রহ্মসূত্রম্ । শ্রীধরস্বামী বলিতেছেন, ‘ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব—ব্রহ্ম
সূত্রাতে—সূচ্যতে ।’ যে গ্রন্থে ব্রহ্ম স্বরূপে সূত্রিত—সূচিত—কথিত—
প্রকাশিত হন, তাহাই ব্রহ্মসূত্র । যে গ্রন্থে তটস্থ ও স্বরূপ লক্ষণ
দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণ সম্ভব হইয়াছে, সেই সূত্রসমুচ্চর ব্রহ্মসূত্র । বেদান্ত-
বাক্যসমূহের সূত্রস্বরূপ বলিয়া এই বিশ্ববরেণ্য গ্রন্থের নাম বেদান্তসূত্র ।
বেদবাস-বিরচিত বলিয়া ইহার অপর নাম ব্যাসসূত্র । ‘বদরে =
বদরিকাশ্রমে অরনং = বাসো বস্তু সঃ বাদরাযণঃ’—বেদবাস বদরিকাশ্রমে
বাস—তপস্থা করিয়া জগতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন
বলিয়া ইহার অগ্ন নাম বাদরাযণ-সূত্র । জন্মমরণশীল জীবের ব্রহ্মবিচার
এই গ্রন্থে সম্ভব হইয়াছে বলিয়া সার্থক নাম—শারীরক মীমাংসা—
শারীরক সূত্র । বেদের কর্মকাণ্ডের বিধানে যজ্ঞক্রিয়া অনুষ্ঠানের
ভিতর ব্রহ্মপ্রাপ্তির বাসনা বিচারের সূত্রসমূহের নাম যেমন পূর্ব-মীমাংসা—
মহর্ষি জৈমিনি-বিরচিত মীমাংসা-দর্শন, তেমনি বেদের জ্ঞানকাণ্ডের
ব্রহ্মবিচারাত্মক ব্রহ্মসূত্র-সমুচ্চর নাম উত্তর-মীমাংসা ।

উপনিষদের ব্রহ্মবিষ্ণুর শ্রুতিসমূহ বেদান্তশ্রুতি নামে অভিহিত। ব্রহ্মসূত্রে এই শ্রুতিসমূহের বিচার—মীমাংসা সিদ্ধান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে—এ জগত্ই ব্রহ্মসূত্র বেদান্তদর্শন নামে সুপরিচিত। উপনিষদ্রাজির দার্শনিক তত্ত্বরাশির আলোচনায় পূর্ণ শঙ্কর-ভাষ্য—রামানুজ-ভাষ্য—মধ্বাচার্য্য-ভাষ্য—শ্রীকৃষ্ণ-ভাষ্য—বল্লাভাচার্য্য-ভাষ্য—বিজ্ঞানভিক্সু-ভাষ্য—বল-দেব ভাষ্য—নিম্বার্ক-ভাষ্য প্রভৃতি ভাষ্যসমূহও বেদান্তদর্শন নামে অভিহিত। বসুমতী-সংস্করণ বেদান্তদর্শনের গ্রন্থপ্রবেশে এ প্রসঙ্গের কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছি—এখানে পুনরুল্লেখ নিম্নয়োজন।

বেদবিভাগ—উপনিষদসঙ্কলনে ব্রহ্মবিষ্ণুর প্রচার—বেদান্তদর্শনে ব্রহ্ম-জ্ঞানের মীমাংসা করিয়াও মহর্ষি বেদবাস তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। ত্রিতাপদগ্ধ মানব-সম্প্রদায়কে অমরবাহিত মুক্তির অধিকার প্রদানের জন্ত সর্বজনবোধগম্য ব্রহ্ম-মহিমার প্রসার কামনায় তিনি জ্ঞানভক্তির অমৃত-নির্ঝর মহাভারত প্রণয়ন করিলেন। সর্বকালে নিত্যবিদ্যমান মহাভারতের সূচনায় বেদবাস বলিতেছেন,—

“ভগবন্! আমি এক অঙ্কুর কাব্য রচনা করিয়াছি, তাহাতে বেদ, বেদাঙ্গ, উপনিষদ, এই সকলের সার সঙ্কলন,—ইতিহাস পুরাণের অনু-সরণ,—ভূত বর্ত্তমান ভবিষ্যৎ কালত্রয়ের সম্যক্ নিকূপণ করিয়াছি ;—জরা, মৃত্যু, ভয়, ব্যাধি, তাব, অভাব ইহাদের নির্ণয় ;—বিবিধ ধর্ম্মকর্ম্ম ও আশ্রমের লক্ষণ নিদর্শন ;—চাতুর্কর্গ্য বিধান—তপশ্চা ব্রহ্মচর্য্য—পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, তারা প্রভৃতির বিবরণ করিয়াছি। ভূতভাবন শ্রীভগবান্ যে নিমিত্ত দিব্য ও মনুষ্যাকারে জন্ম স্বীকার করেন, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান ; অতি পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র ও তীর্থস্থানসমূহের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছি।”

***** “যিনি এই অনন্ত প্রকাণ্ড ব্রহ্মাণ্ডের আদিপুরুষ ও অদ্বিতীয় অধীশ্বর,—যিনি স্থাবর জঙ্গম সকলের স্রষ্টা ও পাতা,—শাস্ত্র যাহাকে

একমাত্র পরব্রহ্ম বলিয়া নির্দেশ করেন,—যাঁহার প্রীতির নিমিত্ত কেহ প্রজ্জলিত হুতাশনে মস্তোচ্চারণ করিয়া বারংবার আহুতি প্রদান করিতেছেন,—যাঁহার দর্শনলাভ প্রত্যাশায় কেহ বা শত শত বৎসর নির্জনে একান্তমনে ধ্যান, মনন, অতি কঠোর ব্রতাদির অনুষ্ঠান করিতেছেন,—কেহ বা মায়াপ্রপঞ্চস্বরূপ সংসারে বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়া যাঁহার উপাসনার জন্ত আত্মীয়-স্বজন সকলকেই পরিহার করিয়া অরণ্যে অরণ্যে ভ্রমণ করিতেছেন;—এইরূপ নানা উপায়ে যাহাকে লাভ করিবার জন্ত পৃথিবীর বহু লোকই অতি দুষ্করকার্য্যে আত্মনিবেদন করিতেছে, সেই অনাদি—অনন্ত—অভিলষিত-ফলদাতা—বিধিপাতা—চরাচর গুরু পরমব্রহ্ম ত্রিহরির ত্রীপাদপদ্যে প্রণাম । * * *

হিন্দুর পঞ্চম-বেদ মহাভারতের এই সর্কশাস্ত্রের সারাংশের সঙ্কলন—উপনিষদের ব্রহ্মবিষ্ণুর দিব্যজ্যোতির্ম্ময় প্রভাসময়র ত্রীমদ্ভগবদ্গীতা । উপনিষদ্—ব্রহ্মহুত্র তীব্রবৈরাগ্যসম্পন্ন মুমুক্শু—উচ্চ অধিকারীকে ব্রহ্মজ্ঞান প্রদানের জন্ত পরিকল্পিত, কিন্তু করুণাময় আৰ্য্য-ঋষি মানব-সমাজের কোন স্তরকে বৈশ্বত হন নাই । স্বং ত্রীভগবানের ত্রীমুখ-নিঃসৃত এই মুক্তি-মন্ত্রে—পাপী তাপী—সংসারী যোগী—বিলাসী ত্যাগী—মুমুক্শু ভোগী—সন্ন্যাসী গৃহী সকলে সমান অধিকারী ।

মানব-মনের সকল সন্দেহ নিরাস করিয়া ত্রীভগবান্ গীতায় বলিতেছেন,—
আমিই জগতের পিতা—মাতা—ধাতা—পিতামহ । আমিই পরম পবিত্র ও চরম জ্ঞাতব্য ঔঙ্কার, আমিই ঋক্ যজুঃ সাম । আমি তাপ, আমিই বৃষ্টি ; আমি গ্রহণ করি আমিই ত্যাগ করি ; আমি অমৃত আমিই মৃত্যু, আমিই সং ও অসং । * * * এই সংসারে আমারই সনাতন জীবরূপ অংশ, প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চেন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করিয়া থাকে ।

পরে বলিতেছেন,—ক্ষর ও অক্ষর এই দুইটি পুরুষ সংসারে প্রসিদ্ধ ; তন্মধ্যে সমুদয় ভূতই ক্ষর ; কূটস্থ পুরুষ অক্ষর । আর একটি উত্তম পুরুষ আছেন ঐহাকে পরমাত্মা বলিয়া শাস্ত্র নির্দেশ করেন । সেই অবিনাশী পরমেশ্বর এই লোকত্ৰয়ে প্রবেশ করিয়া সমস্ত প্রতিপালন করিতেছেন । আমি ক্ষরের অতীত—অক্ষরেরও উত্তম, এই জগুই বেদে ও লোকে আমি পুরুষোত্তম নামে প্রসিদ্ধ ।

উপনিষদ-নিহিত সত্যরাজ এইভাবে সরল—সর্বজন-সুবোধ্য করিয়া তিনি গীতায় সুপ্রচারিত করিয়াছেন ।

পূর্ণব্রহ্ম অবতাররূপে তিনি পরম করুণায়, মায়ামুগ্ধ সংসারী জীবগণকে ব্রহ্মজ্ঞানের পুণ্যজ্যোতিঃসম্পাতে ব্রহ্মানন্দের উৎস-মূলের সন্ধান দিয়াছেন—অনাহত শাস্তি ও অতুল্য তৃপ্তির অমৃত ফল বিতরণ করিয়াছেন ।

এজগৎ সর্বজন-কল্যাণ-সমুজ্জ্বল—ব্রহ্মজ্ঞানের প্রদীপ্ত তাক্বর **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাও বেদান্ত!** সেই জগৎ শঙ্করাচার্য্য—রামানুজ—বলদেব—বলভাচার্য্য—বিজ্ঞানভিক্ষু প্রভৃতি যে সকল মনীষী আচার্য্য বেদান্তদর্শনেব ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া অদ্বৈত—বিশিষ্টাদ্বৈত—দ্বৈত প্রভৃতি মতবাদ প্রতিষ্ঠা করিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায় প্রবর্তন করিয়াছেন, তাঁহাদেরই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার বিভিন্ন ভাষ্য প্রণয়ন করিয়া অতুলনীয় মনীষা প্রতিভা পাণ্ডিত্য—বিচারশক্তির পরিচয় দিতে হইয়াছে ।

উপনিষদ—বেদান্তদর্শন—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এই তিনের সমন্বয়ে বেদান্তশাস্ত্র—এই তিনই বেদান্তের **প্রস্থানত্রয়** । উপনিষদ-সমূহ—**শ্রুতিপ্রস্থান** ; ব্রহ্মসূত্র—**ন্যায়প্রস্থান**—শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—**স্মৃতিপ্রস্থান** । এই তিন শ্রেণীর গ্রন্থ বেদান্তশাস্ত্রের পূর্ণতা সম্পাদন করিয়াছেন ।

বেদান্তের প্রস্থানত্রয়—এই তিন শ্রেণীর গ্রন্থ ভাষ্য টীকাদিসহ পাঠ—
 অনুশীলন—নিগূঢ় মৰ্ম উপলব্ধি না করিলে ব্রহ্মজ্ঞানের উন্মেষ—অনুভূতি
 লাভ সম্ভব হয় না। কিন্তু বেদান্তশাস্ত্র-সমাহিত ব্রহ্মবিচার অনুশীলনে
 যত্ববান হইয়া—সভাষ্য উপনিষদ্—ব্রহ্মসূত্র পাঠ করিয়া—আচার্য্য ভাষ্যকার-
 গণের বিভিন্ন সিদ্ধান্তবাদ স্তমীমাংসা করিতে না পারিয়া অনেকেই যেন
 দিশেহারা হইয়া পড়েন—বেদান্তনিহিত দিবাজ্ঞান অনুভূতির পরিবর্তে
 কুট তর্কমূহে বিপর্যাস্ত হইয়া পড়েন। ব্রহ্মবিজ্ঞানভ-প্রয়াসিগণের সকল
 সন্দেহ নিরাস করিয়া—সকল বিতর্কের স্তমীমাংসা করিয়া—পরমজ্ঞানী
 পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমৎ সদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতী এই
 বেদান্তসার সংক্ষিপ্ত গ্রন্থখানি প্রণয়ন করিয়া তাঁহাদের নিঃশ্রেয়সের
 অধিকার প্রদানের প্রচেষ্টা করিয়াছেন।

শিবাবতার শঙ্করাচার্য্য অনুমান ৬৮০ খৃষ্টাব্দে আবির্ভূত হইয়া
 অদ্বৈতবাদ প্রবর্তন করিয়াছিলেন। তাহার প্রায় ৭৫০ বৎসর পরে—
 অনুমান পঞ্চদশ শতাব্দীতে পরমহংস শ্রীমদ্ অদ্বয়ানন্দের শিষ্য—
 শ্রীমৎ সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রের সারাংশের বেদান্তসার সংকলন
 করেন।

এমন সর্বজনসুবোধ্য—সরল—সংক্ষেপে ব্রহ্মবিজ্ঞান-বিবর্তিতে সুসম্পূর্ণ
 প্রামাণ্য বেদান্তগ্রন্থ আর নাই বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না।

শ্রীমৎ সদানন্দ যোগীন্দ্র সরস্বতীর প্রণিষা পরিব্রাজক শ্রীমৎ নৃসিংহ
 সরস্বতী এই সর্বাঙ্গসুন্দর বেদান্তগ্রন্থের সুবোধিনী টীকা প্রণয়ন করিয়া
 গ্রন্থপ্রবেশের পথ আরও সুগম করিয়াছেন। এই টীকা সুধীজনসমাজে
 বিশেষভাবে সমাদৃত—সহজবোধ্য—গ্রন্থের জ্ঞানরাশি সুবিস্তারিত বলিয়া
 বসুমতী-সংস্করণ বেদান্তসারে সুবোধিনী টীকাই সন্নিবেশিত। এই
 গ্রন্থের প্রজ্ঞানরাশি বিশ্লেষণ করিয়া, সুবিখ্যাত মীমাংসক পণ্ডিত আপোদেব

বালবোধিনী নামে ও পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমদ্‌রামতীর্থযতি বিশ্বম্মনোরঞ্জনী নামে আরও দুইটি টীকা প্রণয়ন করেন ।

বিতর্কের অবকাশ না দিয়া সরল—সুন্দরভাবে বেদান্তশাস্ত্রের সার সত্যরাজি উপলব্ধি করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীমৎ‌ সদানন্দ যোগীন্দ্র বেদান্তসার প্রণয়ন করিয়াছিলেন—এ জগ্‌ই বসুমতী-সংস্করণে টীকা-বাহুল্য পরিহার করা হইয়াছে ।

দক্ষিণেশ্বরের সেই মূর্ত্তিমান্‌ বেদান্ত ভগবান্‌ শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণদেবের অশীর্ষদেও অনুপ্রেরণায়—তাহার সুবোগ্য শিষ্য, বিশ্বপূজ্য ব্রহ্মবিৎ‌ সন্ন্যাসী শ্রীমদ্‌ বিবেকানন্দ স্বামীর উৎসাহে ও পরামর্শে স্বর্গীয় পিতৃদেব যে সকল বেদান্তগ্রন্থ প্রথম প্রকাশ করেন, তাহার মধ্যে বেদান্তসার প্রথম—পঞ্চদশী দ্বিতীয়—বিবেকচূড়ামণি তৃতীয় । বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক যুগে সুলভ সংসাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রচারে আত্মনিবেদিত প্রাণ—বসুমতীর প্রবর্তক, নীরব কর্ম্মবীর উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় বেদান্তসারের প্রথম অনুবাদ সুবোধিনী টীকাসহ প্রচার করিয়াছিলেন । তাহার পর একে একে বেদান্তসারের পাঁচটি সংস্করণ নিঃশেষিত হইয়া, ষষ্ঠ সংস্করণ প্রকাশিত হইল । বর্তমান সংস্করণে অনুবাদের ভাষা আরও সরল করিবার জগ্‌—গ্রন্থখানি নিভূল—সুন্দরভাবে মুদ্রণের জগ্‌ যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছি । সে সাধনা কতদূর সফল হইয়াছে, স্বধীজন-সমাজ তাহার বিচার করিবেন ।

বর্তমান যুগের জীবনসংগ্রাম—জীবন-বিড়ম্বনা—হাহাকারের দিনে বেদান্তশাস্ত্রের গ্রন্থানত্রয় অনুশীলন করিবার মত অবসর অনেকেরই কর্ম্ম-বাস্ত জীবনে নাই—পাশ্চাত্য শিক্ষা-বিস্তারে—আত্মসুখ-সর্ব্বম্ব পাশ্চাত্য সভ্যতার মোহনীয় প্রভাবে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের প্রবল তৃষা—মোক্ষলাভের আকুল আকাঙ্ক্ষাই বা কোথায় ?—তবু যদি শিক্ষিত-সমাজ বিরল প্রাপ্ত অবসরের

ভিতরও নশ্বর জগতে সেই একমাত্র সত্য পরমব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধির
জন্ত ব্রহ্মানন্দের অশুভূতির আশায় বেদান্তসারের মত অদ্বৈতবাদের পূর্ণ
সমর্থক পরমসুন্দর প্রকরণ গ্রন্থপাঠের অবসর পান—আয়াস—প্রচেষ্টা—
সার্থক হইবে।

দীর্ঘ ভূমিকায় সুধীজন-সমাজের বিরক্তি উৎপাদনের বিনিময়ে
ক্ষমা প্রার্থী।

বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির।

দুর্গাষষ্ঠী—১৩৩৯ সাল।

}

বিনয়াবনত

শ্রীসতীশচন্দ্র নৃথ

সূচিপত্র

বিষয়	বিষয়াক্ষ পত্রাক্ষ	বিষয়	বিষয়াক্ষ পত্রাক্ষ
মঙ্গলাচরণ	১ ৩	শমলক্ষণ	১২ ১৪
গুরুপ্রণাম	২ ৫	দমলক্ষণ	২০ ১৫
বেদান্ত কাহাকে বলে ?	৩ ৬	উপরতিলক্ষণ	২১ ১৬
পৃথক্ অনুবন্ধ ও বলার কারণ		তিতিক্ষালক্ষণ	২২ ১৭
নির্দেশ	৪ ৭	সমাধানলক্ষণ	২৩ "
অনুবন্ধচতুষ্টয় কি ?	৫ "	শ্রদ্ধালক্ষণ	২৪ ১৮
প্রথমানুবন্ধ অধিকারী কে ?	৬ ৮	চতুর্থ সাধন মুমুক্ত্ব কি ?	২৫ "
কাম্যকর্ম কি ?	৭ ৯	অধিকারিলক্ষণেব	
নিষিদ্ধ কর্ম কি ?	৮ ১০	উপসংহার	২৬ "
নিত্য কর্ম কি ?	৯ "	অধিকারিত্বের প্রমাণ	২৭ ১৯
নৈমিত্তিক কর্ম কি ?	১০ "	দ্বিতীয়ানুবন্ধ বিষয় কি ?	২৮ "
প্রায়শ্চিত্ত কি ?	১১ ১১	তৃতীয়ানুবন্ধ সম্বন্ধ কি ?	২৯ ২০
উপাসনা কি ?	১২ "	চতুর্থানুবন্ধ প্রয়োজন কি ?	৩০ "
নিত্যনৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্ত		অধিকারীর কর্তব্য	৩১ ২১
ও উপাসনার প্রয়োজন		গুরুর কর্তব্য ও তদ্বিষয়িণী	
কি ?	১৩ ১১	শ্রুতি	৩২ ২৩
নিত্যনৈমিত্তিক ও উপাসনার		অধ্যারোপ, বস্তু, অবস্তু ও	
অবাস্তুর ফল	১৪ ১২	অজ্ঞান কি ?	৩৩ ২৪
সাধনচতুষ্টয় কি ?	১৫ ১৩	অজ্ঞানের বিভাগ ও সমষ্টি	
প্রথম সাধন নিত্য নিত্যবস্তু-		অজ্ঞান কি ?	৩৪ ২৭
বিবেক কি ?	১৬ "	সমষ্টি অজ্ঞানের বিস্তৃত সত্ত্ব-	
দ্বিতীয় সাধন ইহামুক্তফলভোগ-		প্রধানতা নির্দেশ ও	
বিরাগ কি ?	১৭ "	ঈশ্বর-নিরূপণ	৩৫ ২৮
তৃতীয় সাধন শমদমাদি		ঈশ্বর সর্বজ্ঞ কেন ও তদ্বিষয়িণী	
সম্পত্তি কি ?	১৮ ১৪	শ্রুতি	৩৫ "

বিষয়	বিষয়াক্ষ পত্রাক্ষ	বিষয়	বিষয়াক্ষ পত্রাক্ষ
ঈশ্বরের অজ্ঞানসমষ্টিই কারণ-শরীর		বিক্ষেপশক্তি বিষয়ে শ্রুতি ৪৬	৪৩
আনন্দময় কোষ, সুষুপ্তি ও		নিমিত্ত ও উপাদানভেদে অজ্ঞানো-	
বিলয়-স্থান	৩৬ ৩০	পহিত চৈতন্যের দ্বৈবিধ্য ও	
বাষ্টি অজ্ঞান কি ?—তাহার প্রমাণ		তাহাদেবু দৃষ্টান্ত	৪৭ "
শ্রুতি	৩৬ ৩০	বিক্ষেপশক্তির কার্য ও তাহার	
অজ্ঞানের বিভাগ কেন ?	৩৭ ৩২	প্রমাণ শ্রুতি	৪৮ ৪৫
বাষ্টি অজ্ঞানের মলিনসত্ত্বপ্রধানতা		অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের	
নির্দেশ	" "	তমঃ প্রাধাত্যে মারণ	
প্রাক্ত কে ?	" "	নির্দেশ	৪৯ ৪৬
প্রাক্ত কেন বলে ?	" "	সদ্বাদি গুণত্রয়ের উৎপত্তি	
প্রাক্তই কি ?	৩৮ ৩৩	নির্দেশ	" "
প্রাক্তের বাষ্টি অজ্ঞানতাই কাবণ-		হৃক্ষভূত বা তন্মাত্র বা অপকৌকৃত	
শরীর, আনন্দময় কোষ,		ভূতনির্দেশ	" "
সুষুপ্তি ও বিলয়স্থান "	৩৮	হৃক্ষশরীর ও স্থলভূতের উৎপত্তি-	
ঈশ্বর ও প্রাক্তের আনন্দানুভব ও		নির্দেশ	" "
তাহার প্রমাণশ্রুতি	৩৯ ৩৫	হৃক্ষশরীরনির্দেশ ও তাহার মপ্তদশ	
সমষ্টি ও বাষ্টি অজ্ঞানের এবং ঈশ্বর		অবয়ব কি ?	৫০ ৪৮
ও প্রাক্তের অভিন্নতা নির্দেশ		জ্ঞানেন্দ্রিয় কি কি ? তাহার	
ও তাহার প্রমাণ	৪০ ৩৬	উৎপত্তিনিরূপণ	৫১ "
তুরীয় চৈতন্য কি ? তাহার		বুদ্ধি ও মনের লক্ষণ	৫২ ৪৯
প্রমাণশ্রুতি	৪১ ৩৮	চিত্ত ও অহঙ্কারের স্বরূপ	
মহাবাক্যের বাচ্য ও লক্ষ্য		নির্দেশ	৫৩ ৫০
কি ?	৪২ ৩৯	বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অহঙ্কারের উৎ-	
অজ্ঞানের শক্তিদ্বয়	৪৩ ৪০	পত্তিনিরূপণ	" "
অজ্ঞানের আবরণশক্তি কি ?		বিজ্ঞানময় কে ও জীবের স্বরূপ	
তাহার দৃষ্টান্ত	৪৪ ৪১	নিরূপণ	৫৪ ৫১
আবরণশক্তির কার্য	" "	মনোময় কোষ ও কর্মেন্দ্রিয়	
অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তি কি ?	৪৫ ৪২	কি ?	৫৫ ৫২

বিষয়	বিষয়াক্ষ পত্রাক্ষ	বিষয়	বিষয়াক্ষ পত্রাক্ষ
কর্ষেজ্জিয়সমূহের উৎপত্তি- নির্দেশ	৫৫ ৫২	নির্দেশ ও স্থলশরীরোৎপত্তির উপসংহার	৬২ ৬০
পঞ্চ বায়ুর নাম, অবস্থিতিস্থান ও কার্য	৫৬ ৫৩	স্থলভূত ও পঞ্চীকরণ কি ? পঞ্চীকরণের প্রমাণ	৬৩ ৬১
মতান্তরে পঞ্চ বায়ুর নাম, কার্য ও তাহাদের উৎপত্তি		পঞ্চীকরণবিষয়ে শ্রুতান্তরবিরোধ- পরিহার	৬৪ ৬৪
নিরূপণ	৫৭ ৫৪	পঞ্চীকৃত ভূতসমূহের আকাশাদি নামবিষয়ে সন্দেহ- নিরসন	৬৪ "
প্রাণময়কোষ	" "	স্থলভূতসমূহের গুণনিরূপণ	৬৫ ৬৫
বিজ্ঞানময় মনোময় ও প্রাণময় কোষের কর্তৃকরণ ও কার্যরূপতা		পঞ্চীকৃত ভূতসমূহ হইতে চতুর্দশ ভূবন ব্রহ্মাণ্ড চতুর্বিধ	
নির্দেশ	৫৮ ৫৬	স্থলদেহ ও অন্নপানাদির উৎপত্তি-নির্দেশ	৬৬ ৬৬
স্থলশরীর কি ?	" "	চতুর্বিধ স্থলশরীর কি কি ? তাহাদের নামের ব্যুৎপত্তি ও নাম	৬৭ ৬৭
স্থলশরীরের সমষ্টি ও ব্যষ্টিভেদের কারণ ও দৃষ্টান্ত	৫৯ ৫৪	চতুর্বিধ স্থলশরীরের সমষ্টিব্যষ্টি- ভেদনির্দেশ	৬৮ "
সমষ্টিচৈতন্তের স্থত্রাওয়া হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ এই নামত্রয় ও নামের হেতুনির্দেশ	৫৯ ৫৭	বৈশ্বানর বা বিরাটের স্বরূপ ও নামের ব্যুৎপত্তি	৬৯ ৬৮
স্থল শরীর নামের হেতুনির্দেশ বিজ্ঞানময়াদি শেষত্রয়ের নামান্তরদ্বয় ও তাহার হেতু- নির্দেশ	৬০ ৫৮	বিরাট চৈতন্তের স্থলশরীর অন্নময়কোষ ইত্যাদি নির্দেশ	" "
তৈজস চৈতন্তের স্বরূপ ও হেতু- নির্দেশ	" "	বিশ্বের স্বরূপ ও নামের হেতুনির্দেশ	৭০ ৬৯
তৈজসচৈতন্তেরও স্থলশরীরাদি- নির্দেশ	" "	বিশ্বচৈতন্তের স্থলশরীর অন্নময়কোষ ইত্যাদি নির্দেশ	" "
হিরণ্যগর্ভ ও তৈজসের বিষয়ানুভব ও তাহার শ্রুতি	৬১ ৫৯		
হিরণ্যগর্ভ ও তৈজসের অভেদ			

বিষয়	বিষয়াক্ষ পত্রাক্ষ	বিষয়	বিষয়াক্ষ পত্রাক্ষ
বিশ্ব ও বিরাটের বিষয়ানুভব ও তাহার		প্রভাকর ও	
নক্ষত্র শ্রুতি	৭১ ৭০	তর্কিকমতে	৮২ "
বিশ্ব ও বিরাটের অভেদনির্দেশ ও		ভাট্টমতে	৮৩ ৭২
তাহার দৃষ্টান্ত	৭২ ৭১	অপরবোধকমতে	৮৪ "
স্থূল প্রপঞ্চোৎপত্তির		পূর্ব পূর্ব আত্মবাদীদের মত-	
উপসংহার	৭২ ৭১	খণ্ডন	৮৫ ৮০
মহাপ্রপঞ্চের স্বরূপনিরূপণ ও		পূর্ব পূর্ব আত্মবাদীদের মত-	
তাহার দৃষ্টান্ত	৭৩ ৭২	খণ্ডনে শ্রুতি উল্লেখপূর্বক	
মহাপ্রপঞ্চোৎপত্তি বিষয়াদিচৈতন্যের		হেতুনির্দেশ	৮৬ ৮১
সহিত ঈশ্বরপর্য্যন্ত চৈতন্যের		বেদান্তমতে আত্মার স্বরূপ-	
অভেদনির্দেশ	" "	নির্দেশ	৮৭ ৮২
অবস্থাবিশেষে মহাপ্রপঞ্চ ও তত্প্রতি		অধ্যারোপ প্রকরণের	
চৈতন্যের সহিত অনুরূপিত		উপসংহার	৮৮ ৮৪
চৈতন্যের বাচ্যত্ব-লক্ষ্যস্বরূপ		অপবাদের স্বরূপনির্দেশ	৮৯ "
সম্বন্ধ-নির্দেশ	৭৪ ৭৩	বিস্তৃতভাবে অপবাদের স্বরূপ-	
অধ্যারোপ প্রকরণের		নির্দেশ	৯০ ৮৬
উপসংহার	৭৫ ৭৪	স্থূল প্রপঞ্চের অপবাদ-নিরূপণ	" "
প্রত্যগাত্মায় বিশেষ অধ্যারোপ-		স্থূল সূক্ষ্ম প্রপঞ্চের	" "
প্রকারনির্দেশ	৭৬ "	কারণ প্রপঞ্চের	" "
স্থূলবুদ্ধিদের মতে আত্মা		জীব ও ঈশ্বরের	" ৮৭
কি ?	" "	অধ্যারোপ ও অপবাদের ফল-	
চার্কা ক্রমতে আত্মা কি ?	৭৭ ৭৫	নির্দেশ	৯১ ৮৮
অপরচার্কা ক্রমতে		তৎ-তৎ পদার্থের শোধানপ্রকার-	
আত্মা কি ?	৭৮ ৭৬	নির্দেশ	" "
অন্য চার্কা ক্রমতে		তৎ পদের বাচ্য ও	
" "	৭৯ ৭৭	লক্ষ্য নির্দেশ	৯১ ৮৮
ইতরচার্কা ক্রমতে	৮০ "	তৎ পদের বাচ্য ও	
বোধকমতে	১ ৭৮	লক্ষ্য নির্দেশ	৯১ ৮৮

বিষয়	বিষয়াক্ষ পত্রাক্ষ	বিষয়	বিষয়াক্ষ পত্রাক্ষ
মহাবাকোর অর্থবর্ণনার প্রতিজ্ঞা ও “তত্ত্বমসি” বাকোর অর্থগুণার্থ		“আমি ব্রহ্ম” এই জ্ঞানবিষয়ে যুক্তি- নির্দেশ	৯৭ ১০৮
বোধকল্প নির্দেশ	৯২ ৯০	ব্রহ্ম মনোগ্রাহ এ বিষয়ে শ্রুতিস্মৃতির বিরোধপরিহার	৯৮ ১০৯
অর্থগুণার্থবোধক সম্বন্ধত্রয়ের নাম	” ”	উক্ত মতসমর্থনার্থ গ্রন্থান্তরোক্তি- প্রদর্শন	৯৮ ১১০
সামান্যধিকরণ্যাসম্বন্ধের বিবরণ ও উদাহরণ	৯৩ ৯১	জড়াকারা চিত্তবৃত্তি ও ব্রহ্মাকারা চিত্তবৃত্তির ভেদনির্দেশ	৯৯ ১১১
বিশেষণ বিশেষ্যভাবসম্বন্ধের বিবরণ ও উদাহরণ	৯৪ ৯২	উক্তভেদসমর্থনার্থ গ্রন্থান্তরোক্তি প্রদর্শন	” ”
লক্ষ্যলক্ষণভাবসম্বন্ধের বিবরণ উদাহরণ ও তাহার নামান্তর	৯৫ ৯৪	উক্তভেদসমর্থনার্থ দৃষ্টান্ত- প্রদর্শন	” ”
“তত্ত্বমসি” বাকোর অর্থ নীলোৎপলের হ্রায় নহে	” ”	চৈতন্যের সাক্ষাৎকার পর্য্যন্ত শ্রবণাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা নির্দেশ	১০০ ১১৩
“তত্ত্বমসি” বাক্যে জহল্লক্ষণাস্বীকার অসঙ্গত	” ১০৫	অনুষ্ঠেয় শ্রবণ কি ?	১০১ ১১৪
জহল্লক্ষণবাদীর মতখণ্ডন	” ৯৬	তাৎপর্য্যাবধারক ষড়্‌বিধ লিঙ্গের নাম	১০২ ১১৪
“তত্ত্বমসি” বাকোর অজহল্লক্ষণা স্বীকারও অসঙ্গত	” ”	উপক্রমোপসংহারনামক প্রথম লিঙ্গ কি ?	১০৩ ১১৫
ভাগলক্ষণাস্বীকার বিষয়ে বিতর্ক	” ”	অভ্যাসনামক দ্বিতীয় লিঙ্গ কি ?	১০৪ ১১৬
ভাগলক্ষণাস্বীকারই সঙ্গত বলিয়া নির্দেশ	” ৯৭	অপূর্ব্বতানামক তৃতীয় লিঙ্গ কি ?	১০৫ ”
“আমি ব্রহ্ম” এইরূপ অনুভব- বাক্যার্থ বর্ণনায় প্রতিজ্ঞা ও তাহার বিবরণ	৯৬ ১০৫	ফলনামক চতুর্থ লিঙ্গ কি ?	১০৬ ১১৭
“আমি ব্রহ্ম” এই অনুভবের কাল-নির্দেশ	৯৬ ৯৫	অর্থবাদনামক পঞ্চম লিঙ্গ কি ?	১০৭ ১১৮

বিষয়	বিষয়াক্ষ পত্রাক্ষ	বিষয়	বিষয়াক্ষ পত্রাক্ষ
উপপত্তিনামক ষষ্ঠ লিঙ্গ কি ?	১০৮ ১১৯	সমাধির সপ্তমাক্ষ ধ্যান- লক্ষণ	১১২ ১২৫
অনুষ্ঠেয় মনন কি ?	১০৯ ১২০	সমাধির অষ্টমাক্ষ সবিকল্পক সমাধি- লক্ষণ	" "
অনুষ্ঠেয় নিদিধাসন কি ?	১১০ "	নির্বিকল্পক সমাধির বিঘ্ন- চতুষ্টয়	১২৩ ১২৮
অনুষ্ঠেয় সমাধির দ্বৈবিধা নির্দেশ	১১১ "	প্রথম বিঘ্ন লয়ের লক্ষণ	" "
সবিকল্পক সমাধি কি ?	" "	দ্বিতীয় বিঘ্ন বিক্ষেপের লক্ষণ	" "
সবিকল্পক সমাধিতে অদ্বৈতবস্ত- প্রকাশনির্দেশ	" "	তৃতীয় বিঘ্ন কবায়ের লক্ষণ	" ১২৯
সবিকল্পক সমাধিতে অদ্বৈতবস্ত প্রকাশবিষয়ে গ্রন্থান্তরোক্তি	" "	চতুর্থ বিঘ্ন রসাস্বাদের লক্ষণ	" "
নির্বিকল্পক সমাধি কি ?	" ১২১	বিঘ্নচতুষ্টয়নিবৃত্তির ফল	১১৪ ১৩১
নির্বিকল্পক সমাধি ও সুষুপ্তির ভেদ-নির্দেশ	" "	লয়াদি বিঘ্নে তাহার নিবারণবিষয়ে গ্রন্থান্তরোক্তি	" "
সমাধির অষ্টবিধ অঙ্গনির্দেশ	১১২ ১২৫	জীবন্মুক্তের লক্ষণ ও তদ্বিষয়ে শ্রোত প্রমাণ	১১৫ ১৩৪ ১৩৫
সমাধির প্রথমাক্ষ যমলক্ষণ	" "	জীবন্মুক্তের দেহাদিবিষয়ে মিথ্যা জ্ঞাননির্দেশ ও তদ্বিষয়ে শ্রোতাদি প্রমাণ	১১৬ ১৩৬
সমাধির দ্বিতীয়াঙ্ক নিয়ম- লক্ষণ	" "	জীবন্মুক্তের শুভকর্মেই প্রবৃত্তিনির্দেশ অথবা সর্বকর্মে অনাসক্তি ও তদ্বিষয়ে গ্রন্থান্তরোক্তি	১১৭ ১৩৮
সমাধির তৃতীয়াঙ্ক আসন- লক্ষণ	" "	জীবন্মুক্তের সদগুণসমূহের অনু- বৃত্তি নির্দেশ ও তদ্বিষয়ে গ্রন্থান্তরোক্তি	১১৮ ১৩৯
সমাধির চতুর্থাঙ্ক প্রাণায়াম- লক্ষণ	" "	জীবন্মুক্তের ব্রহ্মপরিণতি ও তদ্বিষয়ে শ্রোতপ্রমাণ	১১৯ ১৪১
সমাধির পঞ্চমাক্ষপ্রত্যাহার- লক্ষণ	" "		
সমাধির ষষ্ঠাঙ্ক ধারণা-লক্ষণ	" "		

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে ।

সটীক-

বেদান্তসারঃ ।



অথগুং সচ্চিদানন্দমবাস্ত্বানসগোচরম্ ।

আত্মানমখিলাধারমাশ্রয়েহভীক্টসিদ্ধয়ে ॥ ১ ॥

টীকা ।—কৃষ্ণানন্দং গুরুং নত্বা পরমানন্দমব্রবম্ ।

বক্ষ্যে বেদান্তসারশ্চ টীকাং নাম্না স্তবোধিনীম্ ॥ ১ ॥

ইহ খলু কশ্চিন্মহাপুরুষো নিত্যাদ্যগ্ননবিধাধীতসকলবেদরাশীনাং চিন্মাত্রা-
শ্রয়তদ্রূপাদ্ব্যানন্দবিষয়ানাংনির্বচনীকৃত্যভাব-রূপাঙ্গান—বিলসিতানন্তভবাস্থিত-
কামানিষিদ্ধবর্জিত-নিত্যনৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তোপাসনাকর্ম্মভিঃ সমাক্ প্রসন্নৈ-
শ্বর্য্যামিষ্টকাচূর্ণাদিসজ্জাযিতাদর্শতলবদতিনির্ম্মলাশয়ানাং নলিনীদলগতজল-
বিন্দুবন্ধিরণ্যগর্ভাদিস্তম্বপর্ধ্যস্তং জীবজাতং স্বাত্মবন্মৃত্যোরাস্তাস্তরগতং ক্ষণ-
ভঙ্গুরং তাপত্রয়াগ্নিসন্দহমানমনিশমাঅন্তরুপগুতামতিবিবেকিনামত এব
ঐহিকশ্রক্চন্দনাদিবিষয়ভোগেভ্য আমুগ্নিকৈরৈরণ্যগর্ভাণ্যমৃতভোগেভ্যশ্চ
বাস্তাশন ইবাতিনির্বিগ্লমানসানাং শমাদিসাধনসম্পন্নানামাপাততোহবগতাখিল-
বেদার্থত্বাদেহাণ্ডহঙ্কার-পর্য্যাস্ত-জড়পদার্থ-তদ্-বিলক্ষণস্বপ্রকাশস্বরূপপ্রত্যগাত্মনি

ব্রহ্মানন্দে সংগ্ৰাপনানাং তজ্জিজ্ঞাসুনা মল্লশবণেন মূলজ্ঞাননিবৃত্তিপৰমা-
নন্দাবাপ্তিনিক্ষেপে প্রকরণমারভমাণঃ সমাপ্তিপ্রচয়গমনাদিফলক-শিষ্টাচার-পরি-
প্রাপ্তেদেবতা-নমস্কার-লক্ষণ-মঙ্গলাচরণশ্চ অবশ্যকর্তব্যতাং দর্শয়ন্ লক্ষণয়া
অমুবক্ষচতুষ্টয়ং নিক্রপয়ন্ পরমাঙ্গানং নমস্করুতে—অথগুমিত্যাदिना । অভীষ্টশ্চ
নিঃশ্রেয়সশ্চ নিক্ষেপে প্রাপ্ত্যর্থম্ আঙ্গানম্ আশ্রয়ে একত্বেন প্রতিপত্তে
ইত্যর্থঃ ।

নববিষয়শ্চাঙ্গানঃ কথং প্রতিপত্তিঃ ? ইত্যশঙ্ক্যাহ—অখিলাধারমিতি ।
অখিলশ্চ চরাচরাশ্চক্ৰপ্রপঞ্চশ্চ বিবর্তাধিষ্ঠানত্বেন কারণত্বাক্রান্তং ব্রহ্মৈব
প্রতিপত্তে, ন তু শুদ্ধমিত্যর্থঃ ।

নন্বেবং সতি প্রতিপত্তিবিষয়ত্বেন দৃশ্যত্বাপত্তিঃ ? ইত্যশঙ্ক্যাহ—অবাঙ্গানস-
গোচরমিতি । “যতো বাচো নিবর্তন্তেহপ্রাপ্য মনসা সহ” ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ-
বিষয়ত্বপ্রতিপাদনাং প্রতিপত্তিবিষয়ত্বং কারণত্বোপলক্ষিতব্রহ্মবিষয়কত্বেনোপ-
চারিকমিতি ভাবঃ ।

নন্বেবমপি ব্রহ্মণঃ কারণত্বে যুৎপিণ্ডবদনিত্যত্বম্ ? ইত্যশঙ্ক্যামপহরন্নাহ—
সদिति । নাশাভাবোপলক্ষিতস্বরূপম্, “সদেব সৌম্যোদমগ্র আসীৎ”
ইত্যাদিশ্রুতেঃ ।

ননু তথাহপি জড়ত্বাপত্তিঃ ? ইত্যশঙ্ক্যাহ—চিদিতি । স্বপ্রকাশচৈতন্য-
স্বরূপমিতি যাবৎ ।

ননু তথাহি প্যপূৰ্ণার্থত্বাৎ কিমিত্যাশ্রয়ণীয়ম্ ? ইত্যত আহ—আনন্দ-
মিতি । পরমানন্দস্বরূপমিত্যর্থঃ ।

ননু তথাহপি “ভক্ষিতেহপি লব্ধে ন শাস্তো ব্যাধিঃ” ইতি ত্রায়েন প্রপঞ্চ-
শ্রাদ্ধিষ্ঠানতয়া ব্যতিরিক্তপ্রতীয়মানত্বাৎ কথমবৈতসিদ্ধিঃ ? ইত্যশঙ্ক্যাহ—
ত্বীকুর্ভব্নাহ—অথগুমিতি । সজাতীয়বিজাতীয়স্বগতভেদশূন্যমিত্যর্থঃ ।

অত্র সচ্চিদানন্দমিতি প্রয়োজনম্ । অথগুমিতি বিষয়ঃ । শাস্ত্রবিষয়য়োঃ

প্রতিপাত্তপ্রতিপাদকভাবঃ সম্বন্ধঃ । তৎকামোহধিকারী । ইত্যনুবন্ধচতুষ্টয়-
মর্থাহক্লং ভবতি ॥ ১ ॥

অনুবাদ ।—গ্রন্থকর্তা নির্বিঘ্নে গ্রন্থসমাপ্তিকামনায়
প্রথমে নিজ ইষ্টদেবতা ও গুরুদেবকে প্রণাম করিতেছেন ।

যিনি সনাতন, জ্ঞান ও আনন্দময়, বাক্য বাঁহার মহিমা-কীর্ত্তনে
অক্ষম, যিনি চিন্তারও অতীত, যিনি নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র
আশ্রয়, আমি অভীষ্টসিদ্ধিকামনায় সেই অদ্বিতীয় পরমপুরুষের
শরণাগত হইতেছি ॥ ১ ॥

অর্থতোহপ্যদ্বয়ানন্দান্ অতীতদ্বৈতভানতঃ ।

গুরুনারাধ্য বেদান্ত-সারং বক্ষ্যে যথামতি ॥ ২ ॥

টীকা ।—কিঞ্চ “বস্তু দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরো । তস্মৈতে
কথিতা হৃথ্যাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥” ইত্যাদিশ্রুত্যা গুরুনমস্কারস্তাপি
শাস্ত্রাঙ্গপ্রতিপাদনাত্তত্ত্বমস্কারোহপি পৃথক্ভেদে কার্য্য ইতি তন্নতিপূর্ব্বকমভি-
ধেয়গ্রন্থং প্রতিজানীতে—অর্থত ইতি । অপিবা ভিত্তাদিবং সংজ্ঞামাত্রং
ব্যবচ্ছিন্নতে, ন কেবলং শব্দতঃ, অর্থতঃ শব্দতশ্চেতি । .অদ্বয়ানন্দরূপং গুরুন্
আরাধ্য বেদান্তসারং যথামতি বক্ষ্যে ইত্যদ্বয়ঃ । অদ্বয়াচ্চ তে আনন্দাশ্চেতি
অদ্বয়ানন্দান্তান্ ।

তত্র হেতুমাহ—অতীতদ্বৈতভানত ইতি । অতীতং গতং দ্বৈতভানং
যতস্তস্মাদতীতদ্বৈতভানতঃ নিরন্তরমন্তভেদজ্ঞানত্বাদিত্যর্থঃ । তান্ গুরুন্
আরাধ্য কাংগবাণ্ড্মনোভিনর্মস্কারগোচরীকৃত্য বেদান্তসারং বেদান্তানামোপ-
নিষদ্বাক্যজাতানাং মধ্যে যঃ সারঃ সিদ্ধান্তগ্রন্থং, যস্মিন্ জ্ঞাতে

পুনর্জ্ঞাতবাং নাবশিষ্যতে তং বেদান্তসারং যথামতি বুদ্ধিমনতিক্রম্য বক্ষে
প্রতিপাদরিম্বে ইত্যর্থঃ ॥ ২ ॥

অনুবাদ ।—জীবাত্মা ও পরমাত্মায় কোন ভেদ নাই, এই
অদ্বৈতজ্ঞানের দৃঢ়তাবশতঃ যিনি “অদ্বয়ানন্দ” এই নামকে সার্থক
করিয়াছেন, সেই গুরুদেব অদ্বৈতানন্দের আরাধনা করিয়া আমি
নিজের জ্ঞানানুসারে বেদান্তশাস্ত্রের সার মর্ম্ম ব্যাখ্যা করিব ॥ ২ ॥

বেদান্তো নাম উপনিষৎপ্রমাণম্,

তদুপকারিণি শারীরকসূত্রাদীনি চ ॥ ৩ ॥

তীক্ষ্ণ ।—ইদানীং সর্ব্বত্রাপি বস্তুবিচারোদ্দেশ্যপূর্ব্বকত্বাৎ প্রতিজ্ঞাতং
বেদান্তং নানতো নির্দিশতি—বেদান্ত ইতি । উপনিষদ এব প্রমাণং উপনিষৎ-
প্রমাণম্, উপনিষদো যত্র প্রমাণমিতি বা । তদুপকারিণি বেদান্তসংগ্রাহকাণি
শারীরকসূত্রাদীনি চ ; শরীরমেব শারীরং তত্র ভবো জীবঃ শারীরকঃ
স সূত্র্যতে যাতাতথোন নিরূপ্যতে যৈঃ তানি শারীরকসূত্রাণি, “অথাতো
ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” ইত্যাদীনি । আদিশব্দো ভাষ্যাদিসংগ্রহার্থঃ । চশব্দো বেদান্ত-
শব্দানুবঙ্গার্থঃ । যদ্বা শারীরক-সূত্রাণি তদ্ব্যর্থবাদিবেদান্তার্থসংগ্রহ-
ব্যাক্যানি, “অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা” ইত্যাদিসূত্রাদীনি । আদিশব্দেন ভগ-
বদগীতাভ্যাসাশাস্ত্রাণি*গৃহ্যন্তে, তেষামপি উপনিষচ্ছব্দব্যাক্যাদিতি ভাবঃ ॥৩ ॥

অনুবাদ ।—প্রথমতঃ বেদান্ত কি, তাহা জানা আবশ্যক,
উপনিষৎরূপ প্রামাণিকশাস্ত্রই বেদান্ত, অর্থাৎ প্রত্যেক বেদের
শেষভাগে যে পরমব্রহ্ম ও পরমাত্মার একত্ববোধক উক্তিসমূহ
আছে, তাহাই উপনিষৎ, তাহাই বেদান্ত । উপনিষৎসমূহের
নিগূঢ়মর্ম্ম সহজে বোধগম্য হওয়ার অনুকূল, মহর্ষি ব্যাসপ্রণীত

শারীরকসূত্র প্রভৃতি শাস্ত্রসমূহও বেদান্ত । এ স্থানে প্রসঙ্গক্রমে উপনিষৎ শব্দের অর্থ বলা যাইতেছে,—যে শাস্ত্র দ্বারা আত্মাই ব্রহ্ম এবং জন্ম-মৃত্যু-সুখ-দুঃখাদি-জন্ম হর্ম-বিষাদাদি যে আত্মজ্ঞানেরই অভাব বশতঃ, এই জ্ঞান দৃঢ় হয়, সেই ব্রহ্মবিজ্ঞান নামই উপনিষৎ ॥ ৩ ॥

অন্য বেদান্তপ্রকরণত্বাৎ তদীয়েরেবানুবন্ধৈস্তদ্বতা-
সিদ্ধের্ন তে পৃথগালোচনীয়াঃ ॥ ৪ ॥

টীকা ।—নহু যত্বপি অবাস্তুরানুবন্ধচতুষ্টয়মাপত্তেত অর্থান্নির্দিষ্টং তথাহপি পরমানুবন্ধচতুষ্টয়স্থানিক্রুপিতত্বাদত্র প্রেক্ষাবতাং প্রবৃ্ত্তিনা স্থাদিতাত অহ—অশ্বেতি । বেদান্তসারশ্বেতার্থঃ ॥ ৪ ॥

অনুবাদ ।—এই বেদান্তসার নামক গ্রন্থ মূল বেদান্তশাস্ত্রেরই সারার্থ বুঝাইবার নিমিত্ত রচিত হইয়াছে, অতএব মূল বেদান্তে যে কয়েকটি অনুবন্ধ বলা হইয়াছে, তাহা জানিতে পারিলেই ইহারও অনুবন্ধ-বিষয়ে জ্ঞান হইবে বলিয়া এই গ্রন্থের জন্য অনু-
বন্ধের পৃথক্ আলোচনা অনাবশ্যক ॥ ৪ ॥

তত্র অনুবন্ধো নাম অধিকারি-বিষয়-সম্বন্ধ-প্রয়োজনানি ॥৫॥

টীকা ।—নহু বেদান্তশাস্ত্রস্থাপি কিমানুবন্ধচতুষ্টয়ং যেনাস্থাপি তদ-
বতাসিদ্ধিঃ ? ইত্যশঙ্ক্য মূলশাস্ত্রস্থানুবন্ধচতুষ্টয়মাবিক্করোতি—তত্রেতি ॥ ৫ ॥

অনুবাদ ।—মূল বেদান্তে কি কি অনুবন্ধ বলা হইয়াছে, এক্ষণে তাহাই বলিতেছেন—বেদান্তে অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও

প্রয়োজন এই চারিটিকে অনুবন্ধ বলা হইয়াছে । অনুবন্ধ অর্থাৎ শাস্ত্ররচনার প্রথমেই যে চারিটি বিষয় অবশ্য বক্তব্য, তাহার উল্লেখ, কারণ, ইহা জানিতে না পারিলে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিই সেই শাস্ত্রাধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করেন না ॥ ৫ ॥

অধিকারী তু—বিধিবদধীতবেদবেদাঙ্গত্বেন আপাততো-
হধিগতাখিলবেদার্থঃ অস্মিন্ জন্মনি জন্মান্তরে বা কাম্য-
নিষিদ্ধবর্জনপূরঃসরং নিত্য-নৈমিত্তিকপ্রায়শ্চিত্তোপাসনানু-
ষ্ঠানেন নির্গত-নিখিল-কল্মষতয়া নিতান্ত-নিশ্চলম্বাস্তঃ-
সাধনচতুর্কয়সম্পন্নঃ প্রমাতা ॥ ৬ ॥

টীকা ।—যথোদ্দেশমধিকারিণঃ লক্ষয়তি—অধিকারীত্যাदिना ।
“স্বাধ্যায়োহধ্যোতব্যঃ” ইতি বচনাৎ ত্রৈবর্গিকানামুপনীতানাং মধ্যয়নং নিষ্মেন
বিধীয়তে, অধ্যয়নবিধিপ্রযুক্তমেবাধ্যয়নং নাধ্যাপনবিধিপ্রযুক্তম্ । তথাচ—
অধীতো বেদো বেদাঙ্গানি চ শিক্ষা-কল্প-ব্যাকরণচ্ছন্দোজ্যোতির্নিরুক্তাখ্যানি
যেন তত্ত্ব ভাবঃ তেন, আপাততোহধিগতাখিলবেদার্থঃ—অত্র সর্ববেদার্থরহস্তে
জ্ঞাতে সতি উত্তর-গ্রন্থবৈয়র্থ্যপরিহারায় আপাতত ইত্যুক্তম্ ।

নবনধীতবেদানাংপি বিহুরাদীনাং তত্ত্বজ্ঞানোৎপত্তিদর্শনাৎ অধ্যয়ন-তৎ-
প্রযুক্তকস্মান্নুষ্ঠানবৈয়র্থ্যম্ ? ইত্যাক্ষোক্তরমাহ—জন্মান্তর ইতি । তেষা-
মাধুনিকাধ্যয়নাগ্ভাবেহপি জন্মান্তরীয়াধ্যয়নাদিনা চিত্তপরিপাকতা অস্মিন্
জন্মনি বিনাহপ্যাধ্যয়নাদিনা জ্ঞানোৎপত্তৌ বাধকাভাবাৎ নাধ্যয়নাদি-
বৈয়র্থ্যমিতি ভাবঃ ।

কাম্যোতি । কাম্যস্তাপি কৰ্ম্মণো ধৰ্ম্মসাধনত্বেহপি যাতায়াত-সম্পাদক-
ত্বেন বন্ধকত্বাৎ নিষিদ্ধবৎ তদবর্জনপূরঃসরমিত্যুক্তম্ । তথা চ

নিত্যাদিকৰ্ম্মানুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্মষতয়া নিঃশেষনিরন্তরকলকল্মষত্বেন ।
অত্র নিখিলপদং কাম্য-নিষিদ্ধজনিতমুকৃততৎকৃতপৰং, তেন নিতান্তনির্মলস্বাস্ত্যঃ
নিতান্তমতাস্তং নির্মলং স্বচ্ছং স্বাস্ত্যমন্তঃকরণং যশ্চ স তথোক্তঃ । বক্ষ্যমাণ-
সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতা অন্তঃকরণপ্রতিবিশ্বিতৈচতঃশ্রমিতার্থঃ ॥ ৬ ॥

অনুবাদঃ—পূর্বের অধিকারী প্রভৃতি যে চারিটি অনুবন্ধ
বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে অধিকারীর লক্ষণ প্রথমে বলিতেছেন—
যিনি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব এই বেদচতুষ্টয়, শিক্ষা, কল্প,
ব্যাকরণ, নিরুক্ত, জ্যোতিষ ও ছন্দ এই ছয়টি বেদাঙ্গ যথাবিধি
অধ্যয়ন করিয়া সমস্ত বেদের সারমর্ম মোটামুটিভাবে আয়ত্ত
করিয়াছেন এবং যিনি এই জন্মেই অথবা জন্মান্তরে কাম্যকর্ম্ম
ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহ বর্জন পূর্বক কেবল নিতা ও নৈমিত্তিক
কর্ম্ম, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা দ্বারা সর্ববিধ পাপ হইতে নিষ্কৃত ও
নির্মলান্তঃকরণ হইয়াছেন এবং যিনি শমদমাদি-সম্পন্ন চতুর্বিধ
সাধনা দ্বারা পরমতত্ত্বকে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তিনিই অধিকারী ।
এক কথায় যিনি এই গ্রন্থের মর্ম্ম বুঝিতে ও তদনুযায়ী অনুষ্ঠান
করিতে সমর্থ এবং সংক্রিয়াশীল, তিনিই অধিকারী । অনধিকারীর
নিকট ইহার উপদেশ অরণ্যে রোদনের ন্যায় নিষ্ফল ॥ ৬ ॥

কাম্যানি—স্বর্গাদীকৃতসাধনানি জ্যোতিষ্টোমাদীনি ॥ ৭ ॥

তীকা—এতদেব স্পষ্টং ব্যাকরোতি—কাম্যানীতাদিনা ॥ ৭ ॥

অনুবাদঃ—অধিকারীর লক্ষণের মধ্যে যে কাম্যশব্দের
উল্লেখ করিয়াছেন, সেই কাম্যশব্দে কি বুঝায়, তাহাই বলিতেছেন—

স্বর্গলাভ বা তদনুরূপ অশ্রান্ত সুখকামনায় যে জ্যোতিষ্যোম,
বাজসূয় ইত্যাদি যজ্ঞ করা যায়, তাহাই কাম্যকর্ম ॥ ৭ ॥

নিষিদ্ধানি—নরকাগ্নিষ্টসাধনানি ব্রহ্ম-হননাদীনি ॥৮॥

টীকা :—নিষিদ্ধানীতি । সুগমম্ ॥ ৮ ॥

অনুবাদ :—নিষিদ্ধ কর্ম কি, তাহা বলিতেছেন—ব্রহ্ম-
হত্যা, মত্তপান, চৌর্য্য ইত্যাদি যে সমস্ত দুষ্কর্ম নরকভোগের
সহায় হয় বলিয়া শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে, তাহাই নিষিদ্ধ
কর্ম ॥ ৮ ॥

নিত্যানি—অকরণে প্রত্যবায়সাধনানি সঙ্ক্যাবন্দনা-
দীনি ॥৯॥

টীকা :—নিত্যানীতি । সুগমম্ ॥ ৯ ॥

অনুবাদ :—নিত্যকর্ম কি ? তাহা বলিতেছেন—

সঙ্ক্যোপাসনাদি যে সমস্ত দৈনিক কার্য্য অনুষ্ঠান না করিলে
পাপভাগী হইতে হয়, তাহাই নিত্যকর্ম ॥ ৯ ॥

নৈমিত্তিকানি—পুত্রজন্মাগ্নুবন্ধীনি জাতেষ্ঠ্যা-
দীনি ॥১০॥

টীকা :—নৈমিত্তিকানীতি । সুগমম্ ॥ ১০ ॥

অনুবাদ :—নৈমিত্তিক কর্ম কি ? তাহা বলিতেছেন—

পুত্র জন্মগ্রহণ করার পর জাতকর্ম, নামকরণ, অন্ন-প্রাশনাদি
যে সমস্ত কর্ম বিহিত আছে, সেই সমস্ত ও তদনুরূপ অশ্র কৌন
উপলক্ষে যে সমস্ত যাগাদি অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই নৈমিত্তিক কর্ম ॥১০॥

প্রায়শ্চিত্তানি—পাপক্ষয়মাত্রসাধনানি চান্দ্রায়ণা-
দানি ॥ ১১ ॥

টীকা ।—প্রায়শ্চিত্তানীতি । সুগমম্ ॥ ১১ ॥

অনুবাদ ।—প্রায়শ্চিত্ত কি ? তাহা বলিতেছেন—

অতিশয় কষ্টসাধা যে সমস্ত ত্রতাচরণের দ্বারা সঞ্চিত পাপ ক্ষয়
হয়, তাহাই প্রায়শ্চিত্ত, যেমন চান্দ্রায়ণ প্রভৃতি ॥ ১১ ॥

উপাসনানি—সগুণব্রহ্মবিষয়ক-মানসব্যাপাররূপাণি
শাণ্ডিল্যবিদ্বাদীনি ॥ ১২ ॥

টীকা—উপাসনানীতি । সুগমম্ ॥ ১২ ॥

অনুবাদ ।—উপাসনা কি ? তাহা বলিতেছেন—

শাণ্ডিল্য প্রভৃতি ঋষিগণ কর্তৃক উপদিষ্ট যে সমস্ত বিদ্বার
অনুশীলন দ্বারা সগুণ ব্রহ্মের প্রতি চিন্তের একাগ্রতা সাধিত হয়,
তাহাই উপাসনা ॥ ১২ ॥

এতেষাং নিত্যাদীনাং বুদ্ধিশুদ্ধিঃ পরং প্রয়োজনম্,
উপাসনানাস্তু চিৈতৈকাগ্র্যম্ । “তমেতমাত্মানং বেদানু-
বচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন ” (বৃঃ উঃ ৪।৪।২২)
ইত্যাদিশ্রুতেঃ, “তপসা কল্মষং হন্তি” (মনু ১২।১০৪)
ইত্যাদি স্মৃতেশ্চ ॥ ১৩ ॥

টীকা ।—এতেষামিতি । সুগমম্ ॥ ১৩ ॥

অনুবাদঃ—পূর্বোক্ত নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রায়শ্চিত্ত ও উপাসনা দ্বারা কি উদ্দেশ্যসিদ্ধি হয়, তাহা বলিতেছেন—

এই চারিটি কৰ্মের মধ্যে নিত্য, নৈমিত্তিক ও প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ হয়, এবং উপাসনা দ্বারা চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হয় । “ব্রাহ্মণগণ বেদাধ্যয়ন ও যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা সেই এই আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন” এই বেদোক্তি ও “তপস্যা দ্বারা পাপ বিনষ্ট হয়” এই স্মৃতির উক্তিই উহার প্রমাণ ॥ ১৩ ॥

নিত্যনৈমিত্তিকযোরুপাসনানাঞ্চ অবান্তরফলং পিতৃলোক-সত্যলোকপ্রাপ্তিঃ । “কৰ্ম্মণা পিতৃলোকো বিগয়া দেব-লোকঃ” (বৃঃ উঃ ১।৫।১৬) ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ১৪ ॥

তীক্ষ্ণা ।—নিত্যনৈমিত্তিকযোরিতি । সুগমম্ ॥ ১৪ ॥

অনুবাদঃ—নিত্যনৈমিত্তিকাদি কৰ্মের চিত্তশুদ্ধি প্রভৃতি মুখ্য ফল বলিয়া এক্ষণে উহার অবান্তর বা আনুষঙ্গিক ফল কি, তাহা বলিতেছেন—

নিত্যকৰ্ম্ম, নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম ও উপাসনার আনুষঙ্গিক ফল পিতৃ-লোক ও সত্যলোক-প্রাপ্তি, অর্থাৎ নিত্য ও নৈমিত্তিক কৰ্ম্ম দ্বারা যেমন চিত্তশুদ্ধি হয়, তেমনই পিতৃলোকে গমন করিতেও সমর্থ হয় । উপাসনা দ্বারা যেরূপ চিত্তের একাগ্রতা সাধিত হয়, পক্ষান্তরে উহা দ্বারা সত্য অর্থাৎ দেবলোকে গমন করিতে সমর্থ হয় । যেহেতু “কৰ্ম্ম দ্বারা পিতৃলোক ও বিদ্যা অর্থাৎ উপাসনা দ্বারা দেব-লোকপ্রাপ্তি হয়” বেদে এইরূপ উক্ত হইয়াছে ॥ ১৪ ॥

সাধনানি—নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেহামুত্রফলভোগবিরাগ-
শমদমাদিসম্পত্তি-মুমুক্শুত্বানি ॥ ১৫ ॥

টীকা ।—সুগমম্ ॥ ১৫ ॥

অনুবাদঃ—সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তি বেদান্তপাঠে অধি-
কারী, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে, এক্ষণে সেই সাধনচতুষ্টয় কি,
তাহাই বলিতেছেন—

কোন বস্তু অক্ষয়, কোন বস্তু ক্ষয়শীল, এই সম্বন্ধে বিচার ; ইহ-
লোকে ও পরলোকে কৰ্ম্মফলপ্রাপ্তি বিষয়ে আকাঙ্ক্ষার অভাব ;
শমদম প্রভৃতি ছয়টি গুণবিশিষ্টতা ও মোক্ষাকাঙ্ক্ষা এই
চারটিই সাধনচতুষ্টয় ॥ ১৫ ॥

নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকস্তাবৎ—ত্রৈলোক্যেব নিত্যং বস্তু,
ততোহন্যদখিলমনিত্যমিতি বিবেচনম্ ॥ ১৬ ॥

টীকা ।—সুগমম্ ॥ ১৬ ॥

অনুবাদঃ—ইহার মধ্যে—একমাত্র ত্রৈলোক্যেই নিত্য বা অবি-
নশ্বর এবং তদতিরিক্ত যাবতীয় পদার্থই অনিত্য বা বিনশ্বর, এই
জ্ঞানের নামই “নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক” ॥ ১৬ ॥

ঐহিকানাং অক্চন্দনাদি-বিষয়-ভোগানাং কৰ্ম্মজন্যতয়া
অনিত্যত্ববৎ আমুশ্মিকানাংপি অমৃতাদিবিষয়ভোগানাম-
নিত্যতয়া তেভ্যো নিতরাং বিরতিঃ ইহামুত্র-ফলভোগ-
বিরাগঃ ॥ ১৭ ॥

টীকা ।—সুগমম্ ॥ ১৭ ॥

অনুবাদঃ—জীব পূর্বজন্মে অমুষ্ঠিত সৎকর্ম্মের ফলেই ইহলোকে সুগন্ধি-মালা, চন্দন, সুন্দরী স্ত্রী ইত্যাদি ভোগ্যবস্তু সকল লাভ করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু যত দিন পর্য্যন্ত ঐ সৎকর্ম্মের ফল-প্রদায়িনী শক্তি থাকে, তত দিন পর্য্যন্তই ঐ সমস্ত ভোগ করিতে পায়, কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই ঐ সমস্ত ভোগ্য বস্তুরও অভাব হয়, অতএব উহা অনিত্য । এইরূপ ইহজন্মে যে সমস্ত সৎকর্ম্ম দ্বারা পরলোকে স্বর্গস্থখাদি ভোগ করিতে সমর্থ হয়, কর্ম্মক্ষয় হইলেই ঐ সমস্ত সুখভোগেরও অবসান হয়, অতএব উহাও অনিত্য, এই জ্ঞানের দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক উভয়বিধ সুখেই যে অনাসক্তি, তাহাই “ইহমুত্রফলভোগবিরাপ” ॥ ১৭ ॥

শমদমাদয়ন্তু—শম-দমোপরতি-তিতিক্ষা-সমাধান-
শ্রদ্ধাঃ ॥ ১৮ ॥

টীকা ।—সুগমম্ ॥ ১৮ ॥

অনুবাদঃ—শম অর্থাৎ অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহ, দম অর্থাৎ বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহের নিগ্রহ, উপরতি অর্থাৎ বিষয়ভোগবাসনার নিবৃত্তি, তিতিক্ষা অর্থাৎ সহিষ্ণুতা, সমাধান অর্থাৎ চিন্তের একাগ্রতা এবং শ্রদ্ধা অর্থাৎ গুরুবাক্য শাস্ত্রবাক্য ইত্যাদিতে অবিচলিত আস্থা এই ছয়টি “শমদমাদি সম্পত্তি” ॥ ১৮ ॥

শমস্তাবৎ—শ্রবণাদি-ব্যতিরিক্ত-বিষয়েভ্যো মনসো
নিগ্রহঃ ॥ ১৯ ॥

তীক্ষ্ণা ।—তত্র শমং লক্ষয়তি—শমস্তাবদিতি । যথা তীব্রায়াং বুভুক্ষায়াং জাতায়াং ভোজনাদগ্ৰব্যাপারো মনসো ন রোচতে ভোজনে চ বিলম্বং ন সহতে, তথা অক্চন্দনাদিবিষয়েষু ত্যস্তমরুচিঃ, তত্ত্বজ্ঞানসাধনেষু শ্রবণমননাদিষু অত্যন্তমভিরুচির্জায়তে বদা, তদা পূর্ববাসনাবলাং শ্রবণাদিদাধনেভ্য উড্ডীয় অক্চন্দনাদিবিষয়েষু গম্যমানং মনঃ যেনাস্তঃকরণবৃত্তিবিশেষেণ নিগৃহ্যতে স বৃত্তিবিশেষঃ শম ইত্যর্থঃ ॥ ১৯ ॥

অনুবাদঃ—শমাদি ছয়টির মধ্যে শম কি, তাহাই প্রথমে বলিতেছেন—

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যতীত বিষয়ান্তর হইতে চিত্তবৃত্তির নিরোধই শম ॥ ১৯ ॥

দমঃ—বাহেন্দ্রিয়াণাং তদব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিবর্তনম্ ॥ ২০ ॥

তীক্ষ্ণা ।—ইদানীং দমস্ত লক্ষণমাহ—দম ইত্যাদি । জ্ঞানসাধন-শ্রবণাদিভ্যো বিলক্ষণেষু শব্দাদিবিষয়েষু প্রবর্তমানানি শ্রোত্রাদীনি বাহেন্দ্রিয়াণি যেন বৃত্তিবিশেষেণ নিবর্তন্তে, স দম ইত্যর্থঃ ॥ ২০ ॥

অনুবাদঃ—চক্ষুঃ, কণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্ এই পাঁচটি বাহেন্দ্রিয়, এবং রূপ, শব্দ, গন্ধ, রস ও স্পর্শ এই পাঁচটি ঐ পঞ্চেন্দ্রিয়ের বিষয় অর্থাৎ গ্রাহ্য । শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন ব্যতীত রূপাদি বিষয়ান্তর হইতে চক্ষুঃ প্রভৃতি বাহেন্দ্রিয়সমূহকে সংযত করাই দম ॥ ২০ ॥

নিবর্তিতানামেতেষাং তদ্ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্য উপরমণম্
উপরতিঃ ; অথবা বিহিতানাং কৰ্ম্মণাং বিধিনা পরিত্যাগ-
উপরতিঃ ॥ ২১ ॥

টীকা ।—ইদানীমুপরতের্কণমাহ—নিবর্তিতানামিতি । নিগ্ৰহীতানা-
মেতেষাং বাহেন্দ্রিয়াণাং * শ্রবণাদি-সাধনব্যতিরিক্তেষু শব্দাদিবিষয়েষু যথা
তানীন্দ্রিয়াণি সৰ্ব্বথা ন গচ্ছন্তি তথা তেষাং নিগ্রহো যেন বৃত্তিবিশেষেণ
ক্রিয়তে সোপরতিরিতার্থঃ ।

উপরতের্কণান্তরমাহ—অথবেতি । বিহিতানাং নিত্যাদিকৰ্ম্মণাং
বিধিনা চতুর্থাশ্রমস্বীকারকৰ্ম্মণা পরিত্যাগঃ, নাহং কর্ত্তেত্যবস্থানম্
উপরতিরিতার্থঃ ॥ ২১ ॥

অনুবাদ :—পূর্বোক্তরূপে সংযত বাহেন্দ্রিয় পাঁচটির শ্রবণ-
মনন-নিদিধ্যাসন ব্যতীত রূপাদি বিষয়ান্তর ইহাতে নিবৃত্তির নামই
উপরতি । দম ও উপরতির ভেদ এই যে—দম অর্থাৎ দমন, চেফটা
দ্বারা সংযত করা ; আর উপরতি অর্থাৎ স্বয়ংই নিবৃত্তি, পূর্বোক্ত-
রূপে ইন্দ্রিয়সমূহ দমিত হওয়ার পর যখন আর ঐ সমস্ত বিষয়-
ভোগে তাহাদের প্রবৃত্তিই ইহাবে না, তাহাই উপরতি । অথবা
শাস্ত্রবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কৰ্ম্মসমূহের যথাবিধি পরিত্যাগ অর্থাৎ

* ইন্দ্রিয় একাদশ,—চক্ষুঃ, কর্ণ, নাসা, জিহ্বা, ঘ্র্ণ, এই পাঁচটি বাহে-
ন্দ্রিয়কে জ্ঞানসাধন বলে ; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, এই পাঁচটিকে
কৰ্ম্মসাধন বলা যায়, এতদ্ব্যতীত মনকে অন্তর্বিদ্রিয় কহে, স্ততরাং ইন্দ্রিয়
সৰ্ব্বসমেত একাদশটি ।

তিন্দ্রাশ্রম গ্রহণ পূর্ববক “আমি কৰ্ম্মী নই, অতএব আমার কৰ্ম্মও নাই” এই বিবেচনায় নিষ্কিয়রূপে অবস্থানও উপরতি ॥ ২১ ॥

তিতিক্ষা—শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহিষ্ণুতা ॥ ২২ ॥

টীকা ১—তিতিক্ষালক্ষণমাহ—তিতিক্ষেতি। শরীরধৰ্ম্মস্ত শীতোষ্ণাদেঃ তজ্জগৎস্বখদুঃখাদেঃ শরীরেণ তাক্রুমশক্যত্বাং স্বপ্রকাশচিদ্রূপে স্বাশ্রয়ি চ শীতোষ্ণাদেবতাস্তাভাবাদিত বিবেকদীপেন মিথ্যাভানস্ত শীতোষ্ণাদেবদ্বন্দ্বস্ত বৎ সহনং সা তিতিক্ষেত্যর্থঃ ॥ ২২ ॥

অনুবাদ ১—তিতিক্ষা কি, তাহা বলিতেছেন—

শীত-উষ্ণ, হর্ষ-বিষাদ, লাভ-ক্ষতি, মান-অপমান ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ ভাবসমূহজগৎ স্বখদুঃখে অভিভূত না হইয়া অবিকৃত-চিন্তে তাহা সহ্য করিবার যে ক্ষমতা, তাহারই নাম তিতিক্ষা ॥ ২২ ॥

নিগৃহীতস্ত মনসঃ শ্রবণাদৌ তদনুগুণবিষয়ে চ সমাধিঃ সমাধানম্ ॥ ২৩ ॥

টীকা ১—ইদানীং সমাধানং লক্ষয়তি—নিগৃহীতশ্চেতি। শব্দাদি-বিষয়েভ্যো নিগৃহীতস্তাস্তঃকরণস্ত শ্রবণাদৌ তদনুগুণেষু তত্পকারকেষু অমানিহাদিসাধনবিষয়েষু সমাধিনৈরন্তর্য্যোণ তচ্চিস্তনং সমাধানমিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

অনুবাদ ১—সমাধান কি, তাহা বলিতেছেন—

রূপ-রসাদি ইন্দ্রিয়বিষয় হইতে চিন্তকে সংযত করিয়া কেবলমাত্র ভগবদ্বিষয়ে শ্রবণ মনন নির্দিধ্যাসন এবং ঐ সমস্তের সহায়-স্বরূপ গুরুশুশ্রূষাদি-বিষয়ে চিন্তের একাগ্রতাসম্পাদনকে সমাধান বলে ॥ ২৩ ॥

গুরুবেদান্তবাক্যেবু বিশ্বাসঃ শ্রদ্ধা ॥ ২৪ ॥

টীকা ।—শ্রদ্ধাদয়ঃ স্পষ্টার্থাঃ ॥ ২৪ ॥

অনুবাদ ।—শ্রদ্ধা কাহাকে বলে, তাহা বলিতেছেন—

যিনি উপনয়ন দান পূর্বক বেদ অধ্যাপনা করান, এইরূপ গুরুর উপদেশ ও বেদান্তোক্ত বাক্যসমূহে অবিচলিত বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা ॥ ২৪ ॥

মুমুক্শুত্বং মোক্ষেচ্ছা ॥ ২৫ ॥

টীকা ।—মুমুক্শুত্বমিত্যাদয়ঃ স্পষ্টার্থাঃ ॥ ২৫ ॥

অনুবাদ ।—মোক্ষলাভের নিমিত্ত ইচ্ছা বা মুক্তিলাভের উপায়ানুসন্ধানই মুমুক্শুত্ব ॥ ২৫ ॥

এবম্ভূতঃ প্রমাতা অধিকারী “শান্তো দান্ত” (বৃঃ উঃ ৪।৪।২৩) ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ২৬

টীকা ।—তথাচ পূর্বোক্ত-সকলবিশেষণবিশিষ্টঃ প্রমাতা অধিকারী-
তার্থঃ । অন্বিন্নর্থো শ্রুতিং প্রমাণয়তি—শান্ত ইতি ॥ ২৬ ॥

অনুবাদ ।—এইরূপ অর্থাৎ যথাবিধি বেদাধ্যয়ন প্রভৃতি গুণসম্পন্ন তত্ত্বজ্ঞানী আপু ব্যক্তিই প্রমাতা এবং তিনিই বেদান্তপাঠে যথার্থ অধিকারী, যেহেতু বেদ “শান্ত দান্ত উপরত তিতিকু সমাহিত ও শ্রদ্ধাযিত হইয়া আত্মাতে আত্মাকে দেখিবে” এইরূপ বলিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

উক্তং—“প্রশান্তচিত্তায় জিতেन्द्रিয়ায়
প্রক্ষীণদোষায় যথোক্তকারিণে ।
গুণাশ্বিত্যানুগতায় সৰ্ব্বদা
প্রদেয়মেতৎ সকলং মুমুক্শবে ॥”

(উপদেশসাহস্রী ৩২৪।১৬।৭২) ইতি ॥ ২৭ ॥

টীকা ।—প্রশান্তচিত্তায়েতি । সুগমম্ ॥ ২৭ ॥

অনুবাদ ।—স্থানান্তরেও উক্ত হইয়াছে—

প্রশান্তচিত্ত, জিতেন্দ্রিয়, নির্দোষ, আদেশপালনকারী, গুণবান্,
সৰ্ব্বদা অনুগত ও মুমুক্শু শিষ্যকে এই বেদান্তশাস্ত্র উপদেশ
দিবেন ॥ ২৭ ॥

বিষয়ঃ—জীবব্রহ্মৈক্যং শুদ্ধচৈতন্যং প্রমেয়ং, তত্রৈব
বেদান্তানাং তাৎপর্যাৎ ॥ ২৮ ॥

টীকা ।—যথোক্তেশং বিষয়ং নিরূপয়তি—বিষয় ইতি । অবিজ্ঞা-
রোপিত-সৰ্ব্বজ্ঞত্ব-কিঞ্চিজ্জহাদি-বিরুদ্ধধৰ্ম্মপরিত্যাগেনাবশিষ্টং শুদ্ধং চৈতন্যং
জ্ঞেয়স্বরূপমেব সৰ্ব্বেষাং বেদান্তবাক্যানাং বিষয় ইত্যর্থঃ ॥ ২৮ ॥

অনুবাদ ।—পূর্বোক্ত অনুবন্ধচতুষ্টয়মধ্যে অধিকারীর
বিষয় বলিয়া এক্ষণে এই গ্রন্থের বিষয় কি, তাহা বলিতেছেন—

জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ, এই জীব ও ব্রহ্মের অভেদজ্ঞান-
রূপ বিশুদ্ধ চৈতন্যই একমাত্র জ্ঞাতব্য, ইহাই বেদান্তসমূহের প্রতি-
পাদ্য বিষয় ॥ ২৮ ॥

সম্বন্ধস্ত—তদৈক্যপ্রমেয়শ্চ তৎপ্রতিপাদকোপনিষৎ-
প্রমাণশ্চ চ বোধ্য-বোধকভাবঃ ॥ ২৯ ॥

টীকা :—ক্রমপ্রাপ্তং সম্বন্ধং লক্ষয়তি—সম্বন্ধস্থিতি ।

বোধ্যবোধকভাব ইতি । বোধ্যশ্চ ব্রহ্মাঐক্যস্বরূপশ্চ বোধকশ্চ বেদান্ত-
শাস্ত্রশ্চ চ বোধ্যবোধকভাব এব সম্বন্ধ ইত্যর্থঃ ॥ ২৯ ॥

অনুবাদঃ—তৃতীয় অনুবন্ধ সম্বন্ধ কি, তাহা বলিতেছেন—

জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ, এই জ্ঞাতব্য বিষয়ের সহিত
তাহার জ্ঞাপক উপনিষদ্বাক্যসমূহের বোধ্যবোধকসম্বন্ধ ।
জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন, ইহাই এই গ্রন্থের বোধ্য, উপনিষদ্বাক্য-
সমূহ তাহার বোধক । এই উপনিষৎশাস্ত্রে জ্ঞান হইলে জীব
ও ব্রহ্মে কোন ভেদ নাই, ইহাই দৃঢ়রূপে প্রতীত হয় ॥ ২৯ ॥

প্রয়োজনস্ত—তদৈক্যপ্রমেয়গতাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ স্ব-
স্বরূপানন্দাপ্তিশ্চ । “তরতি শোকমাত্মবিৎ” (ছান্দো
উৎ৭।১।৩) ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ । “ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি”
(মুণ্ড ৩।উৎ৩।২।৯) ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ ॥ ৩০ ॥

টীকা :—অবশিষ্টং প্রয়োজনমাহ—প্রয়োজনস্থিতি । ব্রহ্মাঐক্যত্ব-
লক্ষণচিন্মাত্রগতাজ্ঞান-তৎকার্য্যসকল—প্রপঞ্চ-নিবৃত্তিঃ পুনরুৎপত্ত্যভাবরূপ-
স্ব-স্বরূপাথগানন্দপ্রাপ্তিঃ ফলমিত্যর্থঃ ।

নহু লোকেহ প্রাপ্তস্য ক্রিয়াসাধাস্য স্বর্গাদেঃ পুরুষার্থত্বেন ফলত্বং দৃষ্টম্,
অত্র তু নিত্যপ্রাপ্তস্যাস্বরূপস্য ক্রিয়াসাধ্যত্বাভাবেন পুরুষার্থত্বাভাবাৎ কথং
ফলত্বম্? ইতি চেন্ন, অপ্রাপ্তস্যৈব পুরুষার্থত্বনিয়মাত্বাৎ । যথা লোকে

কস্যাচিং বিশ্বতকৰ্ণমণেশ্চংপ্রযুক্তশোকাগ্নিসন্দহমানস্যাপ্তোপদেশোত্তরকালং
স্বকৰ্ণগতচানীকরপ্রাপ্তেরপি পুরুষার্থত্বাং ফলহং দৃষ্টম্, এবমত্রাপি নিত্যপ্রাপ্ত-
স্যাঅনঃ অজ্ঞানমোহাকারাবৃত্তেন বিশ্বতস্বস্বরূপস্য গুরুশ্রুতিবাক্যশ্রবণা-
নন্তরমজ্ঞানমোহাকারনিবৃত্তৌ সত্যং স্বয়ং প্রকাশমানচিহ্নপস্য সিদ্ধসৈ-
বাঅনঃ ফলহমুপচর্যতে ইতি ভাবঃ ।

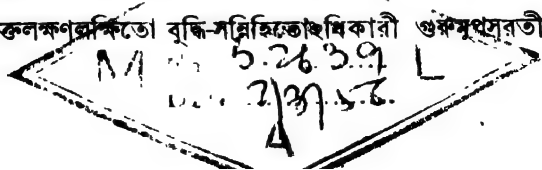
উক্তেহর্গে শ্রুতিং প্রমাণয়তি—তরতীতি ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ :- অনুবন্ধচতুষ্টয়ের শেষানুবন্ধ প্রয়োজন কি,
তাহা বলিতেছেন---

জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন পদার্থ, এই জ্ঞাতব্যবিষয়ে সম্পূর্ণজ্ঞানলাভ
বশতঃ অজ্ঞাননিবৃত্তি এবং ঐ অজ্ঞাননাশহেতু নিত্যানন্দসন্তোগই
এই গ্রন্থের প্রয়োজন, যে হেতু বেদে আছে, “আজ্ঞাজ্ঞ ব্যক্তিই
শোক-সাগর উত্তীর্ণ হইয়া থাকেন,” “ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মই হন”
ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥

অয়মধিকারী জননমরণাদিসংসারানলসন্তপ্তো দীপ্ত-
শিরা জলরাশিমিবোপহারপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠঃ
গুরুমুপসৃত্য তমনুসরতি “তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরু-
মেবাভিগচ্ছেৎ । সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ঃ ব্রহ্মনিষ্ঠম্” (মুণ্ড-
উঃ ১।২।১২) ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ৩১ ॥

টীকা ।—অধুনা শাস্ত্রারম্ভনিমিত্তাধিকার্যাদিনিরূপণানন্তরং শাস্ত্রা-
রম্ভং প্রস্তোতি, অথবা লক্ষিতস্যধিকারিণঃ কর্তব্যং দর্শয়তি—অয়মধি-
কারীতি । উক্তলক্ষণবিশিষ্টো বুদ্ধিসম্মিহিতোহধিকারী গুরুমুপসরতীত্যর্থঃ ।



নমু সংসারাসক্চিভ্য বিষরলোলুপস্তীর্থহিতস্ত গুরুপসর্পণমযুক্তম্ ?
ইত্যাশঙ্কাহ—সংসারানলসমুপ্ত ইতি ।

সমুপ্তে হেতুমাৎ—জননেতি । আদিশব্দেন বাধাদরো গৃহ্যন্তে ।

সমুপ্তশ্চেব গুরুপসর্পণমিত্যত্র দৃষ্টান্তমাহ—দীপ্তশিরা ইতি । যথা অর্কদগ্ধ-
মন্তকো দাহনিবৃত্তিকামো ঝটিতি শীতলং জনরাশিমমুসরতি তথা সংসার-
তাপত্রয়সদৃশমানস্তন্নিবৃত্তিকামঃ স্বরূপজিজ্ঞাসুঃ সংসারনিবৃত্তকং শ্রোত্রিয়ঃ
ব্রহ্মনিষ্ঠঃ করতলানলকবঃ স্বপ্রকাশাস্বরূপসমর্পকঃ গুরুমুপস্থতা গুরু
সমীপং গম্য অমুসরতি মনোবাক্কারকশ্রুতিঃ সেবত ইত্যর্থঃ ।

অস্মিন্ অর্থে শ্রুতিমুদাহরতি—তদ্বিজ্ঞানার্থমিত্যাदिঃ ॥ ৩১ ॥

অনুবাদঃ—শাস্ত্রারম্ভের পূর্বেই অধিকারী প্রভৃতি নিরূ-
পণানন্তর অধুনা শাস্ত্রারম্ভ করিতেছেন, অথবা লক্ষিত অধিকারীর
কর্তব্য প্রদর্শিত হইতেছে—প্রথর সূর্য্যকরে সমুপ্ত-মন্তক বান্ধি
যেমন তাপশাস্ত্রের জন্য গভীর জলাশয়ে অবগাহন পূর্ব্বক শাস্ত্র-
লাভ করে, তদ্রূপ নিত্যানিত্যবস্তাবিবেক, ইহামুক্তফলভোগবিরাগ,
শমদমাদিগুণসম্পত্তি ও মুমুক্শুরূপ উপরি-উক্ত সাধনচতুষ্টয়বিশিষ্ট
অতএব বেদান্তপাঠে অধিকারী ব্রহ্মজিজ্ঞাসু শিষ্য, ত্রিবিধ দুঃখ,
(আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক) জন্ম, মরণ, জরা, ব্যাধি
ইত্যাদি দুঃসহ সাংসারিক ক্লেশের দ্বারা নিরতিশয় পীড়িত হইয়া ঐ
সমস্ত ক্লেশ হইতে পরিত্রাণ-লাভের নিমিত্ত যথাসাধ্য উপহার
গ্রহণপূর্ব্বক বেদজ্ঞ, ব্রহ্মপরায়ণ গুরুর নিকট উপস্থিত হইয়া
কায়মনোবাক্যে তাঁহার সেবায় নিরত হইবেন । শ্রুতিতেও লিখিত
আছে যে, “সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞানলাভের নিমিত্ত যথাসাধ্য

হোমোপযোগী দ্রব্য গ্রহণপূর্বক বেদজ্ঞ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করিবে” ॥ ৩১ ॥

স গুরুঃ পরমকৃপয়া। অধ্যারোপাপবাদন্যায়েনৈন-
মুপাদিশতি ।

“তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্মায় সম্যক্,

প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায় ।

যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং,

প্রোবাচ তাং তদ্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্”

(মুণ্ড০ উ০ ১।২।১৩) ইত্যাদিশ্রুতেঃ ॥ ৩২ ॥

টীকা ।—অথ গুরুকৃত্যমাহ—স গুরুঃ পরমকৃপয়েতি । কৃপা-
ব্যতিরেকেণ সাধনান্তরাভাবাদিত্যর্থঃ ।

নব্বথগুপ্ত ব্রহ্মস্বরূপস্তাগোচরত্বেনোপদেষ্টুমশক্যত্বাৎ কথমুপদিশতি ? ইত্যত
আহ—অধ্যারোপেতি । অথগুব্রহ্মস্বরূপস্ত বিধিমুখেনোপদেষ্টুমশক্যত্বেনপি
“নেহ নানাস্তি কিঞ্চন” (বৃ০উ০ ৪।৪।১৯) ইত্যাদিশ্রুতিমনুসৃত্য
অবিচ্ছাদহরোপিতমিথ্যানানাপদার্থনিষেধমুখেনোপলক্ষিতমথগুচৈতন্যমেব পুনঃ
“সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম” (তৈ০উ০ ২।১) ইত্যাদিশ্রুতিমনুসৃত্য লক্ষণয়া
বিধিমুখেনোপ্যুপদিশতীতি ভাবঃ ।

অত্র শ্রুতিমাহ—তস্মৈ স ইত্যাদি ॥ ৩২ ॥

অনুবাদ ।—অতঃপর গুরুর কর্তব্য প্রদর্শিত হইতেছে ।
তদ্বদর্শী ব্রহ্মপরায়ণ গুরুদেব শরণাপন্ন শিষ্যের ঐকান্তিক দুঃখ-
অপনোদনের নিমিত্ত অসাধারণ করুণা প্রদর্শন পূর্বক সত্যস্বরূপ,

অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞতাবশতঃ নানাপ্রকার ভ্রান্তজ্ঞান যাহাতে দূরীভূত হয়, একরূপ উপদেশ দ্বারা ব্রহ্মের সত্য, জ্ঞান ও অনন্তস্বরূপতা-বিষয় দৃঢ়রূপে হৃদয়ঙ্গম করাইবেন । শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, “তত্ত্বজ্ঞ গুরু শরণাগত প্রশান্তচিত্ত শান্তিকামী জিতেন্দ্রিয় শিষ্যকে — যাহাতে সনাতন সত্যস্বরূপ পরমপুরুষকে জানিতে পারা যায়, একরূপ ব্রহ্মবিদ্যা যথাযথভাবে শিক্ষা দিবেন ॥ ৩২ ॥

অসপৃভূতয়াং রজ্জৌ সর্পারোপবৎ বস্তুন্যবস্থারোপঃ
অধ্যারোপঃ । বস্তু সচ্চিদানন্দমদ্বয়ং ব্রহ্ম । অজ্ঞানাদি-
সকলজড়সমূহঃ অবস্তু । অজ্ঞানন্তু সদসদ্যামনির্বচনীয়ং
ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানবিরোধি ভাবরূপং যৎকিঞ্চিদিতি বদন্তি ।
“অহমজ্ঞঃ” ইত্যাদ্যনুভবাৎ, “দেবাত্মশক্তিং স্বগুণৈর্নিগূঢ়াম্”
(শ্বে০ উ০ ১।৩) ইত্যাদিশ্রুতেশ্চ ॥ ৩৩ ॥

টীকা ।—অগ্নিন্নর্থে লৌকিকদৃষ্টান্তমাহ—অসপৃভূতয়াম্ ইতি । ব্যাব-
হারিকবস্তুত্বেনাভিনতয়াং রজ্জৌ অবস্তুভূতসর্পারোপো নান রজ্জ্ববচ্ছিন্নৈচতত্ত্বা
অবিদ্যা সর্পজ্ঞানভাসাকারেণ পরিণম্যমানা সর্পাকারেণ বিবর্ততে স বিবর্তঃ ।
রজ্জ্ববচ্ছিন্নৈচতত্ত্বনিষ্ঠাবিদ্যোপাদানত্বেন নারং সর্পঃ কিম্ব রজ্জুরিতি বিশেষ-
দর্শনোত্তরকালীনাধিষ্ঠানরজ্জুসাক্ষাৎকারেণ রজ্জ্বজ্ঞাননিবৃত্তৌ সর্পভ্রান্তি-
নিবর্ততে ইত্যর্থঃ ।

উক্তমর্থং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি—বস্তুতি । কালত্রয়ানপায়ী স্বাঐ অব-
বস্তুশব্দার্থঃ ।

তদ্রাবস্ত্বস্বরূপমাহ—অজ্ঞানাদীতি । অজ্ঞান-তজ্জগদ্ব্যোমাদের্মিথ্যাদ্ব-
দৃশ্য-সাবয়ব-বিকারিত্ব-সাপেক্ষসিদ্ধিকত্বাদিহেতুভিরবস্তুত্বমিত্যর্থঃ ।

এতদেব বিস্তরেণ প্রতিপাদয়িতুমজ্ঞানস্বরূপং তাবদাহ—অজ্ঞানমিতি ।

কিমিদমজ্ঞানং সজ্জপমসজ্জপং বা ? নাশ্চঃ, শশবিষাণতুলাত্বেন তুচ্ছত্বাৎ ;
নাপি দ্বিতীয়ঃ, অসতঃ কারণহানুপপত্তেরিত্যাদিহেতুভিঃ সত্ত্বেনাসত্ত্বেন বা
নিরূপয়িতুং ন শক্যতে ইত্যাহ—অনির্লচনীয়মিতি ।

নয়জ্ঞানশ্রানির্লচনীয়ত্বেন সৰ্ব্বথা জ্ঞাতুমশক্যত্বাৎ তদভাবপ্রসঙ্গ ইত্যা-
শঙ্ক্যাহ—ত্রিগুণাশ্রকমিতি । “অজ্ঞানেকাম্” (শ্বে० উ० ৪।৫) ইত্যাদি-
শ্রুতিভিঃ সত্ত্বরজস্তমোগুণাশ্রকত্বপ্রতিপাদনাদিত্যর্থঃ ।

নন্দ্রেনজ্ঞাতজ্ঞানশ্র শ্রুতিপ্রসিদ্ধশ্র বোমাদিক্রুপেণ বিততশ্র সত্য-
বস্তাসংগতত্বেন সংসারানিবৃত্তিঃ ? ইত্যশঙ্ক্যাহ—জ্ঞানবিরোধীতি । এতাদৃশমপ্য-
জ্ঞানমাত্মসাক্ষাৎকারেণ নিবৰ্ত্ততে ইত্যর্থঃ । তদ্বক্তৃ ভগবত—“দৈবী হ্যেবা
গুণময়ী মন মায়া ছরত্যয়া । নামেব য়ে প্রপণ্তস্তে মায়ামেতাং তরন্তি
তে ॥” (গীতা০৭।১৪) ইতি ।

জ্ঞানাভাব এবাজ্ঞানমিতি ত্যর্কিকমতং নিরাকরোতি—ভাবরূপমিতি ।

ত্রিগুণাশ্রকভাবরূপত্বেরূপ ইদমিৎমেবেতি পিণ্ডীকৃত্য প্রদশয়িতুং ন
শক্যতে ইত্যাহ—যৎকিঞ্চিদিতি । কিমপ্যঘটনঘটনাপটীয় ইত্যর্থঃ ।

অনির্লচনীয়ানাদিভাবরূপাজ্ঞানসদ্বাবে অনুভবমেবোদাজ্ঞাত্য দর্শয়তি
—অহমিতি । অহমজ্ঞো মামহং ন জানামীত্যপরোক্ষাবভাস এব প্রমাণ-
মিত্যর্থঃ ।

তস্মৈবোপষ্টস্তকত্বেন শ্রুতিমুদাহরতি—“দেবাত্মশক্তিম্” (শ্বে० উ० ১।৩)
ইতি ॥ ৩৩ ॥

অনুবাদ ।—পূর্বে বলা হইয়াছে, অধ্যারোপাপবাদন্যায়েন ।
সেই অধ্যারোপ কি ? তাহা বলিতেছেন—রজ্জুতে সর্পভ্রমের
ন্যায় কোন প্রকৃত বস্তুতে ভ্রান্তিবশতঃ অণুবিধবস্তুর আরোপকেই

অধারোপ কহে । যখন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তখন সর্প প্রকৃত বস্তু নহে, রজ্জুই সে স্থলে প্রকৃত বস্তু, ভ্রমবশতঃ সেই প্রকৃত বস্তু রজ্জুতে অপ্রকৃত বস্তু সর্পের আরোপই অধারোপ । ব্রহ্মই বস্তু অর্থাৎ সত্য ; ব্রহ্ম বাতীত সকলই অবস্তু অর্থাৎ মিথ্যা । সত্য-স্বরূপ ব্রহ্মে ভ্রান্তিবশতঃ মিথ্যাভূত জগতের আরোপই অধারোপ । এক্ষণে বস্তু ও অবস্তু কি ? তাহা দেখাইতেছেন । সচ্চিদানন্দময় অদ্বিতীয় ব্রহ্মই বস্তু বা সত্য । তদতিরিক্ত অজ্ঞানাদি যাবতীয় জড়-দ্রব্যমাত্রই অবস্তু বা মিথ্যা । অজ্ঞানাদি সকল জড়সমূহই অবস্তু এইরূপ বলিয়াছেন, এক্ষণে সেই অজ্ঞান কি, তাহা কথিত হইতেছে । —এই অজ্ঞান সৎও নহে অসৎও নহে, ‘এই দ্বিবিধ বস্তু হইতেই অনির্বচনীয়, অর্থাৎ ইহাকে সৎ বা বিদ্যমান, অসৎ বা অবিদ্যমান ইহার কিছুই বলা যায় না, যেহেতু, অসৎ কখনও কোন বস্তুর কারণ হইতে পারে না ; কেন না, আকাশকুসুম ও শশবিষাণের কার্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না । দেখা যাইতেছে, এই জগৎপ্রপঞ্চ অজ্ঞানের কার্য্য ; সুতরাং অজ্ঞানকে অসৎ বলা যায় না । জ্ঞান-প্রভাবে অজ্ঞানের নাশ হইতেছে এবং একমাত্র ব্রহ্মই সৎ, তদ্ব্যতীত সকলই অসৎ, সুতরাং ইহাকে সৎও বলা যায় না ; অতএব ইহা এক অনির্বচনীয় বস্তু । অজ্ঞান যখন অনির্বচনীয়, তখন ইহা একে বারেই নাই, ইহাও বলা যায় না ; যে হেতু, ইহা সৎ রজঃ ও তমোগুণবিশিষ্ট, ইহা জ্ঞানের বিরোধী অর্থাৎ জ্ঞানের অল্লাভাব, উক্তপ্রকারে ইহা অভাব হইলেও ইহাকে ভাবরূপ অর্থাৎ সত্তা-বিশিষ্ট বলা চলে ; যেহেতু, আত্মসাক্ষাৎকার দ্বারা ইহার শাস্তি

হয় । “আমি অজ্ঞ” ইত্যাকার অনুভব যখন হয়, তখন ইহাকে অভাবও বলা যায় না, সূতরাং ইহা একপ্রকার ভাবরূপ ষৎকিঞ্চিৎ অর্থাৎ অঘটনঘটনাপটু কোন একটি অবস্থাবিশেষ । ইহা শ্রুতি দ্বারাও সপ্রমাণ হইতেছে যে, “স্বপ্রকাশক আত্মার শক্তি, সম্ব রজঃ ও তমোরূপ গুণত্রয় দ্বারা সমাচ্ছাদিত আছে ।” শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা ঐ অজ্ঞানরূপ আবরণ বিদূরিত হইলে আত্ম-শক্তি প্রকাশ পায় ॥ ৩৩ ॥

ইদমজ্ঞানং সমষ্ট্যব্যক্ত্যভিপ্রায়েণৈকমনেকমিতি চ ব্যব-
হ্রিয়তে । তথা হি, যথা বৃক্ষাণাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ বন-
মিত্যেকত্বব্যপদেশঃ ; যথা বা জলানাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ
জলাশয় ইতি, তথা নানাং প্রতীভাসমানজীবগতা-
জ্ঞানানাং সমষ্ট্যভিপ্রায়েণ তদেকত্বব্যপদেশঃ, “অজামে-
কাম্”(শ্বে০ উ০ ৪।৫) ইত্যাদিশ্রুতঃ ॥ ৩৪ ॥

টীকা ।—অজ্ঞানং বিভজ্যতে—ইদমজ্ঞানমিতি । বস্তুতোহজ্ঞানস্থানেক-
ত্বেহপি সমষ্ট্যভিপ্রায়েণৈকমিতি ব্যবহ্রিয়তে ব্যষ্ট্যভিপ্রায়েণানেকমিত্যর্থঃ ।

এতদেব প্রপঞ্চয়িতুং প্রতীজানীতে—তথা হি যথেন্তি । যথা বহুনাং
বৃক্ষাণাং সমুদায়বিবক্ষয়া বনমিত্যেকত্বব্যপদেশঃ, যথা বা বহুনাং জলানাং
সমুদায়বিবক্ষয়া জলাশয় ইত্যেকত্বব্যপদেশঃ; তথা অন্তঃকরণোপাধিভেদেন
নানাং প্রতীমানানাং জীবগতাজ্ঞানানাং সমুদায়বিবক্ষয়া অজ্ঞানমিত্যেকত্ব-
ব্যপদেশঃ ।

অগ্নিন্নর্থে শ্রুতিং প্রমাণয়তি—“অজাম্” ইতি ॥ ৩৪ ॥

অনুবাদ ।—অজ্ঞান আবার দুই প্রকার ভেদবিশিষ্ট, তাহাই দেখাইতেছেন—এই অজ্ঞানকে সমষ্টি অর্থাৎ মিলিত অভিপ্রায়ে এক বলা চলে, আবার ব্যষ্টি অর্থাৎ পৃথক পৃথক অভিপ্রায়ে বহু বলিয়া ব্যবহার করা যায় । ইহার দৃষ্টান্ত—যে রূপ কোন বনমধ্যে অনেক বৃক্ষ এবং সেই বৃক্ষসমূহ প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় হইলেও কেবল বন বলিয়া বাখ্যা করিলেই সমস্ত বৃক্ষেরই প্রতীতি হয় ; যে রূপ সমুদায় নদ নদী প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন হইলেও একমাত্র জলাশয় বলিলে জলমগ্ন স্থানমাত্রেরই বোধ হইয়া থাকে, তদ্রূপ প্রত্যেক জীবে পৃথক পৃথক ভাবে অবস্থিত অজ্ঞান অন্তঃকরণোপাধিভেদে বহুবিধ হইলেও সমষ্টি ধরিয়া এক ও ব্যষ্টি ধরিয়া বহু বলিয়া নির্দিষ্ট ও ব্যবহৃত হয় । সমষ্টি বিষয়ে শ্রুতি আছে যে, “গুণত্রয়-ময়ী একমাত্র প্রকৃতি বহুপুরুষ-সহযোগে বহুরূপ সৃষ্টি করিতেছে” ইত্যাদি ॥ ৩৪ ॥

ইয়ং সমষ্টিরুক্তোপাধিতয়া বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানা । এত-
দুপহিতং চৈতন্যং সর্বজ্ঞত্ব-সর্বেশ্বরত্ব-সর্বনিয়ন্তৃ-ত্বাদি-
গুণকং সদসদব্যক্তমন্তর্যামি জগৎকারণমীশ্বর ইতি চ ব্যপ-
দিশ্যতে । সকলাজ্ঞানাবতাসকত্বাদশ্চ সর্বজ্ঞত্বম্ । “যঃ
সর্বজ্ঞঃ সর্ববিৎ” (যুঃ উঃ ১।১।৯) ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৩৫ ॥

টীকা ।—নানাজীবগতনিকৃষ্টান্তঃকরণব্যাষ্ট্যুপাধ্যাপেক্ষয়া সমষ্ট্যু-
পাধেরশ্চ বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি—ইয়ং সমষ্টিরिति । বিগতরাগাদিদোষসকল-

কার্যাপ্রপঞ্চকারণভূতশ্চ অজ্ঞানশ্চ সমষ্টিভূতোংকৃষ্টোপাধিহেন বিশুদ্ধসত্ত্ব-
প্রাধাত্তমিতিভাবঃ ।

এতৎসমষ্ট্যুপাধিদ্বারেণেশ্বরচৈতন্যং লক্ষয়তি—এতদুপহিতমিতি । এতৎ
সমষ্ট্যাজ্ঞানোপলক্ষিত-চৈতন্যং সৰ্বশ্চ চরাচরাশ্রকপ্রপঞ্চশ্চ সাক্ষিহেন সৰ্বজ্ঞ
ইত্যাচ্যতে । তথা সৰ্বেষাং জীবানামীশিত্বেন কৰ্ম্মানুরূপফলদাতৃহেন ঈশ্বর
ইত্যাচ্যতে । তথা সৰ্বেষাং জীবানাং প্রেরকহেন নিয়ন্তেত্যুচ্যতে ।
তথা সৰ্বেষাং জীবানামন্তর্হৃদয়ে স্থিত্বা বুদ্ধিনিয়ামকহেনাস্তর্যামীত্যাচ্যতে ।
প্রমাণাগোচরত্বাং অব্যক্তমিত্যাচ্যতে । সৰ্বশ্চ চরাচরাশ্রকপ্রপঞ্চশ্চ
বিবর্ত্তাধিষ্ঠানহেন জগৎকারণমিতি ব্যাপদিগ্ধতে ইত্যর্থঃ ।

উক্তেহর্থ্যে যুক্তিমাহ—সকলাজ্ঞানেতি ।

তত্র প্রমাণমাহ—যঃ সৰ্বজ্ঞ ইতি ॥ ৩৫ ॥

অনুবাদঃ—সমষ্টি ও বাষ্টি অনুসারে অজ্ঞানকে দুই অংশে
বিভক্ত করা হইয়াছে । এই অজ্ঞান আবার বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান
ও মলিন সত্ত্বপ্রধান বলিয়া দুই ভাগে বিভক্ত । মলিন সত্ত্বপ্রধান
অজ্ঞানে চৈতন্য প্রতিফলিত হইলে অসর্ববজ্ঞ অনীশ্বর জীবরূপে
গণনীয় হন এবং চৈতন্য বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানে প্রতিফলিত
হইলে সর্ববজ্ঞ ঈশ্বর বলিয়া নিরূপিত হইয়েন ; ইহাই প্রকাশিত
হইতেছে । এই অজ্ঞানসমষ্টি উৎকৃষ্টোপাধিহেতুক বলিয়া
বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান । এই বিশুদ্ধ সত্ত্বপ্রধান সমষ্টি-অজ্ঞানগত
চৈতন্যকে সর্ববজ্ঞত্ব, সর্বেশ্বরত্ব, সর্বনিয়ন্তৃত্ব ইত্যাদি গুণবিশিষ্ট,
সর্বত্র বর্ত্তমান থাকিয়াও দৃষ্টির অগোচরহেতুক অবর্ত্তমান, বাক্যের
অগোচরহেতুক অব্যক্ত, অস্তর্যামী জগৎকারণ ঈশ্বর বলা যায় ।

তিনি সমস্ত অজ্ঞানের প্রকাশক, এই হেতু তাঁহাকে সর্বজ্ঞ বলা যায়। এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ আছে যে, “যিনি সামান্য ও বিশেষ-রূপে সমুদায় বিদিত হইতেছেন, যিনি অন্তর্যামী, যিনি সকলের অন্তরাত্মা, তিনিই মহেশ্বর” ॥ ৩৫ ॥

অশ্রেষং সমষ্টিরিখিলকারকত্বাৎ কারণশরীরং, আনন্দ-প্রচুরত্বাৎ কোষবদাচ্ছাদকত্বাচ্চানন্দময়কোষঃ, সর্বোপরম-ত্বাৎ সুষুপ্তিঃ, অতএব স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চ-লয়স্থানমিতি চোচ্যতে । যথা বনশ্চ ব্যক্ত্যভিপ্রায়েণ বৃক্ষা ইত্যনেকত্ব-ব্যপদেশঃ, যথা বা জলাশয়শ্চ ব্যক্ত্যভিপ্রায়েণ জলানি ইতি, তথা অজ্ঞানশ্চ ব্যক্ত্যভিপ্রায়েণ তদনেকত্বব্যপদেশঃ । “ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুষরূপ জয়তে” (ঋগ্বেদ ৬। ৪৭। ১৮) ইত্যাদিশ্রুতঃ ॥ ৩৬ ॥

টীকা :—ইদানীং তদ্রূপেব সমুদায়োপাধিরেব কারণশরীর-মানন্দময়কোষত্বং সুষুপ্ত্যবস্থাবৈশিষ্ট্যঞ্চ লভতে ইত্যাহ—অশ্রেষমিতি ।

কারণশরীরত্বে হেতুমাহ—অখিলেতি ।

আনন্দময়ত্বে হেতুমাহ—আনন্দপ্রচুরত্বাদিতি । কারণত্বাবস্থায়ং প্রকৃতি-পুরুষমাত্রব্যতিরিক্তশ্চ স্থূলসূক্ষ্মকার্য্যপ্রপঞ্চশ্চৈবাত্মবদানন্দবাহুধ্যমিতি ।

কোষত্বে বক্তিমাহ—আচ্ছাদকত্বাদিতি । শরীরচ্ছাদকচর্মান্বং আত্মাচ্ছাদ-কত্বাদজ্ঞানশ্চ কোষ ইতি ব্যবহারঃ ।

নহু তথাহপি কারণত্বোপাধেরজ্ঞানশ্চ সুষুপ্তিত্বং কুতঃ ? ইত্যত আহ—

সর্বোপরমত্বাদিত । সর্বশ্চ স্থূলসূক্ষ্মোপাধেঃ কারণোপাধৌ লীনত্বাং সুষুম্ভিত্ব-
মিত্যর্থঃ । নহু স্থূলসূক্ষ্মপ্রপঞ্চ-লয়স্থানশ্চ কথং সুষুম্ভিত্বম্ ? ইত্যশঙ্ক্য
সংজ্ঞাভেদো ন বস্তুভেদ ইত্যাহ—অত এবতি । যতঃ কারণাং সুষুম্ভিত্বম্
অত এব পক্ষীকৃতভূতকাৰ্য্যস্থূলপ্রপঞ্চশ্চ জাগ্রদবস্থাংশিষ্টশাপক্ষীকৃতভূত-
কাৰ্য্যশ্চ সূক্ষ্মস্থাপ্রপঞ্চশ্চ লয়স্থানমিতাপি ব্যবহ্রিয়তে ইত্যর্থঃ ।

সমষ্টিরূপাজ্ঞানং সপ্রপঞ্চং নিরূপ্যোদানীং ব্যষ্টিরূপমজ্ঞানং সপ্রপঞ্চং নিরূপয়িতুং
দৃষ্টান্তৌ তাবদর্শয়তি—যথা বনশ্চেতি । যথা বহুবৃক্ষসমুদায়শ্চ বনরূপত্বেনৈকত্ব-
বাবহারেহপি প্রত্যেকবৃক্ষবিবক্ষয়া চূতাদয়ো বহবো বৃক্ষান্তিষ্ঠন্তীতি বহুব-
বাবহারঃ, যথা বা বাপীকূপতড়াগাদিষু সমুদায়বিবক্ষয়া জলাশয় ইত্যেকত্ব-
বাবহারেহপি প্রত্যেকং বাপাদিবিবক্ষয়া বহুনি জলানি তিষ্ঠন্তীতি বহুববাব-
হারঃ, তথা সকলপ্রপঞ্চকারণশ্রাজ্ঞানশ্চ সমুদায়রূপেনৈকত্বেহপি অহঙ্কারাদি-
কারণীভূতানাং জীবগতাজ্ঞানানাং প্রত্যেকবিবক্ষয়া বহুববাবহার ইত্যর্থঃ ।

অগ্নির্নগ্নে ঋতিং প্রমাণয়তি—ইন্দ ইতি ॥ ৩৬ ॥

অনুবাদ ১- ঈশ্বরের উপাধিরূপ এই অজ্ঞানসমষ্টিই সমগ্র
জগৎপ্রপঞ্চের কারণ বলিয়া ইহাকে কারণশরীর কহে । আনন্দ-
প্রচুর এবং কোষের গায় আবরক বলিয়া ইহা আনন্দময় কোষ
শব্দে কথিত হইয়া থাকে । স্থূল সূক্ষ্ম ইত্যাদি উপাধিবিশিষ্ট
সর্ববিধ প্রপঞ্চ ইহাতেই বিলীন হয় বলিয়া ইহা সুষুম্ভি, মহাসুষুম্ভি
বা প্রলয় শব্দে অভিহিত হয়, অত এব স্থূল সূক্ষ্ম যাবতীয় জগৎ-
প্রপঞ্চের বিলয়স্থান এই নামেও কথিত হয় । যেমন বহুবৃক্ষযুক্ত
স্থানকে সমষ্টি অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করিতে হইলে একমাত্র “বন”
এই শব্দ দ্বারাই ঐ অভিপ্রায় সিদ্ধ হয়, এইরূপ বনশব্দকেও ব্যষ্টির

অভিপ্রায়ে প্রয়োগ করিতে হইলে “বহু বৃক্ষ” এই শব্দ ব্যবহৃত হয়, কিংবা যেরূপ জলসমূহের সমষ্টি অভিপ্রায়ে এক “জলাশয়” এই শব্দ ও ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে “নদ নদী তড়াগ কূপ” ইত্যাদি বহু শব্দ ব্যবহৃত হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানেরও সমষ্টি অভিপ্রায়ে একত্ব ও ব্যষ্টি অভিপ্রায়ে প্রত্যেক জীবাশ্রিত অজ্ঞানসমূহ এই বহু অর্থে ব্যবহৃত হয় । শ্রুতিও আছে যে, “ইন্দ্র অর্থাৎ ষড়ৈশ্বর্যাশালী এক পরমেশ্বর মায়াসমূহ দ্বারা বহুরূপে প্রকাশিত হন অর্থাৎ মায়ার বিক্ষেপশক্তি দ্বারা বিক্ষিপ্ত হইয়া অনেকরূপ দেহ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণসমূহে প্রতিফলিত হইয়া প্রকাশমান হন” ইত্যাদি ॥ ৩৬ ॥

অত্র সমস্তব্যস্তব্যাপিষ্ণেন সমষ্টিব্যষ্টিতাব্যাপদেশঃ ।
ইয়ং ব্যষ্টির্নিকৃষ্টোপাধিতয়া মলিনসত্ত্বপ্রধানা । এতদুপহিত-
চৈতন্যমল্লজ্ঞানান্দ্রহাদিগুণকং প্রাজ্ঞ ইত্যাচ্যতে, এক-
জ্ঞানাবতাসকত্বাৎ ॥ ৩৭ ॥

তীক্ষ্ণা ।—নহু তথাহপি একশ্চৈবাজ্ঞানশ্চ তদবচ্ছিন্নচৈতন্যশ্চ বা ব্যষ্টি-
সমষ্টিতাব্যাপিষ্ণেন সমষ্টিব্যষ্টিতাব্যাপদেশঃ । ভেদবিবক্ষয়া ব্যষ্টিত্বং
মৃদুষ্টাদিবৎ, অভেদবিবক্ষয়া চ সমষ্টিত্বং মৃৎপিণ্ডবদিত্যর্থঃ ।

তত্র মহাপ্রলয়কালীনসমষ্টিভূতবিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধানায়াঃ মূলপ্রকৃতেঃ সকাশাৎ
দৈনন্দিনপ্রলয়কালীনবাস্তু্যপাধিভূতজীবপ্রকৃতেঃ ভেদং দর্শয়তি—ইয়ং ব্যষ্টি-
প্রতি । ইয়ং জীবগতা সুষুপ্তাবস্থাপ্লাহঙ্কারাদিবিক্ষেপসংস্কারাদিরূপা
নিকৃষ্টোপাধিষ্ণেন মলিনসত্ত্বপ্রধানা ইত্যর্থঃ ।

অনেনোপাধিনা প্রাজ্ঞচৈতন্যং লক্ষয়তি—এতদুপহিতেন ।

অনুবাদ ।—ঘট ও মৃত্তিকা প্রকৃতপ্রস্তাবে অভিন্ন বস্তু হইলেও যেমন কার্যাকারণভাবনিবন্ধন পরস্পর ভিন্ন বস্তু বলিয়া অভিহিত হয়, সেইরূপ এই অজ্ঞানেও কার্যোপাধিক জীববাপকতানিবন্ধন সমষ্টিব্যবহার এবং প্রত্যেক জীবগত ভেদ-বিবক্ষা দ্বারা ব্যষ্টিক্রূপে ব্যবহার হইয়া থাকে । এই মহাপ্রলয়কালীন সমষ্টিভূত বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান মূলপ্রকৃতি হইতে দৈনন্দিন প্রলয়কালীন ব্যষ্টিভূত জীবপ্রকৃতির ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে । এই অজ্ঞান ব্যষ্টিভাবে নিকৃষ্টোপাধিক হইলেই মলিনসত্ত্বপ্রধান হয় ; অর্থাৎ জ্ঞানপ্রতিবন্ধককারণাবিশিষ্ট জীব নিকৃষ্টশব্দে কথিত হইয়া থাকে । এই অজ্ঞান যখন ব্যষ্টিভাবে প্রতি জীবগত হয়, তখন রজোগুণ ও তমোগুণ দ্বারা আক্রান্ত হয় ; সুতরাং মলিনসত্ত্বগুণই তাহার প্রধান হয় । সত্ত্বগুণেই চৈতন্যের প্রতিবিশ্ব হয় । রজোগুণ ও তমোগুণ অস্পষ্টতা বশতঃ চৈতন্যপ্রতিবিশ্বগ্রহণে সমর্থ হয় না । বিশুদ্ধসত্ত্বে প্রতিফলিত চৈতন্য ঐশ্বর্যশব্দবাচ্য এবং মলিনসত্ত্বে প্রতিফলিত চৈতন্য জীবশব্দবাচ্য । এই মলিনসত্ত্বপ্রধান অজ্ঞানে প্রতিফলিত চৈতন্যই অল্লজতা, অনান্দরতা ইত্যাদি নিকৃষ্ট গুণ-বিশিষ্ট প্রাজ্ঞ বলিয়া কীর্তিত হয়েন ; কারণ, ইহা একই অজ্ঞানের প্রকাশক ॥ ৩৭ ॥

একাজ্ঞানাবভাসকত্বাৎ অশ্রু প্রাজ্ঞত্বং, অস্পষ্টোপাধি-
তয়াহনতিপ্রকাশকত্বম্ । অশ্রুপীয়মহঙ্কারাদিকারণত্বাৎ
কারণশরীরম্, আনন্দপ্রচুরত্বাৎ কোশবদাচ্ছাদকত্বাচ্চ

আনন্দময়কোষঃ, সর্বোপরমত্বাৎ সৃষ্টিপ্তিঃ ; অত এব
স্থূলসূক্ষ্মশরীর প্রপঞ্চ-লয়স্থানমিতি চোচ্যতে ॥ ১৮ ॥

তীক্ষ্ণা ।—অত্রোপপত্তিমাহ—একেতি । ঈশ্বরগতমূলাজ্ঞানস্য জীব
গতাহঙ্কারাদিবিক্ষেপসংস্কারাদিরূপাজ্ঞানস্য চ বস্তুত একত্বেন তদবভাস-
কেশ্বরজীবচৈতন্যগোরপোকল্পমিতার্থঃ । সৌম্যজীবচৈতন্যস্য প্রাজ্ঞত্বং দাধ-
য়তি—অস্য প্রাজ্ঞত্বমিতি । সংস্কাররূপাম্পষ্টোপাধিতয়া তদাবত্বেনাতি
প্রকাশকত্বাভাবাৎ প্রাজ্ঞত্বমশ্বেত্যর্থঃ ।

যথা জগৎকারণেশ্বরোপাদেঃ কারণশব্দবিশ্বানন্দপ্রচুরত্বেন চানন্দমবহৎ
কোষদৃষ্টোন্তেন কোষত্বং, তথৈতৎ সর্বং ভারতমোহ প্রাজ্ঞচৈতন্যেহপ্যতি-
দিশতি—অহঙ্কারাদীতি । প্রলয়কালে হিরণ্যগভাদি প্রপঞ্চোৎপাদকেশ্বর-
গতমূলপ্রকৃতিবৎ সৃষ্টিপ্তিকালে অহঙ্কারাদি-শরীরোৎপাদকসংস্কারমাত্রাবশিষ্ট-
জীবগতাজ্ঞানস্তাপি কারণ-শরীরত্বং ইন্দ্রিয়তদ্বিষয়াভাবেন ব্যাসঙ্গা-
ভাবাদানন্দবাহুল্যাদানন্দময়ত্বং আচ্ছাদকত্বাৎ কোষত্বঞ্চ বক্তৃমিতি
ভাবঃ ।

ননু স্থূলসূক্ষ্মশরীরে লয়স্থানস্য কথং সৃষ্টিপ্তিশব্দবাচ্যত্বম্? ইত্যা-
শঙ্ক্য পূর্ববৎ সংজ্ঞাভেদো ন বস্তুভেদ ইতি বক্তুং তত্র যুক্তিমাহ—সর্বোপ-
রমত্বাদিতি । পঞ্চাকৃতস্থূলশরীরস্য ব্যাবহারিকশ্রাপক্ষীকৃতসূক্ষ্মশরীরে
প্রাতিভাসিকে প্রবিলাপিতত্বাৎ তস্তাপি প্রাতিভাসিকস্য স্বাপ্নপ্রপঞ্চস্য
স্বকারণেহজ্ঞানে লীনত্বাৎ সর্বোপরতিরিত্যর্থঃ । তথা চোক্তম্,—“লয়ে ফেনস্য
তদ্বক্ষ্যাদ্রবাণাঃ স্যাস্তরঙ্গকে । তস্তাপি বিলয়ে নীরে তিষ্ঠন্ত্যেতে যথা
পুরা ॥ ব্যাবহারিকদেহস্য লয়ঃ স্ত্রাৎ প্রাতিভাসিকে । তল্লয়ে সচ্চিদানন্দাঃ
পর্যবশ্তন্তি সাক্ষিণি ॥” (বাক্যমুখা ৬৬/৪৭) ইতি ॥ ৩৮ ॥

অনুবাদ।—প্রাজ্ঞ শব্দের অর্থ প্র—অজ্ঞ অর্থাৎ প্রায় অজ্ঞ। জীব ঈশ্বরের গায় সকল অজ্ঞানের প্রকাশক নহেন। ইনি অস্পষ্টোপাধি বশতঃ (রজোগুণ ও তমোগুণে অভিভূত মলিনসদ্ব্যুৎপন্নপ্রবানতা নিবন্ধন) ঈশ্বরের গায় সম্পূর্ণ প্রকাশক নহেন; সুতরাং ঈহাকে প্রাজ্ঞ বলে। ঈশ্বরোপাধিক শুদ্ধসদ্ব্যুৎপন্ন অজ্ঞানসমষ্টি যে প্রকার নির্খল জগৎ-প্রপঞ্চের কারণ বলিয়া কারণদেহ শব্দে এবং আনন্দপ্রচুরতাবশতঃ ও কোষের গায় আবরকতা বশতঃ আনন্দময় কোষ শব্দে আর আকাশাদি সকলের বিলয়স্থান বলিয়া সুষুপ্তি শব্দে কথিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ মলিন-সদ্ব্যুৎপন্ন জীবগত অজ্ঞানও সুষুপ্তিসময়ে সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট অহঙ্কারাদির কারণ বলিয়া কারণশরীর শব্দে এবং আনন্দ-প্রচুরতা বশতঃ ও কোষের গায় আচ্ছাদকতা হেতু আনন্দময় কোষ শব্দে আর ইন্দ্রিয় ও বিষয়সকলের বিলয়স্থান বলিয়া সুষুপ্তি শব্দে কথিত হয়। ততএব এই মলিনসদ্ব্যুৎপন্ন অজ্ঞানই স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরপ্রপঞ্চের বিলয়স্থান বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

তদানীমেতাবীশ্বরপ্রাজ্ঞো চৈতন্যপ্রদীপ্তাভিরতিসূক্ষ্মা-
ভিরজ্ঞানবৃত্তিভিরানন্দমনুভবতঃ “আনন্দভুক্ত চেতোমুখঃ
প্রাজ্ঞঃ” (মাণ্ডু০ উপ০৫) ইতি শ্রুতেঃ, “স্বখমহমস্বাপ্-সং
ন কিঞ্চিদবোধিম” ইত্যুখিতস্ত পরামর্শোপপত্তেশ্চ ॥ ৩৯ ॥

টীকা।—নহু প্রলয়কালে সুষুপ্তিকালে চান্তঃকরণতদ্রূপভাবে-
নানন্দগ্রাহকতাবাদানন্দ-প্রাচুর্য্যসম্ভাবে প্রমাণাতাবশ্যক্য পরিহরতি—

তদানীমিতি । যথা স্বচ্ছত্বেনান্তঃকরণশ্চ বত্তিরঙ্গীক্রিয়তে, তথা চৈতন্য-
প্রদীপ্তাজ্ঞানশ্চাপি সূক্ষ্মা বৃত্তয়ঃ স্বীক্রিয়ন্তে, তথা চেশ্বরঃ স্বকীয়াজ্ঞান-
বৃত্তিভিঃ স্বানন্দবাহুলাং অনুভবতি, জীবোহপি সংস্কারমাত্রাবশিষ্টাজ্ঞান-
বৃত্তিভিঃ স্বানন্দবাহুলাং তারতম্যেন অনুভবতি ইতি ভাবঃ ।

অত্রৈবোপষ্টম্ভকত্বেন শ্রুতিমবতারয়তি—আনন্দভূগিতি ।

উত্তরকালীন-সুখপরামর্শোপপত্তিরপি পূর্বানুভূত-সুখবাহুল্যানুভব-
সদ্বাবে প্রমাণমিত্যাহ—সুখমহমিতি । সুখমহমস্বাপ্সমিত্যানন্দ-পরামর্শঃ ;
ন কিঞ্চিদবেদিষমিতাজ্ঞানপরামর্শঃ ; তথা চ সুষুপ্তিদশায়াং প্রলয়কালে
চ প্রাজ্ঞেশ্বরবজ্ঞানবৃত্তিভিরানন্দমনুভবত এবৈতার্থঃ ॥ ৩৯ ॥

অনুবাদ ।—সুষুপ্তি অবস্থাতে ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ অর্থাৎ জীব
সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট চৈতন্যপ্রদীপ্ত অতিসূক্ষ্ম অজ্ঞানবৃত্তি দ্বারা
আনন্দবোধ করিয়া থাকেন । শ্রুতিতে লিখিত আছে যে,
“চৈতন্যরূপমুখবিশিষ্ট ঈশ্বর ও প্রাজ্ঞ আনন্দভোগী হন । সুষুপ্তির
পর উত্তিত ব্যক্তির সুষুপ্তিকালীন সুখপরামর্শবিষয়ে শ্রুতি আছে
যে, “আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, তখন কিছুই অবগত হইতে
পারি নাই ।” আমি সুখে নিদ্রা গিয়াছিলাম, এই বচন দ্বারা
আনন্দের পরামর্শ অর্থাৎ জ্ঞান হইল ॥ ৩৯ ॥

অনয়োঃ সমষ্টিব্যাক্ত্যোর্বনবৃক্ষয়োরিব জলাশয়-জলয়ো-
রিব চাতেদং । এতদুপাহতয়োরীশ্বরপ্রাজ্ঞয়োরাপি বন-
বৃক্ষাবচ্ছিন্নাকাশয়োরিব জলাশয়-জলতদৃগতপ্রতিবিন্ধা-
কাশয়োরিব চাতেদং । “এষঃ সর্বেশ্বর এষঃ সর্বজ্ঞ

এষোহন্তর্যাম্যেষ যোনিঃ সৰ্ব্বশ্চ প্রভবাপ্যযৌ হি ভূতানাম্”
(মাণ্ডু ০ উপ ০ ৬) ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৪০ ॥

তীক্ষ্ণ ।—ইদানীমীশ্বরগতমূলাজ্ঞানশ্চ জীবগতসংস্কারমাত্রাবশিষ্টাজ্ঞানশ্চ
চ সমষ্টিব্যাপ্ত্যভিপ্রায়েণ ভেদভানেহপি বস্তুতো ভেদো নাস্তীত্যতোতং
সদৃষ্টান্তমাহ—অনয়োরিতি ।

উক্তোপাধিদ্বয়দ্বাবেশ্বরপ্রাক্করণোদপাতভেদং দৃষ্টান্তমুখেন দর্শয়তি—
এতদুপহিতয়োরিতি ।

ঈশ্বরশ্চ বনাবচ্ছিন্নাকাশবৎ প্রাক্কৃত্য বৃক্ষাবচ্ছিন্নাকাশবৎ তথা জলাশয়-
জলোপাধ্যাবচ্ছিন্নাকাশবৎ তদগঃপ্রতিবিম্বাকাশবচ্চ কারণোপাধ্যাবচ্ছিন্নে-
শ্বরশ্চ কার্যোপাধ্যাবচ্ছিন্নপ্রাক্কৃত্য চ বস্তুতোহভেদ এবৈত্যর্থঃ ।

তত্র প্রমাণমাহ—এষ ইতি । তথা চোক্তমার্থোঃ,—“কার্যোপাধিরয়ং
জীবঃ কারণোপাধিরীশ্বরঃ । কার্যাকারণতাং হিহ্না পূর্ববোধোহবশিষ্যতে ॥”
(অনুভূতিপ্রকাশ ১০।৬১) ইতি ॥ ৪০ ॥

অনুবাদ ।—বন ও বৃক্ষে যেমন কোন ভেদ নাই, জলাশয়
ও জলে যেমন ভেদ নাই, তদ্রূপ অজ্ঞানের এই সমষ্টি-ব্যাপ্তিতেও
ভেদ নাই অর্থাৎ ঈশ্বরে অবস্থিত মূল অজ্ঞান এবং জীবে অবস্থিত
সংস্কারমাত্রাবশিষ্ট অজ্ঞান এই দুইটির পরস্পর সমষ্টি-ব্যাপ্তিভাব
বশতঃ বনের সহিত তরুর ন্যায় এবং জলাশয়ের সহিত জলের
ন্যায় বাস্তবিক প্রভেদ নাই । এই অজ্ঞানাচ্ছন্ন চৈতন্য ঈশ্বর ও
জীবের আপাততঃ ভেদজ্ঞান হইলেও ফলে পরস্পর কোন পার্থক্য
নাই । ঈশ্বর বনব্যাপী গগনের ন্যায় সমষ্টি, প্রাক্কৃত অর্থাৎ জীব
বনান্তর্গত তরুব্যাপী গগনবৎ ব্যাপ্তি ; ঈশ্বর জলাশয়ব্যাপী

প্রতিবিস্তৃত আকাশের ন্যায় সমষ্টি, জীব জলাশয়ান্তর্গত জল-
ব্যাপী প্রতিবিস্তৃত আকাশের ন্যায় ব্যষ্টি ; সুতরাং জীব ও
ঈশ্বরে পার্থক্য দৃষ্ট হয় না । শ্রুতিতে লিখিত আছে যে,
“ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সর্ববজ্র, ইনি অন্তর্যামী, ইনি
সকলের উৎপত্তিস্থল এবং ইনিই সর্ববভূতের উৎপত্তি ও নাশের
হেতু” ॥ ৪০ ॥

বনবৃক্ষতদবচ্ছিন্নাকাশয়োর্জলাশয়জল-তদগতপ্রতি-
বিস্বাকাশয়োর্ব্বা আধারভূতানুপহিতাকাশবদনয়োরজ্ঞান-
তদুপহিত-চৈতন্যয়োরাধারভূতং বদনুপহিতং চৈতন্যং
তত্ত্বুরীয়মিত্যুচ্যতে । “শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে
স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ” (মাণ্ডু ৩ উঃ ৭) ইত্যাদি
শ্রুতেঃ ॥ ৪১ ॥

টীকা ।—উপাধিহ্রাবচ্ছিন্নো প্রাক্জ্ঞেশ্বরো মপ্রপঞ্চঃ নিরূপ্য ইদানীং
অনবচ্ছিন্নং তুরীয়ং যৎ চৈতন্যং তৎ লক্ষয়তি—বনবৃক্ষেত্যাदि । যথা
স্থলবনোপাধ্যবচ্ছিন্নাকাশাপেক্ষয়া স্থলবৃক্ষোপাধ্যবচ্ছিন্নাকাশাপেক্ষয়া চ
মহাকাশস্ত তদুভয়াধারতয়া অনবচ্ছিন্নত্বাচ্চ তুরীয়ত্বং, তথা কার্য-
কারণোপাধিতদবচ্ছিন্নচৈতন্যদ্বয়াপেক্ষয়া তদাধারভূতং বদনবচ্ছিন্নং
সর্বব্যাপি চৈতন্যং বিশুদ্ধং তুরীয়মুচ্যতে ইত্যর্থঃ । অশ্রু চৈতন্যস্ত তুরীয়ত্বং
বক্ষ্যমাণবিশ্বাপেক্ষয়া দ্রষ্টব্যম্ ।

অস্মিন্নর্থো শ্রুতিং সংবাদয়তি—শান্তমিতি ॥ ৪১ ॥

অনুবাদ :- বন ও বৃক্ষ, বনাকাশ ও বৃক্ষাকাশ, জলাশয় ও জল, জলাশয়প্রতিবিম্বিতাকাশ ও জলপ্রতিবিম্বিতাকাশ এই সকলের আধারস্বরূপ উন্মুক্ত আকাশের ন্যায় এই সমষ্টি ও বাষ্টিভূত অজ্ঞান ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন ঈশ্বর-চৈতন্য ও প্রাজ্ঞ-চৈতন্যের আধারস্বরূপ যে অনাবৃত বা স্প্রকাশ সর্বব্যাপী বিশুদ্ধ চৈতন্য, তাহাকে তুরায় চৈতন্য কহে । শ্রুতি আছে যে, “যিনি মঙ্গলময়, শান্ত, অদ্বৈত ও চতুর্থ বলিয়া বিবেচিত হন, তিনিই আত্মা এবং তিনিই জ্ঞাতব্য ।” ॥ ৪১ ॥

ইদমেব তুরীয়ং শুদ্ধচৈতন্যং অজ্ঞানাদি-তদুপহিত-চৈতন্যাত্ম্যং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদবিবিক্তং সন্মহাবাক্যস্য বাচ্যং, বিবিক্তং সত্ত্বলক্ষ্যমি-্যচ্যতে ॥ ৪২ ॥

টীকা :- এতদেব বিশুদ্ধচৈতন্যং তদেব পূর্বোক্তচৈতন্যদ্বয়েন সহ ত্রৈক্যবিবক্ষায়াং মহাবাক্যস্য বাচ্যং লভতে, তেদবিবক্ষায়াঞ্চ লক্ষ্যত্বং লভতে ইত্যাহ—ইদমেবেতি । ত্রয়াণাং চৈতন্যানাং চৈতন্যেন রূপেণ একত্বেহপি অবচ্ছিন্নানবচ্ছিন্নত্বেন রূপেণ বাচ্যত্বলক্ষ্যত্বে সম্ভবত ইতি ভাবঃ ॥ ৪২ ॥

অনুবাদ :- এই বিশুদ্ধ তুরায়-চৈতন্যই উত্তপ্ত লৌহপিণ্ডের ন্যায় অজ্ঞান প্রভৃতি ও সেই অজ্ঞান প্রভৃতি দ্বারা আক্রান্ত ঈশ্বর-চৈতন্য ও প্রাজ্ঞচৈতন্যের সহিত একীভূতভাবে “তুমিই ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যের বাচ্য ও পৃথকভাবে লক্ষ্য হন, এইরূপ উক্ত হয়, অর্থাৎ তপ্তলৌহে হাত দগ্ধ হইল, এই কথা বলিলে যেরূপ লৌহ ও লৌহগত অগ্নি ঐ কথার বাচ্য অর্থ হয় এবং দাহকতাশক্তিসমুদ্ভ

শুদ্ধ অগ্নিই লক্ষ্য অর্থ হয়, তদ্রূপ, “তৎ ইমসি” (তুমি সেই চৈতন্য) এই মহাবাক্যের বাচ্য অর্থ অজ্ঞানাদি ও তদুপহিত চৈতন্য এবং লক্ষ্য অর্থ অনুপহিত শুদ্ধোচৈতন্য হইতেছে । এখানে অজ্ঞানাদি কেবল লোহের ন্যায়, অজ্ঞানে উপহিত চৈতন্য বহিঃসম্পৃক্ত লোহের ন্যায় এবং তুরীয় শুদ্ধচৈতন্য শুদ্ধ বহির তুল্য ॥ ৪২ ॥

অস্রাজ্ঞানস্রাবরণবিক্ষেপনামকঃ শক্তিদ্বয়মস্তি ॥ ৪৩ ॥

তীক্ষ্ণঃ—ইদানীং স্বপ্রকাশচিদ্রূপস্রাজ্ঞানঃ কথং কৃত্তিতপ্রকাশহম্ ? কথং বা অসঙ্গোদাসীনস্রাজ্ঞানঃ আকাশাদি-প্রপঞ্চজনকহম্ ? ইতো তন্মহা-বিরোধপরিভাবয়াজ্ঞানস্ত শক্তিদ্বয়ং নিরূপয়তি—অস্রাজ্ঞানশ্চেতি ।

তে এব নামতো নির্দিশতি—আবরণবিক্ষেপনামকমিতি । আবরণ-শক্তিস্তাবৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপমাবরণে তীত্যাবরণশক্তিঃ । বিক্ষেপশক্তিস্তাবৎ ব্রহ্মাদিস্রাবরণন্তং জগৎ জলবুদ্বুদবল্লানরূপাত্মকং বিক্ষিপতি সৃজতীতি বিক্ষেপশক্তিঃ ইতি শক্তিদ্বয়মজ্ঞানশ্চেত্যর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্তবাদঃ—এই অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামে অর্থাৎ আবরণ ও বিক্ষেপের অনুকূল দুইটি শক্তি আছে, তন্মধ্যে আবরণশক্তি সচ্চিদানন্দের স্বরূপকে আচ্ছাদন করে এবং বিক্ষেপ-শক্তি জলবুদ্বুদের ন্যায় আত্মস্বপ্নপর্യാন্ত নামরূপাত্মক এই মিথ্যা সংসারের সৃষ্টি করিতেছে ॥ ৪৩ ॥

আবরণশক্তিস্তাবৎ—অল্লোহপি মেঘোহনেকযোজ-
নায়তমাদিত্যমণ্ডলমবলোকয়িতৃ-নয়ন-পথপিধায়কতয়া যথা

আচ্ছাদয়তীব, তথাহজ্ঞানং পরিচ্ছিন্নমপ্যাত্মানমপরিচ্ছিন্নম-
সংসারিণমবলোকয়িত্ববুদ্ধিপিধায়কতয়াচ্ছাদয়তীব তাদৃশং
সামর্থ্যম্ । তদুক্তম্—“ঘনচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনচ্ছন্নমর্কং যথা
নিষ্প্রভস্মন্যতে চাতিমৃঢ়ঃ । তথা বন্ধবদ্ধাতি যো মৃঢ়দৃষ্টেঃ
স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোহহমাত্মা ॥” (হস্তামলক ০ ১০
শ্লো ০) ইতি । অনয়ারুতস্যাত্মনঃ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বস্থিত্ব-
দুঃখিত্বাদিসংসারসম্ভাবনাইপি ভবতি । যথা স্বাজ্ঞানে-
নারুতায়াং রজ্জ্বাং সর্পত্বসম্ভাবনা ॥ ৪৪ ॥

টীকা । ননপরিচ্ছিন্নস্য স্বপ্রকাশচিদ্রূপাখণ্ডপরিপূর্ণস্বরূপাত্মানঃ পরি-
চ্ছিন্নেনানিত্যেন জড়তমোরূপেণাব্যাপকেনাজ্ঞানশক্তিবিশেষেণ কথমাবরণম্ ?
ইত্যাশঙ্ক্য বস্তুতোহজ্ঞানস্তাচ্ছাদকত্বাবেহপি প্রমাতৃবুদ্ধিনাত্রাচ্ছাদকত্বে-
নাজ্ঞানস্য আচ্ছাদকত্বমুপচারাহুচ্যতে ইতাহ—আবরণশক্তিস্তাবদিতি ।
যথা অলৌহপি মেঘোহনেকযোজনবিস্তীর্ণাদিত্যমণ্ডলমবলোকয়িত্বপুরুষদৃষ্টি-
নাত্রাচ্ছাদকত্বেন আচ্ছাদয়তীব, তথা অজ্ঞানং পরিচ্ছিন্নমপ্যপরিচ্ছিন্নমাত্মানম-
সংসারিণমবলোকয়িত্ববুদ্ধিপিধায়কত্বেনাচ্ছাদয়তীত্বোপচারাহুচ্যতে ইত্যর্থঃ ।

অগ্নিরর্থো বুদ্ধসম্মতিমাহ—তদুক্তমিত্যাदि । ইয়মাবরণশক্তিরাত্মনো
ভেদবুদ্ধিজনকত্বেন সংসারহেতুরিতি ভাবঃ ।

অত্রানুরূপং দৃষ্টান্তমাহ—যথা স্বাজ্ঞানেনেতি ॥ ৪৪ ॥

অনুবাদঃ—আবরণশক্তি কি, তাহা বলিতেছেন—চৈতন্য
অপরিচ্ছিন্ন অখণ্ড, স্বপ্রকাশ ও পরিপূর্ণস্বরূপ ; তাঁহাকে পরি-
চ্ছিন্ন, অনিত্য, জড়স্বরূপ, অব্যাপক, অজ্ঞানশক্তিবিশেষ কি

প্রকারে আচ্ছাদন করিতে পারে ? এই আশঙ্কায় বলিতেছেন ।—
 এক খণ্ড ক্ষুদ্র মেঘ কোটি কোটি যোজনবিস্তীর্ণ দিবাকরকে কদাচ
 আবরণ করিতে পারে না সত্য, কিন্তু ঐ মেঘ দর্শকের চক্ষু আবরণ
 করে বলিয়াই বোধ হয় যেন সুবিস্তীর্ণ দিনমার্গকে আবরণ করিল ;
 এই প্রকার অজ্ঞান পরিচ্ছিন্ন হইয়াও অবলোকনকারীর বুদ্ধিকে
 আবরণ করাতে বোধ হয় যেন অপরিচ্ছিন্ন অসংসারী আত্মাকেই
 আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে । অজ্ঞানের সানর্থ্যই এইরূপ । প্রাচীন
 সুধীগণ বলেন যে, “মূঢ় ব্যক্তি মেঘ দ্বারা দৃষ্টি আবৃত হওয়ার
 সূর্য্যাকেই মেঘাবৃত ও নিম্প্রভ বলিয়া যেরূপ মনে করে, তদ্রূপ
 অজ্ঞান দ্বারা আচ্ছন্নদৃষ্টিবিশিষ্ট ব্যক্তির নিকট যিনি বদ্ধ বলিয়া
 প্রতীত হন, আমি সেই নিত্য নির্লিপ্ত নিগুণ নির্বিশেষ জ্ঞেয়স্বরূপ
 সাক্ষদানন্দ আত্মা ।” যেরূপ অজ্ঞানাচ্ছন্নতা বশতই রজ্জুতে
 সর্পভ্রান্তির উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানের আবরণশক্তি দ্বারা
 আত্মার স্বরূপ আচ্ছন্ন হওয়াতে জীব নিজেকে পৃথক মনে করিয়া
 “আমি কর্তা, আমি ভোক্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী” ইত্যাদি
 অভিমান বশতঃ সংসারী হইতেছে ॥ ৪৪ ॥

বিক্ষেপশক্তিস্ত—যথা রজ্জুজ্ঞানং স্বাবৃতরজ্জৌ স্বশক্ত্যা
 সর্পাদিকমুদ্ভাবয়তি, এবমজ্ঞানমপি স্বাবৃতাত্মনি স্বশক্ত্যা
 আকাশাদিপ্রপঞ্চমুদ্ভাবয়তি, তাদৃশং সামর্থ্যম্ ॥ ৪৫ ॥

টীকা :—যত্ক্রমসম্বোদাসীনশ্রাৱনঃ কথং জগৎকারণত্বমিতি ?
 তন্নরাকর্তৃং বিক্ষেপশক্তিস্বরূপমাহ—বিক্ষেপশক্তিস্থিতি । যথা রজ্জুবিশয়ক-

মজ্ঞানং সৰ্পমুৎপাদয়তি তথাহহঅবিষয়কমজ্ঞানমপি স্বাবচ্ছিন্নে আত্মনি
বিক্ষেপশক্তিপ্রভাবেকাশাদিপ্রপঞ্চমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ৪৫ ॥

অনুবাদ ।—অধুনা বিক্ষেপশক্তি কি, তাহা বিবৃত হইতেছে ।
—রজ্জ্ববিষয়ক অজ্ঞানত। যেমন নিজ শক্তি দ্বারা ঐ অজ্ঞানাচ্ছন্ন
রজ্জুতে সর্পাদিভ্রান্ত উৎপাদন করে, তদ্রূপ আত্মার আবরক
অজ্ঞানও নিজশক্তিবলে ঐ অজ্ঞানাচ্ছন্ন আত্মাতে আকাশাদি
জগৎপ্রপঞ্চ উৎপাদিত করিয়া থাকে, অজ্ঞানের শক্তিই এইরূপ
এবং এইরূপ শক্তিকেই বিক্ষেপশক্তি বলে ॥ ৪৫ ॥

তদুক্তং “বিক্ষেপশক্তির্নিঙ্গাদিব্রহ্মাণ্ডান্তঃ জগৎ
সৃজেৎ” (বাক্যসুধা ১৩) ইতি ॥ ৪৬ ॥

টীকা ।—অগ্নিন্নর্গে গ্রন্থান্তরসম্মতিং দশযতি—তদুক্তমিতি ॥ ৪৬ ॥

অনুবাদ ।—কথিত আছে, অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তিই পঞ্চ-
তন্যাত্র সূক্ষ্মশরীর অবধি স্থূল ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎ সৃষ্টি
করিতেছে ॥ ৪৬ ॥

শক্তিদ্বয়বদজ্ঞানোপহিতং চৈতন্যং স্বপ্রধানতয়া
নিমিত্তং, স্রোপাধিপ্রধানতয়া উপাদানঞ্চ ভবতি, যথা লূতা
তন্তুকার্য্যং প্রতি স্বপ্রধানতয়া নিমিত্তং, স্বশরীরপ্রধান-
তয়োপাদানঞ্চ ভবতি ॥ ৪৭ ॥

তীক্ষ্ণা ।—নমু কিমাত্মা চরাচরাশ্রয়কপ্রপঞ্চস্ত নিমিত্তকারণং উপাদান-
 কারণং বা ? নাগঃ, দণ্ডাদিবৎ স্বকার্যাব্যাপিহঃ ন শ্রুতঃ আত্মনঃ “তং সৃষ্ট্বা
 তদেবানুপ্রাবিশৎ” (তৈত্তিরি়় উপঃ ২।৬) ইতি শ্রুত্যা স্বকার্যাব্যাপিহ-
 শ্রবণাৎ । নাপি দ্বিতীয়ঃ, অচেতনস্ত জড়স্ত প্রপঞ্চস্ত চৈতন্ত্যো-
 পাদানকত্বাসম্ভবাৎ । উপাদানহে চ কার্যাকারণরোরভেদেন প্রপঞ্চস্তাপি
 চৈতন্ত্যরূপত্বপ্রসঙ্গাৎ অনিত্যত্বং ন শ্রুতাদিত্যাশঙ্ক্য জড়প্রপঞ্চং প্রত্যা-
 ত্মনঃ চৈতন্ত্যপ্রাধায়েন নিমিত্তত্বং স্বাভাব্যেন প্রাধায়েনোপাদানত্বঞ্চ সম্ভবতী-
 তাহ—শক্তিদ্বয়েতি । যথা অগ্নিস্তানুসন্নিধানে জড়মপি লোহং চেষ্টতে, তথা
 চৈতন্ত্যসন্নিধানে জড়মজ্ঞানং চেষ্টতে ইত্যজ্ঞানবিকারং প্রতি চৈতন্ত্যস্ত নিমিত্তত্বং,
 জড়াকাশাদিকার্যং প্রতি মায়ায়াঃ সাক্ষাত্ত্বোপাদানত্বেন মায়াবিন দ্বৈতত্বস্তাপি
 পরস্পরয়া উপচারাত্ত্বোপাদানত্বং ন বিরুদ্ধাত ইত্যর্থঃ । যদুক্তং চৈতন্ত্যস্ত
 নিমিত্তকারণত্বে কার্যানুপ্রবেশো ন শ্রুতাদিত্য, তন্ন, কারণস্ত কার্যান্তপ্রবেশ-
 নিয়মস্ত উপাদানকারণত্ববিষয়ত্বেন নিমিত্তকারণবিষয়ত্বাভাবাৎ, “তং সৃষ্ট্বা”
 ইত্যাদি শ্রুতেরপ্যোপাদানকারণপবত্বাৎ । যদপ্যুক্তং আত্মন উপাদান
 কারণত্বে প্রপঞ্চস্তানিত্যত্বং ন শ্রুতাদিত্য, তদপি ন, তস্ত পরিণামবিষয়ত্বেন
 বিবর্ত্তবিষয়ত্বাভাবাৎ প্রপঞ্চস্ত ব্রহ্মবিবর্ত্তত্বাৎ, বিবর্ত্তত্বঞ্চ স্বস্বরূপাপবি-
 ত্যাগেন স্বরূপান্তরপ্রদর্শকত্বম্ । যথা রজ্জ্ববচ্ছিন্নচৈতন্ত্যনিষ্ঠাজ্ঞানস্ত রজ্জু-
 স্বরূপাপরিত্যাগেন সর্পাদিস্বরূপান্তরপ্রদর্শকত্বং, তথেষ্বরচৈতন্ত্যনিষ্ঠাজ্ঞানশক্তে-
 রপি চৈতন্ত্যস্বরূপাপরিত্যাগেন আকাশাদিস্বরূপান্তরাকারেণ প্রদর্শকত্বম্ ।
 এতাবতা আকাশাদিপ্রপঞ্চস্তাপি নিত্যত্বং ন সম্ভবতি, অজ্ঞানস্ত
 মিথ্যারূপত্বেন তজ্জজ্ঞা আকাশাদিপ্রপঞ্চস্তাপি মিথ্যাত্বাৎ, ন চৈবমজ্ঞানশ্চৈব
 মিথ্যাহে তৎপ্রযুক্তবন্ধমোক্ষয়োরাপি মিথ্যাত্বপ্রসঙ্গ ইতি বাচ্যং, ইষ্টাপত্তেঃ ।
 তদুক্তং ভাগবতে—“বন্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ ।
 গুণস্ত মায়ামূলত্বাৎ ন মে মোক্ষো ন বন্ধনম্ ॥” (১।১।১১।১) ইতি ।

অলমতিবিস্তরেণ । একশ্চৈবাত্মনো নিমিত্তকারণত্বে উপাদানকারণত্বে চ দৃষ্টান্তমাহ—যথা লূতেতি । যথা লূতা স্বেতপাত্মমানং তদ্বলক্ষণং কার্য্যং প্রতি স্বচৈতন্যপ্রধানতয়া নিমিত্তং, চৈতন্যসম্মিধানব্যাতিবেকেণ জড়শ্চ দেহশ্চ মৃত-
দেহবৎ তদ্বজনকত্বাসম্ভবাৎ স্বশরীরপ্রধানাপেক্ষয়া উপাদানঞ্চ ভবতি,
অশবীরশ্চ সাক্ষাৎ তদ্বজনকত্বাসম্ভবাৎ, শরীরশ্চ সাক্ষাৎ তদুপাদানত্বেন
তদবচ্ছিন্নচৈতন্যাপ্যুপাদানত্বমুপচারাৎ, এবমীধরশ্চাপি স্বচৈতন্যপ্রধানতয়া
নিমিত্তকং স্বেপাদিপ্রধানত্বোপাদানত্বঞ্চ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৪৭ ॥

অনুবাদঃ—আবরণ ও বিক্ষেপ, এই শক্তিদ্বয়বিশিষ্ট
অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য, জগৎসৃষ্টিরূপ কার্য্যসম্পাদনে স্বয়ং প্রধান
বলিয়া নিমিত্তকারণ এবং স্বীয় উপাধিভূত অজ্ঞানই প্রধান উপাদান
হয় বলিয়া উপাদানকারণ । যেরূপ জালপ্রস্তুতকরণকালে উর্ণনাভ
স্বয়ং তন্তুরূপ কার্য্য করে বলিয়া নিমিত্তকারণ এবং তাহার স্বীয়
দেহেই জালের উৎপাদন হয় বলিয়া সে স্বয়ংই উপাদানকারণ হয়,
এই জগৎসৃষ্টিরূপকার্য্যে অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যও তদ্রূপ নিমিত্ত ও
উপাদানকারণ হন ॥ ৪৭ ॥

তমঃপ্রধান-বিক্ষেপশক্তিমদজ্ঞানোপহিতচৈতন্যাদাকাশঃ,
আকাশাদ্বায়ুর্বায়োরগ্নিরগ্নেরাপঃ অন্ত্যঃ পৃথিবী চোৎ-
পত্ততে । “তস্মাদ্ভা এতস্মাদাত্মন আকাশঃ সম্ভূতঃ”
(তৈত্তিরি উপঃ ২।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৪৮ ॥

টীকাঃ—ইদানীং বিক্ষেপশক্তিকৃত্যমাহ—তম ইতি । আকাশাদে-
জড়ত্বাৎ তমোগুণপ্রধান-বিক্ষেপশক্তিবৃদ্ধাজ্ঞানাবচ্ছিন্ন-চৈতন্যশ্চৈবাকাশাদি-
প্রপঞ্চজনকত্বমিতি ভাবঃ ।

অস্মিন্নপে শ্রুতিঃ প্রমাণরতি—তস্মাদ্বেত্যাदि । এতেনার্থাং সাঙ্গ্য-
নৈয়ায়িকপক্ষে নিবন্তৌ, শক্তেরজ্ঞানশ্চ শক্তিমৎপরতত্ত্বাং, স্বতন্ত্রশ্চ তস্ম
কেবলশ্চ জড়শ্চাজ্ঞানশ্চ জগৎকারণত্বানুপপত্তেঃ, “ঈক্ষতের্নাশক-” (ব্রহ্ম, ১,
১।১।৫) “রচনানুপপত্তেঃ নানুমানম্” (ব্রহ্ম, ১, ১।১।১) ইত্যাদি গ্ৰাণ-
নিরন্তর্য্যাক্ষ, পরমাণোবপ্যাক্রদোবগ্রানত্ৰাসানপায়াং, অভিন্ন-নিমিত্তোপাদান-
প্রতিপাদক-শ্রুতিস্মৃতি-গ্ৰাণবিবোধাক্ষ । “বতো বা ইমানি ভূতানি জাতন্তে,
যেন জাতানি ভীষন্তি, যং প্রযন্ত্যভিসংবিশান্তি” (ঠৈত্তির্য্য, উপ, ৩।১)
“সদেব দোমোদনগ্র আসীৎ” (ছান্দোগ্য, উপ, ৬।১।১) “এতস্মাজ্জগতে
প্রাণঃ” (মুণ্ড, উপ, ২।১.৩) “অহং মক্ষ্মশ্চ প্রভবো মত্তঃ মক্ষ্মঃ প্রবর্ততেঃ”
(গীতা ৭।১০) “বীজং নাং মক্ষ্মভূতানাম্” (গীতা ৭।১০) ইত্যাদি-শ্রুতি
স্মৃতিভিরীষদৈশ্চৈব জগৎকারণত্বপ্রতিপাদনাং ॥ ৪৮ ॥

অনুবাদঃ—তমঃপ্রধান বিক্ষেপশক্তিবিশিষ্ট অজ্ঞান দ্বারা
আচ্ছন্ন চৈতন্য হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু, বায়ু হইতে
তেজ, তেজ হইতে জল ও জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইতেছে ।
এ বিষয়ে শ্রুতি আছে যে, “সেই এই অজ্ঞানাচ্ছন্ন আত্মা হইতে
আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে” ইত্যাদি ॥ ৪৮ ॥

তেষু জাড্যাধিক্য-দর্শনাত্মকঃ-প্রাধান্যং তৎকারণস্য ।
তদানীং সত্ত্বরজস্তমাংসি কারণগুণপ্রক্রমেণ তেষ্বাকাশাদি-
মূৎপত্তন্তে । ইমান্যেব সূক্ষ্মভূতানি তন্মাত্রাণ্যপক্ষীকৃতানি
চোচ্যন্তে । এতেভ্যঃ সূক্ষ্মশরীরানি স্থূলভূতানি চোৎ-
পত্তন্তে ॥ ৪৯ ॥

টীকাঃ—নব্বাকাশাদিপ্রপঞ্চোৎপাদকচৈতন্যাবচ্ছেদকাজ্ঞানে কুতস্তমঃ-

প্রাধান্যম্ ? ইত্যাহ—তেষিত্যাदि । “কারণগুণা হি কার্যগুণানারভন্তে” ইতি ত্র্যাদিত্তি ভাবঃ ।

নম্বু ত্রিগুণাত্মকত্বাদজ্ঞানম্ কথং তমোগুণনাত্র প্রাধান্যেন আকাশাদি-
জনকত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—তদানীমিতি । তত্ৰায়ম্পত্তিবেলায়াং সত্ত্বাদয়স্ত্রয়োহপি
গুণাস্তাবতনোন কাৰণগুণপ্রকরণত্বাৎ তেষাং আকাশাদিমু পঞ্চভূতেশ্চৈতন্যোক্তবা-
ধিকোন জায়ন্তে ইত্যর্থঃ ।

ইমাং এব সৃষ্টিশরীরাদিকারণভূতানুপক্ষীকৃতানি সূক্ষ্মরূপপঞ্চভূততন্মাত্রানি-
ত্বাচ্যন্তে ইত্যাহ—ইমাং এবিতি । “পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্ ।
অপক্ষীকৃতভূতৈঃ সৃষ্টিভোগদানম্ ॥” ইতি বচনাদপ্যপক্ষীকৃত-
ভূতৈঃ অপক্ষীকৃতসৃষ্টিশরীরানি পক্ষীকৃতস্থলভূতৈঃ স্থলশরীরানি
চোৎপত্তন্তে ইত্যাহ—এতেন ইতি ॥ ৪৯ ॥

অনুবাদঃ—সেই আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীরূপ
পঞ্চমহাভূতে তমোগুণের কার্যে জড়তার আধিক্য দেখা যায় বলিয়া
তাহার কারণস্বরূপ অজ্ঞানারূপ চৈতন্যও তমঃপ্রধান বলিয়াই
জানিবে, যেহেতু, কারণেব গুণই কার্যে সংক্রামিত হয় অর্থাৎ
কারণে যে গুণ যে পরিমাণে থাকে, তৎকার্যেও সেই গুণ
সেই পরিমাণেই বিद्यমান থাকে । আকাশাদি পঞ্চমহাভূতের
সৃষ্টিকালে তাহার কারণীভূত অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যে যে পরিমাণ
সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অংশ ছিল, তৎকার্যস্বরূপ আকাশাদি
পঞ্চমহাভূতেও সেই পরিমাণেই ঐ গুণত্রয়ের অংশ বিद्यমান
আছে ; ইহারাই সূক্ষ্মভূত, অপক্ষীকৃত এবং পঞ্চতন্মাত্র নামে
অভিহিত হয় । পঞ্চতন্মাত্রের নাম—শব্দতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র,

রূপতন্মাত্র, রসতন্মাত্র ও গন্ধতন্মাত্র । এই সূক্ষ্মভূত হইতে সূক্ষ্মদেহ ও পঞ্চবিধ মহাভূত সঞ্জাত হয় । পঞ্চৌকরণের পর শব্দতন্মাত্র হইতে গগন, স্পর্শতন্মাত্র হইতে অনিল, রূপতন্মাত্র হইতে তেজ, রসতন্মাত্র হইতে জল এবং গন্ধতন্মাত্র হইতে পৃথিবী সঞ্জাত হইয়া থাকে ॥ ৪৯ ॥

সূক্ষ্মশরীরানি—সপ্তদশাবয়বানি লিঙ্গশরীরানি । অবয়বাস্তু—জ্ঞানেन्द्रিয়পঞ্চকং বুদ্ধিমনসী কৰ্ম্মেन्द्रিয়পঞ্চকং বায়ুপঞ্চকঞ্চৈতি ॥ ৫০ ॥

টীকা ।—সূক্ষ্মশরীরস্বরূপভূতানবয়বানাহ—অবয়বাস্থিতি ॥ ৫০ ॥

অনুবাদ ।—সপ্তদশ অবয়বযুক্ত লিঙ্গদেহের নাম সূক্ষ্মদেহ । সেই সপ্তদশ অবয়ব যথা,—নেত্র, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেन्द्रিয় ; বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পঞ্চ কৰ্ম্মেन्द्रিয় ; প্রাণ, অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ বায়ু এবং বুদ্ধি ও মন ॥ ৫০ ॥

জ্ঞানেन्द्रিয়ানি—শ্রোত্র-ত্বক্-চক্ষুর্জিহ্বাশ্রাণাখ্যানি । এতান্‌দাকাশাদীনাং সাত্ত্বিকাংশেভ্যো ব্যস্তেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্‌ক্রমেণোৎপত্তন্তে ॥ ৫১ ॥

টীকা ।—সাত্ত্বিকাংশাদাকাশাৎ শ্রোত্রমুৎপত্ততে, সাত্ত্বিকাংশাদবায়োহগ্নিহ্মিয়ং, সাত্ত্বিকাংশান্তেজস্‌চক্ষুঃ, সাত্ত্বিকাংশাৎ জলাৎ জিহ্বা,

সাদ্বিকাকাংশাঃ পৃথিব্যা ভ্রাণেন্দ্রিয়ক্ষেতি ক্রমেণোৎপত্তস্তে ইত্যাহ—
এতানীতি ॥ ৫১ ॥

অনুবাদঃ—কর্ণ, ত্বক্, নেত্র, জিহ্বা ও শ্রাণ, এই পাঁচটি
জ্ঞানেন্দ্রিয় । অপক্ষীকৃত আকাশাদির সম্ভবত্বল অংশ-সমূহ
হইতে ক্রমান্বয়ে পৃথক্ পৃথক্ এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উদ্ভব হয়
অর্থাৎ গগনের সাদ্বিকাকাংশ হইতে কর্ণ, বায়ুর সাদ্বিকাকাংশ হইতে
ত্বক্, তেজের সাদ্বিকাকাংশ হইতে নেত্র, সালিলের সাদ্বিকাকাংশ হইতে
রসনা এবং পৃথিবীর সাদ্বিকাকাংশ হইতে ভ্রাণেন্দ্রিয় সঞ্চারিত হইয়া
পাকে ॥ ৫১ ॥

বুদ্ধির্নাম—নিশ্চয়াত্মিকাহন্তঃকরণবৃত্তিঃ । মনো নাম
—সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকাহন্তঃকরণবৃত্তিঃ ॥ ৫২ ॥

টীকাঃ—বুদ্ধেরক্ষণমাহ—বুদ্ধিরিতি । “ব্রহ্মৈবাহম্” ইতি নিশ্চয়-
ত্মিকাহন্তঃকরণবৃত্তিরেব বুদ্ধিঃ ।

মনসো লক্ষণমাহ—মন ইতি । “অহং চিদ্রূপো দেহো বা ?” ইতি
সংশয়াত্মিকাহন্তঃকরণবৃত্তিরেব মন ইত্যর্থঃ ॥ ৫২ ॥

অনুবাদঃ—নিশ্চয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে বুদ্ধি
কহে অর্থাৎ চিন্তের যে বৃত্তি দ্বারা কোন বিষয়ে নিশ্চিতধারণা
করা যায়, তাহাই বুদ্ধি । সঙ্কল্পবিকল্পাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিকে
মন বলে । ইহাকে সংশয়াত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তিও বলা যায়
অর্থাৎ চিন্তের যে বৃত্তি দ্বারা কোন বিষয়ে নিশ্চিত হইতে না

পারিয়া “ইহা কি উহা” এইরূপ সংশয়াপন্ন অবস্থা আনয়ন করে, তাহাই মন ॥ ৫২ ॥

অনয়োরৈব চিত্তাহঙ্কারয়োরন্তর্ভাবঃ । অনুসন্ধানাত্মিকা-
হন্তঃকরণবৃত্তিঃ চিত্তম্ । অভিমানাত্মিকাহন্তঃকরণবৃত্তিঃ
অহঙ্কারঃ । এতে পুনরাকাশাদিগত-সাত্ত্বিকাংশেভ্যো
মিলিতেভ্য উৎপত্তন্তে । এতেষাং প্রকাশাত্মকত্বাৎ
সাত্ত্বিকাংশকার্য্যত্বম্ ॥ ৫৩ ॥

টীকা :—স্রবণাত্মকচিত্তস্ত গর্ভাত্মকাহঙ্কারস্ত চ বুদ্ধিমনসোরন্তর্ভাব
ইত্যাহ—অনয়োরিতি । যন্তপ্যাস্তঃকরণত্বেন চতুর্ণামেকত্বং, তথাহ্যপ্যেকশ্চৈব
পুরুষস্ত পাচকঃ পাঠকঃ ইত্যাদি বৃত্তিভেদাৎ ভেদবৎ একস্তাপ্যাস্তঃকরণস্ত
নিশ্চয়সংশয়স্রবণাহঙ্কারবিষয়ভেদৈর্বুদ্ধ্যাদিভেদ ইত্যর্থঃ ।

বুদ্ধাদীনাং পত্তিপ্রকারং দর্শয়তি—এতে পুনরিতি ।

এতেষাং চতুর্ণাং সাত্ত্বিকাংশেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ উৎপত্তৌ নিমিত্তমাহ—
এতেনামিতি । বুদ্ধাদীনাং প্রকাশাত্মকত্বাৎ সাত্ত্বিকাংশভূতকার্য্যত্ব-
মিত্যর্থঃ ॥ ৫৩ ॥

অনুবাদ ।—চিত্ত এবং অহঙ্কার বুদ্ধি ও মনের অন্তর্ভূতবৃত্তি-
বিশেষ । তাহার মধ্যে অনুসন্ধানাত্মিকা অস্তঃকরণবৃত্তির নাম
চিত্ত, এই চিত্ত বুদ্ধির অন্তর্ভূত । অভিমানাত্মিকা অস্তঃকরণ-
বৃত্তির নাম অহঙ্কার, এই অহঙ্কারও মনের অন্তর্ভূত । বস্তুতঃ
যেমন একই ব্যক্তি কখন পাঠ, কখন পাক, কখন বা পূজা
ইত্যাদি কর্ম্মভেদে পাচক, পাঠক, পূজক ইত্যাদি ভিন্ন

ভিন্ন নামে অভিহিত হয়, তদ্রূপ অন্তঃকরণ এক হইলেও তাহার নিশ্চয়, সংশয়, স্মরণ ও অহঙ্কাররূপ বৃত্তিভেদে বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অহঙ্কার এই চারিটি পৃথক্ পৃথক্ নামে অভিহিত হয় । এই বুদ্ধি, মন, চিত্ত ও অহঙ্কার মিলিত আকাশাদিপঞ্চভূতের সাত্ত্বিকাংশ হইতে সঞ্জাত । বুদ্ধি, মন, চিত্ত, অহঙ্কার ও পঞ্চজ্ঞানেन्द्रিয় ইহারা প্রকাশাত্মক বলিয়া আকাশাদির সাত্ত্বিকাংশের কৰ্ম্ম ॥ ৫৩ ॥

ইয়ং বুদ্ধিজ্ঞানেन्द्रিয়ৈঃ সহিতা সতী বিজ্ঞানময়কোষো ভবতি । অয়ং কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সুখিত্ব-দুঃখিত্বাণুভিমানিত্বেন ইহলোকপরলোকগামা ব্যবহারিকো জীব ইত্যুচ্যতে ॥৫৪॥

টীকা।—বুদ্ধেঃ বিজ্ঞানময়কোষত্বং দর্শয়তি—ইয়মিতি । বুদ্ধেঃ সৰ্ব্বকার্য্যত্বাৎ জ্ঞানেन्द्रিয়সাহিত্যেন প্রকাশাদিক্যাং বিজ্ঞানময়ত্বং, আত্মা-চ্ছাদকত্বাচ্চ কোষত্বং ইত্যর্থঃ ।

বিশুদ্ধবুদ্ধিপ্রতিবিস্তৃত-চিদাত্মনো জীবত্বং দর্শয়তি—অয়মিতি । তপ্তায়াঃ-পিণ্ডবৎ বুদ্ধ্যারোপিতং চৈতন্যং বস্তুতোহকর্তৃ অভোক্তৃ নিত্যানন্দমপরিচ্ছিন্ন-মক্ৰিয়মপি কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-সুখিত্ব-দুঃখিত্ব-পরিচ্ছিন্নত্ব-ক্রিয়াবত্যাণুভিমানেন স্বর্গাদিলোকান্তরগামিত্বং ব্যবহারিকজীবত্বঞ্চ লভতে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৪ ।

অনুবাদঃ।—এই বুদ্ধি জ্ঞানেन्द्रিয়ের সহিত মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোষ নামে কথিত হয় । এই বিজ্ঞানময় কোষ অর্থাৎ তপ্তলৌহপিণ্ডতুল্য বুদ্ধিগত চৈতন্য, বাস্তবিক পক্ষে অকর্তা, অভোক্তা ও নিত্যানন্দস্বরূপ হইয়াও কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, সুখিত্ব ও

দুঃখিত্ব ইত্যাদি বিষয়ে অভিমানী হইয়া ইহলোক ও পরলোকগামী
ব্যাবহারিক জীব বলিয়া কথিত হন ॥ ৫৪ ॥

মনস্ত্ব কশ্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহিতং সন্মনোময়কোষো ভবতি ।
কশ্মেন্দ্রিয়াণি—বাকৃপাণিপাদপায়ুপস্থানি । এতানি পুন-
রাকাশাদীনাং রজোহংশেভ্যো ব্যস্তেভ্যঃ পৃথক্ পৃথক্
ক্রমেণোৎপত্তস্তে ॥ ৫৫ ॥

টীকা—মনোময়কোষঃ নিরূপয়তি—মনস্থিতি । সত্ত্বগুণপ্রধানং
মনঃ রজোগুণাংশেভ্যো জাতৈর্বাগাদিকশ্মেন্দ্রিয়ৈরেব সহিতং সৎ মনোময়-
কোষো ভবতীত্যর্থঃ । অত্র তু মনসঃ সর্বোপহিত-রজোবিকারেচ্ছারূপত্বাৎ
সকলবিকলাত্মকত্বেন বুদ্ধাপেক্ষয়া জাড্যাধিক্যাৎ মনোময়ত্বম্, আত্মাচ্ছাদকত্বাৎ
কোষত্বমিতি ভাবঃ ।

কশ্মেন্দ্রিয়াণ্যুদ্दिशति—কশ্মেন্দ্রিয়াণীতি । এতেষামুৎপত্তৌ সাধনা-
পেক্ষাণাহ—এতানীতি । ভূতানাং ত্রিগুণত্বেহপি রজোগুণবহুণেভ্যো
ভূতেভ্যো বাগাদীনি পৃথক্ পৃথক্ ক্রমেণ উৎপত্তস্তে । রজোগুণপ্রধানাদা-
কাশাৎ বাগুৎপত্ততে, রজোগুণপ্রধানাদ্বায়োঃ পাণীন্দ্রিয়ং, রজোগুণপ্রধানা-
দগ্নেঃ পাদেন্দ্রিয়ং, রজোগুণপ্রধানাৎ জলাৎ পায়ুন্দ্রিয়ং, রজোগুণপ্রধানারাঃ
পৃথিব্যাঃ উপস্থেন্দ্রিয়ং উৎপত্ততে ইত্যর্থঃ ॥ ৫৫ ॥

অনুবাদঃ—মন কশ্মেন্দ্রিয়পঞ্চকের সহিত মিলিত হইয়া
মনোময় কোষ শব্দে কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে । বাকৃ, পাণি, পাদ,
পায়ু (মলমূত্র) ও উপস্থ (লিঙ্গ) ইহাদিগের নাম কশ্মে-
ন্দ্রিয় । আকাশাদি পঞ্চভূতের পৃথক্ পৃথক্ রজোগুণাংশ হইতে

ক্রমশঃ ভিন্ন ভিন্ন এই পঞ্চ কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের উদ্ভব হয় ; যথা—
আকাশের রাজসিক অংশ হইতে বায়ু, বায়ুর রাজসিক অংশ হইতে
কর, তেজের রাজসিক অংশ হইতে চরণ, জলের রাজসিক অংশ
হইতে পায়ু এবং ক্ষিতির রাজসিক অংশ হইতে উপস্থ সজ্জাত
হয় ॥ ৫৫ ॥

বায়বঃ,—প্রাণাপান-ব্যানোদান-সমানাঃ । প্রাণো নাম
—প্রাগ্গমনবান্ নাসাগ্রস্থানবর্তী । অপানো নাম—
অবাগ্গমনবান্ পায়ুাদিস্থানবর্তী । ব্যানো নাম—বিশ্বগ্-
গমনবানখিলশরীরবর্তী । উদানো নাম—কণ্ঠস্থানীয়ঃ
উর্দ্ধগমনবানুৎক্রমণবায়ুঃ । সমানো নাম—শরীরমধ্যগতা-
শিতপীতাম্বাদিসমীকরণকরঃ । সমীকরণস্ত—পরিপাক-
করণং, রসরুধিরশুক্রপুৰীষাদিকরণমিতি যাবৎ ॥ ৫৬ ॥

টীকা ।—বায়ুহুদ্দিশতি—বায়ব ইতি । যথোদ্দেশং প্রাণস্ত লক্ষণমাহ
—প্রাণ ইতি । উর্দ্ধগমনশীলো নাসাগ্রস্থায়ী বায়ুঃ প্রাণ ইত্যর্থঃ ।

অপানস্ত লক্ষণমাহ—অপান ইতি । অধোগমনশীলঃ পায়ুাদিস্থায়ী
বায়ুরপান ইত্যর্থঃ ।

ব্যানস্ত লক্ষণমাহ—ব্যানো নাম ইতি । সর্বনাড়ীগমনশীলঃ অখিলশরীর-
স্থায়ী বায়ুব্যান ইত্যর্থঃ ।

উদানস্ত লক্ষণমাহ—উদান ইতি । উর্দ্ধমুৎক্রমণশীলঃ কণ্ঠস্থায়ী বায়ু-
রুদান ইত্যর্থঃ ।

সমানস্ত লক্ষণমাহ—সমান ইতি । শরীরমধ্যগতান্নরসাদিনেতা বায়ুঃ

সমান ইত্যর্থঃ । প্রাণাদীনাং বায়ুত্বেন রূপেণ একত্বেহপি ক্রিয়াভেদেন ভেদ ইত্যর্থঃ ॥ ৫৬

অনুবাদঃ—পঞ্চবায়ু যথা—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান । এই পাঁচটির মধ্যে উষ্ণগমনশীল নাসাগ্রবর্তী বায়ুর নাম প্রাণ ; অধোগমনশীল পায়ু প্রভৃতি স্থানস্থ বায়ুর নাম অপান ; সর্ববিনাড়ীগমনশীল সর্ববদেহস্থ বায়ুর নাম ব্যান ; উষ্ণগমনশীল কণ্ঠ-স্থানস্থ বায়ুর নাম উদান ; ভুক্ত-পীত অন্ন-জলাদির সমীকরণ অর্থাৎ পরিপাক দ্বারা রস, রক্ত, শুক্র, পুরীষাদি-জনক বায়ুর নাম সমান ॥ ৫৬ ॥

কেচিভু নাগ-কূর্ম-ক্লকর-দেবদত্ত-ধনঞ্জয়াখ্যাঃ পঞ্চাশ্চে বায়বঃ সন্তীত্যাহঃ । তত্র নাগঃ উদগিরণকরঃ । কূর্মঃ উন্মীলনকরঃ । ক্লকরঃ ক্ষুধাকরঃ । দেবদত্তঃ জন্তুগ-করঃ । ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ । এতেষাং প্রাণাদিম্বল-ভাবাৎ প্রাণাদয়ঃ পঠ্যেবেতি কেচিৎ । ইদং প্রাণাদিপঞ্চকং আকাশাদিগত-রজোহংশেভ্যো মিলিতেভ্য উৎপद्यতে । ইদং প্রাণাদিপঞ্চকং কৰ্ম্মেন্দ্রিয়সহিতং সৎ প্রাণময়কোষো ভবতি । অস্ম্য ক্রিয়াত্মকত্বেন রজোহংশকার্য্যত্বম্ ॥ ৫৭ ॥

টীকা ।—কাপিলমতানুসারিণঃ ক্রিয়াভেদেনাত্বেহপি পঞ্চ বায়বঃ সন্তীতি বদন্তীত্যাহ—কেচিষ্মিতি ।

তাৎপ্রেব নামানি নির্দিশতি—নাগ ইত্যাদি । তথা চোক্তম্,—“উদগারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্মন্তূন্মীলনে স্মৃতঃ । ক্লকরস্ত ক্ষুধি জ্ঞেয়ো দেবদত্তো

বিজৃম্ভণে ॥ ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সৰ্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ ॥” (গোরক্ষশতক ৩৫।৩৬) ইতি ।

বেদান্তিনস্ত নাগাদীনাং প্রাণাদিষুস্তর্ভাৎ বদন্তীত্যাহ—এতেষামিতি ।

প্রাণাদিবাযুনাংপত্তৌ কারণাপেক্ষায়ামাহ—ইদমিতি । অপক্বীকৃত-
পঞ্চমভূতেভ্যো রজঃপ্রধানেভ্যঃ প্রাণাদয়ো জায়ন্তে ইত্যর্থঃ ।

এতেষাং প্রাণাদীনাং প্রাণপ্রাচুর্য্যং প্রাণময়ত্বম্, আত্মাচ্ছাদকত্বাৎ
কোবৃত্তঞ্চ ভবতীত্যাহ—ইদমিতি । প্রাণাদীনাং রজঃপ্রধানভূতকার্য্যত্বে
নিমিত্তমাহ—অশ্রেতি । প্রাণাদীনাং ক্রিয়াত্মকত্বাৎ রজোহংশকার্য্যত্ব-
নিত্যর্থঃ ॥ ৫৭ ॥

অনুবাদঃ—কপিলমতাবলম্বী আর্ষাগণ বলেন, কথিত
পঞ্চবায়ু ভিন্ন আরও পঞ্চবিধ বায়ু আছে । ঐ বায়ুপঞ্চক নাগ,
কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত ও ধনঞ্জয় নামে অভিহিত । যে বায়ু
উদ্গিরণ অর্থাৎ উদ্গারজনক, তাহার নাম নাগ ; যে বায়ু
নয়নের উন্মীলনক্রিয়াসম্পাদক, তাহার নাম কূর্ম্ম ; যে
বায়ুপ্রভাবে ক্ষুধা উৎপন্ন হয়, তাহার নাম কৃকর ; যে বায়ু
জৃম্ভণ অর্থাৎ জৃম্ভা (হাই) উৎপাদক, তাহার নাম দেবদত্ত ; যে
বায়ু দেহের পুষ্টিসম্পাদন করে, তাহার নাম ধনঞ্জয় ।
বৈদান্তিকেরা বলেন, নাগ, কূর্ম্ম ইত্যাদি পঞ্চবায়ু প্রাণ অপানাদি
পঞ্চবায়ুরই অন্তর্গত, অতএব প্রাণাদি পাঁচটিই বায়ু, নাগাদির পৃথক্
উল্লেখ অনাবশ্যক । সম্মিলিত আকাশাদির রজোগুণাংশ হইতে এই
প্রাণাদি পাঁচটি বায়ুর উৎপত্তি । এই প্রাণাদি পাঁচটি বায়ু
বাকৃপাণিপাদাদি পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া

প্রাণময়কোষ এই নামে অভিহিত হয় । এই প্রাণাদিপঞ্চক ক্রিয়াত্মক অর্থাৎ বাক্যোচ্চারণাদিক্রিয়া-সম্পাদক বলিয়া আকাশ-দির রজোগুণাংশের কার্য্য ॥ ৫৭ ॥

এতেষু কোষেষু মধ্যে বিজ্ঞানময়ো জ্ঞানশক্তিমান্ কর্ত্ত্বরূপঃ । মনোময় ইচ্ছাশক্তিমান্ করণরূপঃ । প্রাণময়ঃ ক্রিয়াশক্তিমান্ কার্য্যরূপঃ । যোগ্যত্বাদেব-মেতেষাং বিভাগ ইতি বর্ণয়ন্তি । এতৎ কোষত্রয়ং মিলিতং সৎ সূক্ষ্মশরীরমিত্যুচ্যতে ॥ ৫৮ ॥

টীকা ।—এতেষু পঞ্চসু কোষেষু মধ্যে বিজ্ঞানময়-মনোময়-প্রাণময়-কোষাণাং ক্রমেণ জ্ঞানেচ্ছা-ক্রিয়াশক্তিভেদেন কর্ত্ত্বকরণক্রিয়ারূপত্বং দর্শয়তি—এতেষ্বিতি ।

তত্র হেতুমাহ—যোগ্যত্বাদিতি । ইদমেব কোষত্রয়ং সূক্ষ্মশরীরমিতি ব্যবহ্রিয়তে ইত্যাহ—এতদিতি ॥ ৫৮ ॥

অনুবাদঃ ।—এই কোষত্রয়ের মধ্যে বিজ্ঞানময়কোষ জ্ঞান-শক্তিযুক্ত, সূতরাং কর্ত্ত্বরূপ ; মনোময়কোষ ইচ্ছাশক্তিবিশিষ্ট, সূতরাং করণরূপ ; প্রাণময়কোষ ক্রিয়াশক্তিযুক্ত, সূতরাং কার্য্যরূপ । যোগ্যতাবশতই ইহাদের এইরূপ বিভাগ হইয়াছে, ইহাই পণ্ডিতগণ বলেন । বিজ্ঞানময়কোষ, মনোময়কোষ ও প্রাণময়কোষ এই কোষত্রয় একত্র সমবেত হইয়া সূক্ষ্মদেহ বা লিঙ্গদেহ এই নামে কথিত হইয়া থাকে ॥ ৫৮ ॥

অত্রোপাখিলসূক্ষ্মশরীরং একবুদ্ধিবিষয়তয়া বনবজ্জলা-
শয়বদ্বা সমষ্টিঃ, অনেকবুদ্ধিবিষয়তয়া বৃক্ষবজ্জনবদ্বা
ব্যষ্টিশ্চ ভবতি । এতৎ সমষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং সূত্রাত্মা,
হিরণ্যগর্ভঃ, প্রাণ ইতি চোচ্যতে, সর্বত্রানুসৃতত্বাৎ
জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশক্তিমদপক্ষীকৃতপঞ্চমহাভূতাভিমানিত্বাচ্ ॥৫৯

টীকা ।—অশ্র সমষ্টিহে হেতুমাহ—অত্রাপীতি । একবুদ্ধীতি ।
চরাচরপ্রাণিমাত্রস্ত যাবন্তানস্তানি সূক্ষ্মশরীরানি তেষাং সর্বেষাং সূক্ষ্মশরীরানাং
সূত্রাত্মনা হিরণ্যগর্ভাখেন স্বীয়ৈকবুদ্ধ্যা বিষয়ীকৃতত্বাৎ সমষ্টিত্বমিত্যর্থঃ ।

অত্র দৃষ্টান্তমাহ—বনবদিত্যাदि ।

অশ্রৈব সূক্ষ্মশরীরস্ত ব্যষ্টিত্বং দর্শয়তি—অনেকেত্যাदि । অনেকেষাং
জীবানাং প্রত্যেকং স্বল্পলিঙ্গশরীরস্ত স্বল্পবুদ্ধিবিষয়ত্বেনানেকবুদ্ধিবিষয়তয়া
ব্যষ্টিত্বমিত্যর্থঃ ।

অত্র দৃষ্টান্তমাহ—বৃক্ষবদিত্যাदि ।

উক্তসমষ্ট্যবচ্ছিন্নচৈতন্যস্ত সূত্রাত্মেত্যাদিসংজ্ঞাং প্রদর্শয়তি—এতদিত্যাदि ।

তত্র হেতুমাহ—সর্বত্রৈতি । সর্বপ্রাণলিঙ্গশরীরেষু অনুসৃতত্বাদ্-
বিদ্যমানত্বাদিত্যর্থঃ ।

হেতুস্তরমাহ—জ্ঞানেচ্ছেত্যাদি । জ্ঞানেচ্ছাক্রিয়াশক্তিমৎকোষত্রয়োপাধ্যাব-
চ্ছিন্নত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৯ ॥

অনুবাদ ।—এ স্থানেও সমস্ত সূক্ষ্মদেহ এক বুদ্ধির বিষয়
হইলে বন বা জলাশয়ের ন্যায় সমষ্টি, বহুবুদ্ধির বিষয় হইলে তরু
কিংবা জলের ন্যায় ব্যষ্টিও হইয়া থাকে । এই সূক্ষ্মশরীররূপ

সমষ্টি দ্বারা উপহিত চৈতন্যকে সূত্রাত্মা, হিরণ্যগর্ভ ও প্রাণ বলে, যে হেতু তিনি সর্বপ্রাণীর লিঙ্গশরীরে সূত্রের ন্যায় অনুসৃত অর্থাৎ অনুপ্রবিষ্ট আছেন এবং তিনি জ্ঞানশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট অপঙ্কীকৃতপঞ্চমহাভূতাভিমাত্রী । তিনি সর্বত্র মালাস্তরগত সূত্রের ন্যায় অনুসৃত আছেন বলিয়া তাঁহার নাম সূত্রাত্মা । তিনি জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট অন্তঃকরণে উপহিত আছেন, এই হেতু হিরণ্যগর্ভ শব্দে কীৰ্ত্তিত হন । তিনি ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট প্রাণের অধিদেবতা বলিয়া প্রাণশব্দে অভিহিত হন ॥ ৫৯ ॥

অশ্রোমা সমষ্টিঃ স্থূলপ্রপঞ্চাপেক্ষয়া সূক্ষ্মত্বাৎ সূক্ষ্ম-
শরীরং বিজ্ঞানময়াদিকোষত্রয়ং, জাগ্রদ্বাসনাময়ত্বাৎ স্বপ্নঃ,
অতএব স্থূলপ্রপঞ্চলয়স্থানমিতি চোচ্যতে । এতদ্ব্যক্ত্যুপ-
হিতং চৈতন্যং তৈজসো ভবতি, তেজোময়ান্তঃকরণোপ-
হিতত্বাৎ ॥ ৬০ ॥

টীকা ।—বিজ্ঞানময়াদিকোষত্রয়শ্চ সূক্ষ্মশরীরবতাং দর্শয়তি—
অশ্রোমাদি । অশ্রু সূত্রাত্মনো হিরণ্যগর্ভাখ্যশ্চ বিজ্ঞানময়াদিকোষত্রয়ং
সূক্ষ্মশরীরম্ অশ্রু স্থূলপ্রপঞ্চাপেক্ষয়া সূক্ষ্মত্বাদিত্যর্থঃ ।

অশ্রোম বিজ্ঞানময়াদিকোষত্রয়শ্চ স্বপ্নত্বে যুক্তিমাহ—জাগ্রদিত্যাदि ।
বিরাড়্রূপেণাশ্রুভূতস্থূলপ্রপঞ্চবিষয়কবাসনাময়ত্বাৎ স্বপ্নত্বমশ্রোমত্যার্থঃ । যতঃ
স্বপ্নত্বং সূক্ষ্মত্বঞ্চ, অত এব স্থূলপ্রপঞ্চলয়স্থানমিত্যুচ্যতে ইত্যর্থঃ ।

বিজ্ঞানময়াদিসমষ্ট্রুপাধাবচ্ছিন্নচৈতন্যশ্চ হিরণ্যগর্ভত্বং প্রতিপাদ্য ইদানীং
তদ্ব্যাপ্ত্যুপলক্ষিতচৈতন্যশ্চ তৈজসত্বং নিরূপয়তি—এতদিত্যাदि ।

তত্র হেতুমাং—তেজোময়েত্যাदि ॥ ৬০ ॥

অনুবাদঃ—হিরণ্যগর্ভের এই সূক্ষ্মদেহসমষ্টি, স্থূল-
প্রপঞ্চ অপেক্ষা সূক্ষ্মতা বশতঃ সূক্ষ্মদেহ ও বিজ্ঞানময়াদি কোষত্রয়
শব্দে অভিহিত হয়। জাগ্রদবস্থাতে বাসনাময় বলিয়া
ইহাকে স্বপ্নও বলে ; সূতরাং এই সূক্ষ্মদেহসমষ্টি স্থূলপ্রপঞ্চের
লয়স্থান, ইহাও বলে। এই সূক্ষ্মদেহব্যষ্টি দ্বারা উপহিত চৈতন্য
তৈজস, অর্থাৎ প্রতি সূক্ষ্মদেহে যে পৃথক পৃথক চৈতন্য, তাহা
তৈজস শব্দে কথিত। তৈজস শব্দ ব্যবহার করিবার তাৎপর্য্য এই
যে, ঐ চৈতন্য তেজোময় অন্তঃকরণে প্রতিকলিত হয়েন ॥ ৬০ ॥

অস্ত্রাপীযং ব্যষ্টিঃ স্থূলশরীরাপেক্ষয়া সূক্ষ্মত্বাৎ সূক্ষ্ম-
শরীরং, বিজ্ঞানময়াদিকোষত্রয়ং জাগ্রদবাসনাময়ত্বাৎ
স্বপ্নঃ, অত এব স্থূলশরীরলয়স্থানমিতি চোচ্যতে। এতৌ
সূত্রাত্তৈজসৌ তদানীং সূক্ষ্মাভিস্মনোরুত্তিভিঃ সূক্ষ্ম-
বিষয়াননুভবতঃ। “প্রবিবিক্তভূক্ তৈজসঃ” (মাণ্ডু-
উপ. ৩) ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৬১ ॥

টীকা।—তৈজসস্ত্রাপি সূক্ষ্মশরীরত্বমিতি দর্শয়তি—অস্ত্রাপীতি।
সূক্ষ্মশরীরত্বে হেতুমাং—স্থূলোতি।

অস্ত্রাপি স্বপ্নত্বে হেতুমাং—জাগ্রদিত্যাদি। বিশ্বচৈতন্যেনানুভূতস্থূলশরীর-
বিষয়কবাসনাময়ত্বাৎ স্বপ্নত্বমিত্যর্থঃ।

অস্ত্রৈব সূক্ষ্মশরীরস্ত স্থূলশরীরলয়স্থানত্বে যুক্তিমাং—অত এবোতি।

যথা পূর্বে প্রাক্তেজস্বরাবজ্ঞানবৃত্তিভিঃ সুষুপ্ত্যবস্থায়ামানন্দমনুভবতঃ, তথা

হিরণ্যগর্ভতৈজসাবপি স্বপ্নাবস্থায়ঃ মনোবৃত্তিভিঃ বাসনাময়ান শব্দাদিবিষয়ানবুভবত ইতি দর্শয়তি—এতাবিত্যাदि ।

অগ্নির্থে ঋতিমুদাহরতি—প্রবিবিক্তেত্যাদি ॥ ৬১ ॥

অনুবাদঃ ।—এই তৈজসেরও এই ব্যাপ্তি অর্থাৎ প্রত্যেক লিঙ্গদেহ স্থূলদেহ অপেক্ষা সূক্ষ্মতা বশতঃ সূক্ষ্মদেহ ও বিজ্ঞানময়াদি কোষত্রয়, এবং জাগ্রদবস্থাতে বাসনাময় বলিয়া ইহাকে স্বপ্নও বলে । অতএব এই সূক্ষ্মদেহ স্থূলদেহের লয়স্থান বলিয়াও কীর্তিত হয় । এই সূত্রাত্মা ও তৈজস উভয়েই স্মৃষ্টিসময়ে সূক্ষ্ম মনোবৃত্তি দ্বারা সূক্ষ্মবিষয়সমূহ অনুভব করেন অর্থাৎ বাসনাময়-শব্দাদি-বিষয়-সমূহ অনুভব করিতে থাকেন । ঋতিতেও লিখিত আছে যে, “তৈজস সূক্ষ্মবিষয় ভোগ করিয়া থাকেন” ॥ ৬১ ॥

অত্রাপি সমষ্টি-ব্যক্ত্যোন্তুপহিতসূত্রাত্মতৈজসয়োশ্চ বনবৃক্ষবত্তদবচ্ছিন্নাকাশবচ্চ জলাশয়জলবত্তদগতপ্রতিবিন্ধাকাশবচ্চাভেদঃ । এবং সূক্ষ্মশরীরোৎপত্তিঃ ॥ ৬২ ॥

টীকা ।—ইহাপি বিজ্ঞানময়াদিকোষত্রয়স্ত সমষ্টিরূপস্ত তদবচ্ছিন্ন-সূত্রাত্মনশ্চ ব্যষ্টিরূপবিজ্ঞানময়াদিকোষত্রয়স্ত তদবচ্ছিন্নতৈজসচৈতন্যস্ত চ বনবৃক্ষাদিতদবচ্ছিন্নাকাশাদিদৃষ্টান্তমুখেনাভেদং দর্শয়তি—অত্রাপীত্যাদি । সমষ্টিব্যাষ্ট্যুপাধ্যোক্সনবৃক্ষবৎ জলাশয়জলবচ্চাভেদঃ, উপাধিবিন্ধাবচ্ছিন্নচৈতন্যয়োঃ সূত্রাত্মতৈজসয়োরাপি বনবৃক্ষাবচ্ছিন্নাকাশবৎ জলাশয়জলগতপ্রতিবিন্ধাকাশ-বচ্চাভেদ ইত্যর্থঃ ।

সূক্ষ্মশরীরোৎপত্তিপ্রকরণমুপসংহরতি—এবমিত্যাदि ॥ ৬২ ॥

অনুবাদ।—এ স্থানেও সমষ্টি ও ব্যষ্টি এবং সমষ্টি দ্বারা উপহিত সূত্রাত্মা ও ব্যষ্টি দ্বারা উপহিত তৈজস চৈতন্য বন ও বৃক্ষের ন্যায় এবং বনাবচ্ছিন্ন আকাশের সহিত বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায়, জলাশয় ও জলের ন্যায় এবং জলাশয়গত প্রতি-বিস্তৃত আকাশের সহিত জলগত প্রতিবিস্তৃত আকাশের ন্যায় পরস্পর অভিন্ন অর্থাৎ সমষ্টি ও ব্যষ্টি পরস্পর বন ও পাদপের ন্যায় এবং জলাশয় ও জলের ন্যায় অভিন্ন এবং প্রত্যেক লিঙ্গদেহে উপহিত চৈতন্য তৈজস আর সমস্ত দেহে উপহিত চৈতন্য হিরণ্যগর্ভ পরস্পর বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশের সহিত বনাবচ্ছিন্ন গগনের ন্যায় ও সলিলগত প্রতিবিস্তৃত আকাশের সহিত জলাশয়গত প্রতিবিস্তৃত আকাশের তুল্য পরস্পর অভিন্ন । এই প্রকারে সূক্ষ্মদেহের উদ্ভব হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

স্থূলভূতানি তু পঞ্চাকৃতানি । পঞ্চীকরণন্তু আকাশাদি-
পঞ্চশ্চৈকৈকং দ্বিধা সমং বিভজ্য, তেষু দশস্ব ভাগেষু
মধ্যে প্রাথমিকান্ পঞ্চভাগান্ প্রত্যেকং চতুর্দ্ধা সমং
বিভজ্য, তেষাং চতুর্গাং ভাগানাং স্বস্বদ্বিতীয়ার্দ্ধভাগং পরি-
ত্যজ্য ভাগান্তরেণ সংযোজনম্ । তদুক্তম্,—“দ্বিধা বিধায়
চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ । স্বস্বতরদ্বিতীয়াংশৈ-
র্যোজনাং পঞ্চ পঞ্চ তে ॥” (পঞ্চদঃ ১।২৭) ইতি ॥ ৬৩ ॥

টীকা।—অথেনানীং স্থূলশরীরোৎপত্তিঃ নিরূপয়িতুমপক্রমতে—

স্থূলেত্যাদি । তুশব্দঃ পূর্ব্বস্মাদ্বেষমাং দ্বোত্যতি—পক্ষীকৃতানীতি ।
অপক্ষীকৃতস্বভূতাপেক্ষয়া স্থূলভূতানি পক্ষীকৃতানীত্যর্থঃ ।

পক্ষীকরণমেব প্রতিপাদয়িতুং প্রতিজানীতে—পক্ষীকরণম্বিতি ।

পক্ষীকরণপ্রকারমেবাহ—আকাশাদিপঞ্চস্বিত্যাदि । অর্থঃ,—

সৃষ্টিকালে সকলপ্রাণাদৃষ্টবশাদীশ্বরপ্রেরণয়া আকাশবায়ুতেজোবল্লাভবিজ্ঞা-
সহায়ভূতাং পরমাশ্রয়ঃ সকাশাদনুক্রমজাতানি তাত্ত্বপক্ষীকৃতানি সৃষ্টি-
ব্যবহারাসমর্থানীতি কৃত্বা তদীয়স্থৌল্যাপেক্ষায়াং ব্যবহৃত্ত্বপ্রাণিজাতধর্ম্মাধর্ম্মা-
পেক্ষ্যেব তাত্ত্ব ভূতানি পক্ষীকৃতানি ভবন্তি । তানি চ প্রত্যেকং
দ্বৈবিধ্যমাপগন্তে । তেষাং আকাশাদিষু দশমু ভাগেষু প্রাথমিকান্ পঞ্চভাগান্
প্রত্যেকং চতুর্দ্ধা সমং বিভজ্য স্বর্দ্ধিপরিভাগেন চতুর্ধাং প্রত্যেকং
ভাগান্তরেষু সন্নিবেশেন পক্ষীকৃতানি স্থূলানি ভবন্তীতি ।

অস্মিন্নর্থো বৃদ্ধসম্মতিমাহ—তচ্ছ্রুতিমিত্যাदि ॥ ৬৩ ॥

অনুবাদঃ—পক্ষীকৃত পঞ্চভূতকে স্থূলভূত কহে । পক্ষী-
করণপ্রকরণ বর্ণিত হইতেছে ।—প্রথমতঃ আকাশাদি পঞ্চভূতের
প্রত্যেককে সমান দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া পরে সেই দশ
ভাগের মধ্যে প্রথম পাঁচ ভাগকে আবার সমান চারি চারি অংশে
বিভক্ত করিয়া সেই সকল চারি চারি ভাগের নিজ নিজ দ্বিতীয়ার্দ্ধ-
ভাগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহা অন্য অন্য ভাগগুলিতে যোজনা
করার নাম পক্ষীকরণ অর্থাৎ অগ্রে আকাশকে দুই অংশে বিভক্ত
করিয়া নিজের জগৎ অর্দ্ধাংশ রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশ পুনরায় চারি
অংশ করিয়া ঐ চারি অংশের এক অংশ বায়ুতে, এক অংশ
তেজে, এক অংশ জলে, এক অংশ পৃথিবীতে যোজনা করিতে

হইবে । এই প্রকার বায়ুকে প্রথমতঃ দুই অংশে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাংশ আপনার জন্য রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশ চারি অংশ করিয়া এক অংশ আকাশে, এক অংশ তেজে, এক অংশ জলে, এক অংশ পৃথিবীতে যোগ করিবে । এইরূপ তেজকে প্রথমে সমান দুই অংশ করিয়া অর্দ্ধাংশ নিজের জন্য রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশ চারি অংশ করিয়া উহার এক অংশ আকাশে, এক অংশ বায়ুতে, এক অংশ জলে, এক অংশ পৃথিবীতে যোগ দিবে । এই প্রকার জলকে সম দ্বি-অংশে বিভক্ত করিয়া অর্দ্ধাংশ আপনার জন্য রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশ পুনর্ববার চারি অংশ করিয়া এক অংশ আকাশে, এক অংশ বায়ুতে, এক অংশ তেজে, এবং এক অংশ পৃথিবীতে যোগ করিবে । এই প্রকার পৃথিবীকে অগ্রে দুই অংশে বিভক্ত করিয়া পৃথিবীর জন্য অর্দ্ধাংশ রাখিয়া অপর অর্দ্ধাংশ পুনর্ববার চারি অংশে বিভক্ত করিয়া তাহার এক অংশ আকাশে, এক অংশ বায়ুতে, এক অংশ তেজে এবং এক অংশ জলে যোগ করিবে । এইরূপে পঞ্চীকরণ দ্বারা যথাযথরূপে আকাশে আকাশের অর্দ্ধাংশ, বায়ুর অষ্টমাংশ, তেজের অষ্টমাংশ, সলিলের অষ্টমাংশ ও পৃথিবীর অষ্টমাংশ একত্র হইল । বায়ুতেও বায়ুর অর্দ্ধাংশ, গগনের অষ্টমাংশ, তেজের অষ্টমাংশ, জলের অষ্টমাংশ ও পৃথিবীর অষ্টমাংশ একত্র হইল । এই প্রকার তেজেও তেজের অর্দ্ধাংশ, আকাশের অষ্টমাংশ, বায়ুর অষ্টমাংশ, সলিলের অষ্টমাংশ ও পৃথিবীর অষ্টমাংশ একত্র হইয়া গেল । এই প্রকার জলেও জলের অর্দ্ধাংশ, আকাশের অষ্টমাংশ, বায়ুর অষ্টমাংশ,

তেজের অষ্টমাংশ ও পৃথিবীর অষ্টমাংশ একত্র হইল । এই প্রকার পৃথিবীতেও পৃথিবীর অষ্টমাংশ, আকাশের অষ্টমাংশ, বায়ুর অষ্টমাংশ, তেজের অষ্টমাংশ ও জলের অষ্টমাংশ একত্র হইয়া গেল । এই পঞ্চীকরণ দ্বারা গগনে আকাশের আট আনা, বায়ুর দুই আনা, তেজের দুই আনা, জলের দুই আনা ও পৃথিবীর দুই আনা অংশ থাকিল । এই প্রকার বায়ুতে বায়ুর অংশ আট আনা, অগ্ন্যন্তু ভূতচতুষ্টয়ের অংশ দুই আনা করিয়া আট আনা হইয়াছে । তেজ, জল এবং পৃথিবীতেও ঐ প্রকার । এ বিষয়ে শাস্ত্রাস্তরে উক্ত হইয়াছে যে, “প্রত্যেক ভূতকে দুই অংশ করিয়া তাহার প্রথমমাংশকে পুনরায় চারি ভাগ করিবে এবং ঐ চারি অংশ নিজ ভাগ ভিন্ন অন্য চারিটি ভূতের যে অষ্টমাংশ পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছিল, সেই অংশে যোজনা করিবে । এইরূপে পরস্পর পরস্পরে মিলিত পঞ্চভূতকে পঞ্চীকৃত বা স্থূলভূত বলা যায় ॥ ৬৩ ॥

অস্মাপ্রামাণ্যং নাশঙ্কনীয়ং, ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ পঞ্চীকরণশ্রুতাপ্যুপলক্ষণত্বাৎ । পঞ্চানাং পঞ্চাত্মকত্বে সমানে-
হপি তেষু চ “বৈশিষ্ট্যাত্ত্ব তদ্বাদস্তদ্বাদঃ” (ব্রহ্মসূ. ২।৪।২২) ইতি ন্যায়েন আকাশাদিব্যপদেশঃ সম্ভ-
বতি ॥ ৬৪ ॥

টীকা :—পঞ্চীকরণশ্রুত ত্রিবৃৎকরণপ্রতিপাদকশ্রুতাস্তরবিবোধমাশঙ্ক্য
পরিহরতি—অন্তেত্যাদি ভূতত্রয়সৃষ্টিশ্রুতৌ সৃষ্টিপরিপূর্ত্যর্থমত্রাশ্রমপি

ভূতদ্বয়মাপ্রিত্য ভূতপঞ্চকাভিপ্ৰায়েণ ভূতত্রয়সৃষ্টিপ্রতিপাদনাদবিরোধ
ইত্যর্থঃ ।

আকাশাদিপঞ্চভূতেষু চতুর্কো বিভক্তানামন্ত্ৰেণাং পঞ্চভূতানাং প্রত্যেকান্ন-
প্রবেশেন পঞ্চীকৃতানামাকাশাদীনাং পঞ্চাঙ্ককঙ্কাবিশেষাদাকাশাদিব্যাপদেশেণ
ন স্তাদিত্যাশঙ্ক্য পরিহরতি—পঞ্চানামিত্যাदि । আকাশাদীনাং পঞ্চানাং
পঞ্চাঙ্ককঙ্কেষু সমানেহপি তেষু পঞ্চভূতেষু তদ্বিশেষান্নপ্রবেশাৎ তত্ত্বানামতির্য্যাব-
হারঃ সম্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৪ ॥

অনুবাদঃ—এই পঞ্চীকরণব্যাপার অপ্রামাণিক, এরূপ
সন্দেহেরও কারণ নাই, যেহেতু ত্রিরংকরণশ্রুতি আছে । ত্রিরং-
করণশ্রুতি পঞ্চীকরণের উপলক্ষণ । পঞ্চীকরণের পর আকাশাদি
পঞ্চভূত প্রত্যেক সমভাবে পঞ্চাঙ্কক হইলেও “বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ
আধিক্য হেতু সেই সেই নাম প্রাপ্ত হয়” এই শাস্ত্রানুসারে স্ব স্ব
অংশের আধিক্য বশতঃ আকাশাদি নামে ব্যবহৃত হয় । অর্থাৎ
গগনে গগনের অংশ অধিক আছে বলিয়া তাহাকে আকাশ কহে ।
এইরূপ অণু অণু ভূতচতুষ্টয়েও স্ব স্ব অংশ অধিক থাকায় সেই
সেই নামকরণ হয় ॥ ৬৪ ॥

তদানীমাকাশে শব্দোহভিব্যজ্যতে, বায়ৌ শব্দ-
স্পর্শৌ, অগ্নৌ শব্দস্পর্শরূপাণি, অপ্সু শব্দস্পর্শ-
রূপরসাঃ, পৃথিব্যাং শব্দস্পর্শরূপরসগন্ধাশ্চ ॥ ৬৫ ॥

টীকা ।—তদানীমিত্যাदि । যদা পঞ্চীকৃতাত্মাকাশাদীনি তদানীং
স্থলস্থেন স্বস্বকার্য্যোপাদনসমর্থত্বাদাকাশেহব্যক্তরূপেণ স্থিতঃ শব্দোহভি-
ব্যজ্যতে ব্যক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৫ ॥

অনুবাদঃ—এইরূপে পক্ষীকৃত হইলে তখন আকাশে শব্দগুণ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শগুণ, তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ, সলিলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস, ক্ষিতিতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই গুণ-সমূহ অভিব্যক্ত হয় ॥ ৬৫ ॥

এতেভ্যঃ পক্ষীকৃতেভ্যো ভূতেভ্যো ভূভুবঃ স্বর্গমহর্জ্জন-
স্তপঃ সত্যমিত্যেতন্মামকানাং পৃথুপরি বিদ্যমানানাং
অতলবিতলস্তুতলরসাতলতলাতলমহাতল-পাতাল-নামকানা-
মধোহধো বিদ্যমানানাং লোকানাং ব্রহ্মাণ্ডস্ত, তদন্তর্গত-
চতুর্বিধস্থূলশরীরানাং তদুচিতানাগ্নপানাদীনাঞ্চোৎপত্তি-
র্ভবতি ॥ ৬৬ ॥

টীকাঃ—উক্তেভ্যো ভূতেভ্যশ্চ চতুর্দশভূবনোৎপত্তিপ্রকারং দর্শয়তি—
এতেভ্য ইতি । এতেভ্যঃ ভূতেভ্যো সমুৎপন্নব্রহ্মাণ্ডস্ত চতুর্বিধশরীরানাঞ্চ
তদ্যোগ্যান্নপানাদীনাঞ্চোৎপত্তির্ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৬ ॥

অনুবাদঃ—এই পক্ষীকৃত পঞ্চভূত হইতে ভূলোক, ভুবলোক, স্বলোক, মহলোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্য-
লোক এই সপ্তলোক ; অতল, বিতল, স্তুতল, রসাতল, তলাতল,
মহাতল ও পাতাল অধোহধোভাবে অবস্থিত এই সপ্তলোক ;
এই চতুর্দশলোকের আধার ব্রহ্মাণ্ড ; ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভূত
জরায়ুজ, অণুজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতুর্বিধ স্থূলদেহ এবং
এই চতুর্বিধ দেহের উপযোগী অন্নপান ইত্যাদি উৎপন্ন হয় ॥ ৬৬ ॥

চতুর্বিধস্থূলশরীরানি—জরায়ুজাণ্ডজশ্বেদজোদ্ভিজ্জাখ্যানি ।

জরায়ুজানি—জরায়ুভ্যো জাতানি মনুষ্য-পশ্বাদীনি ।

অণ্ডজানি—অণ্ডেভ্যো জাতানি পক্ষিপক্ষ্মগাদীনি ।

শ্বেদজানি—শ্বেদেভ্যো জাতানি যুকমশকাদীনি ।

উদ্ভিজ্জানি—ভূমিমৃদ্ভিঃ জাতানি লতারৃক্ষাদীনি ॥ ৬৭ ॥

তীক্ষ্ণাঃ—চতুর্বিধশরীরানুদ্ভিশতি—চতুর্বিধেত্যাদি । তানি চ
নথোদ্দেশং বিবরণোতি—জরায়ুজানীত্যাди ॥ ৬৭ ॥

অনুবাদঃ—জরায়ুজ, অণ্ডজ, শ্বেদজ ও উদ্ভিজ্জ এই চতু-
র্বিধ দেহকে স্থূলদেহ কহে । জরায়ু হইতে জাত মনুষ্যপশ্বাদির
নাম জরায়ুজ, অণ্ড হইতে জাত বিহঙ্গ-ভুজঙ্গাদির নাম অণ্ডজ,
শ্বেদ হইতে জাত মশকাদির নাম শ্বেদজ এবং ভূমি ভেদ পূর্বক
উদ্ভূত তরুলতাদির নাম উদ্ভিজ্জ ॥ ৬৭ ॥

অত্রাপি চতুর্বিধস্থূলশরীরং একানেকবুদ্ধিবিষয়তয়া
বনবজ্জলাশয়বদ্বা সমষ্টিঃ, বৃক্ষবজ্জলবদ্বা ব্যষ্টিরপি
ভবতি ॥ ৬৮ ॥

তীক্ষ্ণাঃ—পূর্ববদত্রাপি সমষ্টিব্যষ্টিভেদং দর্শয়তি—অত্রাপীত্যাди ।
চতুর্বিধশরীরজাতমপি শরীরমিত্যেকবুদ্ধিবিষয়তয়া বনবৎ সমষ্টিঃ, প্রত্যেকং
তচ্ছরীরবিষয়তয়াহনেকবুদ্ধিবিষয়ত্বাৎ ব্যষ্টিত্বঞ্চ লভতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৮ ॥

অনুবাদঃ—এখানেও এই চতুর্বিধ স্থূলদেহ শরীরত্বাব-
চ্ছেদে একবুদ্ধিবিষয়তাবশতঃ অর্থাৎ শরীর হিসাবে এক ধরিয়া
লইয়া বনের ন্যায় বা জলাশয়ের ন্যায় সমষ্টিরূপে এবং প্রত্যেক

দেহ ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধির বিষয় হেতুক অর্থাৎ প্রত্যেকেই পৃথক পৃথক ধরিয়া লইয়া বৃক্ষ বা জলের ন্যায় ব্যাপ্তিরূপে ব্যবহৃত হয় ॥ ৬৮ ॥

এতৎ সমষ্ট্যুপহিতং চৈতন্যং বৈশ্বানরো বিরাদিতি চোচ্যতে, সর্ব্বনরাভিমানিত্বাৎ, বিবিধং রাজমানত্বাচ্চ । অশ্রেষা সমষ্টিঃ স্থূলশরীরং, অন্নবিকারত্বাদন্নময়কোষঃ, স্থূলভোগায়তনত্বাচ্চ স্থূলশরীরং জাগ্রদিতি চোচ্যতে ॥ ৬৯ ॥

টীকা :—অধুনা ভূবাদিচতুর্দশভুবনাস্তর্গতচতুর্বিধস্থূলশরীরসমষ্ট্যুপহিতচৈতন্যস্ত বৈশ্বানরত্বাপরপর্য্যায়বৈরাজত্বং দর্শয়তি—এতদিত্যাदि ।

তত্র যুক্তিমাংস—সর্ব্বেত্যাদি । সর্ব্বপ্রাণিনিকায়েষু হিমিত্যভিমানবশাৎ বৈশ্বানরত্বং, বিবিধং নানাপ্রকারেণ প্রকাশমানত্বাচ্চ বৈরাজত্বং লভতে ইত্যর্থঃ ।

অশ্র বিরাদ্চৈতন্যশ্চ এষা পূর্ব্বোক্তা ব্রহ্মাণ্ডাস্তর্গতচতুর্বিধস্থূলশরীরসমষ্টিরেব স্থূলশরীরমিত্যর্থঃ । অন্নবিকারবাহূল্যাদন্নময়ত্বং, আচ্ছাদকত্বাৎ কোষত্বং, স্থূলশরীরাদিবিষয়প্রযুক্তসুখদুঃখভোগায়তনত্বাচ্চ স্থূলশরীরত্বং, ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধেচ্চ জাগ্রদবস্থাত্বং ঘটতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬৯ ॥

অনুবাদ :—এই স্থূলদেহ সমুদায়ের সমষ্টিতে উপহিত চৈতন্যকে বৈশ্বানর ও বিরাদ্ বলে, সর্ব্বজীবদেহে আমি বর্ত্তমান আছি, এই অভিমান বশতঃ বৈশ্বানর অর্থাৎ বিশ্বস্থ নরে বর্ত্তমান, বিবিধভাবে প্রকাশ পাইতেছেন বলিয়া বিরাদ্ । পূর্ব্বোক্ত চতুর্বিধ জরায়ুজাদি স্থূলশরীরসমষ্টিই এই বিরাদ্ চৈতন্যের স্থূলশরীর, অন্নবিকারসম্ভূত বলিয়া অন্নময়কোষ ও স্থূলদেহে ভোগ্য

স্বপ্নদুঃখাদি ভোগের আশ্রয় বলিয়া স্থূলশরীর ও জাগ্রৎ এই নামে অভিহিত হয় ॥ ৬৯ ॥

এতদব্যাক্যপহিতং চৈতন্যং বিশ্ব ইত্যুচ্যতে, সূক্ষ্ম-
শরীরাত্তিমানমপরিত্যজ্য স্থূলশরীরাদিপ্রবেক্ষ্যত্বাৎ ।

অস্ত্রাপ্যেযা ব্যাপ্তিঃ স্থূলশরীরং, অন্নবিকারত্বাৎ অন্নময়-
কোষঃ, স্থূলভোগায়তনত্বাৎ জাগ্রদিতি চোচ্যতে ॥ ৭০ ॥

টীকা :—চতুর্বিধস্থূলশরীরসমষ্ট্যুপহিতচৈতন্যং, সপ্রপঞ্চমভিধায়
ইদানীং তদ্ব্যাক্যপহিতচৈতন্যমভিধত্তে—এতদিত্যাদি । এতেষাং চতুর্বিধ-
শরীরানাং যা ব্যাপ্তিস্তত্ত্বচ্ছরীরব্যক্তিস্তদুপহিতং চৈতন্যং বিশ্ব ইত্যুচ্যতে
ইত্যর্থঃ ।

তত্র হেতুমাহ—স্বপ্নেত্যাদি । সূক্ষ্মলিঙ্গশরীরাত্তিমানমপরিত্যজ্য
স্থূলশরীরেষু প্রবিণ্ড্য তত্ত্বংস্থূলশরীরেষু সর্কেষু প্রত্যেকমহমহমিত্যতিমানবস্বা-
দ্বিশ্বমিত্যর্থঃ ।

অস্ত বিশ্বচৈতন্ত্রাপোষা তত্ত্বচ্ছরীরব্যক্তিবিশেষলক্ষণা ব্যাপ্তিঃ, সৈব
স্থূলশরীরমিত্যর্থঃ ।

অত্রাপ্যন্নবিকারবাহুল্যাদন্নময়ত্বং চৈতন্ত্রাচ্ছাদকত্বাৎ কোষত্বং,
ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলভ্যত্বং জাগ্রৎত্বং ক্রমেণ দর্শয়তি—অপ্নেত্যাদি ॥ ৭০ ॥

অনুবাদ :—পূর্বোক্ত চতুর্বিধ স্থূলদেহের ব্যাপ্তি অর্থাৎ
প্রত্যেক স্থূলদেহে উপহিত চৈতন্যকে বিশ্ব কহে, যে হেতু সূক্ষ্ম-
শরীর এই অতিমান পরিত্যাগ না করিয়াই সেই সেই স্থূলদেহে
প্রবেশ করিয়া সর্বত্রই “অহং” এই অতিমানকে পোষণ করেন ।
বিশ্বচৈতন্ত্বের এই ব্যাপ্তিরূপ স্থূলশরীরও অন্নবিকারসম্ভূত বলিয়া

অগ্নময় কোষ ও স্থূলদেহে ভোগা সুখদুঃখাদি ভোগের আয়তন বলিয়া জাগ্রৎ এই নামেও অভিহিত হয় ॥ ৭০ ॥

তদানীমেতো বিশ্ববৈশ্বানরৌ, দিগ্‌বাতার্কপ্রচেতো-
হুশিভিঃ ক্রমান্নিয়ন্তিতেন শ্রোত্রাদীন্দ্রিয়পঞ্চকেন ক্রমা-
চ্ছব্দস্পর্শরূপরসগন্ধান্, অগ্নীন্দ্রোপেন্দ্র-যম-প্রজাপতিভিঃ
ক্রমান্নিয়ন্তিতেন বাগাদীন্দ্রিয়পঞ্চকেন ক্রমাদ্‌বচনাদান-
গমনবিসর্গানন্দান্, চন্দ্রচতুশ্চুখশঙ্করাচ্যুতৈঃ ক্রমান্নিয়ন্তি-
তেন মনোবুদ্ধ্যাহঙ্কারচিত্তাখ্যেনান্তরীন্দ্রিয়-চতুক্ষেণ ক্রমাৎ
সংশয়নিশ্চয়াহঙ্কার্য্যচেভাংশ্চ সর্ব্বানেতান্ স্থূলবিষয়াননু-
ভবতঃ “জাগরিতস্থানো বহিঃপ্রজ্ঞঃ” (মাণ্ডু০ উ০ ৩)
ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥ ৭১ ॥

টীকা :—অধুনা জাগ্রদবস্থায়াং বিশ্ববৈশ্বানরয়োস্তত্ত্বদেবতাধিষ্ঠিত-
শ্রোত্রাদিভিশ্চতুর্দশভিঃ কয়ণৈঃ শব্দাদিবিষয়গ্রহণপ্রকারঃ দর্শয়তি—
তদানীমিত্যাদি ।

অগ্নিরর্থো ব্রহ্মিঃ সংবাদয়তি—জাগরিতেত্যাদি ॥ ৭১ ॥

অনুবাদ :—জাগ্রদবস্থাতে এই বিশ্ব ও বৈশ্বানর, দিক্
কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত শ্রোত্র দ্বারা শব্দ, বায়ু কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হৃগীন্দ্রিয়
দ্বারা স্পর্শ, অর্ক কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা রূপ, প্রচেতা
অর্থাৎ বরুণ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত রসনেন্দ্রিয় দ্বারা রস, অগ্নিনীকুমার-
দ্বয় কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত স্রোত্রেন্দ্রিয় দ্বারা গন্ধ উপলব্ধি করেন । এই
বিশ্ব ও বৈশ্বানর, বহিঃ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত বাগীন্দ্রিয় দ্বারা বচন, ইন্দ্র

কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হস্ত দ্বারা গ্রহণ, উপেন্দ্র অর্থাৎ বিষ্ণু কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত চরণ দ্বারা গমন, যম কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত পায়ু দ্বারা বিসর্গ অর্থাৎ মলত্যাগ এবং প্রজাপতি কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত উপস্থ অর্থাৎ লিঙ্গ দ্বারা হর্ষ এই পাঁচটি স্থূল বাহ্যবিষয় অনুভব করেন । এই বিশ্ব ও বৈশ্বানর চন্দ্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত সঙ্কল্পবিকল্পাত্মক অন্তঃকরণ-বৃত্তিস্বরূপ মনোদ্বারা সংশয়, চতুর্মূখ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিস্বরূপ বুদ্ধি দ্বারা নিশ্চয়, শঙ্কর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অভিমানাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিস্বরূপ অহঙ্কার দ্বারা অহঙ্কার্য এবং অচ্যুত কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত অনুসন্ধানাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিস্বরূপ চিন্তা দ্বারা চৈতন্য, এই সকল স্থূল বিষয় অনুভব করিয়া থাকেন । যে হেতু শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে—“জাগরিতস্থান বহিঃপ্রজ্ঞাবিশিষ্ট” অর্থাৎ জাগ্রৎ নামক এই বিশ্ব ও বৈশ্বানর স্থূলবাহ্যবিষয়সমূহ ভোগ করেন ॥ ৭১ ॥

অত্রাপ্যনয়োঃ স্থূলব্যাপ্তিসমক্ষোস্তুপহিতয়োর্বিশ্ব-
বৈশ্বানরয়োশ্চ বনবৃক্ষবত্তদবচ্ছিন্নাকাশবচ্চ জলাশয়জল-
বত্তদগতপ্রতিবিশ্বাকাশবচ্চ বা পূর্ববদভেদঃ ।

এবং পক্ষীকৃতপঞ্চভূতেভ্যঃ স্থূলপ্রপঞ্চোৎপত্তিঃ ॥ ৭২ ॥

টীকা ।—অনয়োর্বিশ্ববৈশ্বানরয়োর্বনবৃক্ষবচ্ছিন্নাকাশদৃষ্টান্তেন জলা-
শয়জলগতপ্রতিবিশ্বাকাশদৃষ্টান্তেন চ পূর্ববদভেদং সাধয়তি—অত্রাপীত্যাदि ।

স্থূলপ্রপঞ্চোৎপত্তিমুপদংহয়তি—এবমিত্যাदि ॥ ৭২ ॥

অনুবাদ ।—এ স্থানেও বনের সহিত তরুর স্থায় অথবা

বনাবচ্ছিন্ন আকাশের সহিত বৃক্ষাবচ্ছিন্ন আকাশের ন্যায় অথবা
জলাশয়ের সহিত জলের ন্যায়, বা জলাশয়গত প্রতিবিশ্বের সহিত
জলাশয়গত আকাশের ন্যায় স্থূল ব্যষ্টির সহিত স্থূল সমষ্টির এবং
তদুপহিত অর্থাৎ তৎকর্তৃক অধিষ্ঠিত বিশ্বের সহিত বৈশ্বানরের
অর্থাৎ স্থূলদেহের সমষ্টিগত চৈতন্যস্বরূপ বৈশ্বানরের সহিত স্থূল-
দেহের ব্যষ্টিগত চৈতন্যস্বরূপ বিশ্বের কোন পার্থক্য নাই । এই
প্রকারে পক্ষীকৃত পঞ্চভূত হইতে স্থূল জগৎ-প্রপঞ্চের উদ্ভব
হইয়াছে ॥ ৭২ ॥

এমাং স্থূলসূক্ষ্মকারণপ্রপঞ্চানাং সমষ্টিরেকো মহান্
প্রপঞ্চো ভবতি, যথা অবাস্তুরবনানাং সমষ্টিরেকং মহদ্-
বনং, যথা বা অবাস্তুরজলাশয়ানাং সমষ্টিরেকো মহান্
জলাশয়ঃ ।

এতদুপহিতং বিশ্ববৈশ্বানরাদীশ্বরপর্য্যন্তং চৈতন্যমপি
অবাস্তুরবনাবচ্ছিন্নাকাশবদবাস্তুরজলাশয়গতপ্রতিবিশ্বাকাশ-
বচ্চ একমেব ॥ ৭৩ ॥

টীকা ।—স্থূলসূক্ষ্মকারণপ্রপঞ্চানাং ব্যষ্টিভূতানাং প্রত্যেকবিবক্ষয়া-
হবাস্তুরপ্রপঞ্চত্বমভিধায়েদানীং তেষাং সমষ্টেরেব মহাপ্রপঞ্চত্বং দর্শয়তি—
এষামিত্যাदि ।

তত্র দৃষ্টান্তমাহ—যথेत্যাदि । যথা ধবখদিরপলাশাত্তবাস্তুরবনানাং
সমষ্টিঃ সমুদারবিবক্ষয়া একং মহদ্বনং ভবতি, যথা চ বাপীকূপতড়াগাত্তবাস্তুর-
জলাশয়ানাং সমুদারবিবক্ষয়া একো মহান্ জলাশয়ো ভবতি, তথা স্থূলসূক্ষ্ম-
কারণবাস্তুরপ্রপঞ্চানাং সমুদারঃ একো মহান্ প্রপঞ্চো ভবতীত্যর্থঃ ।

এতদবাস্তুরমহাপ্রপঞ্চোপহিতানাং বিশ্বতৈজসপ্রাজ্ঞানাং বৈশ্বানরহিরণ্য-
গর্ভাব্যাকৃতানাঞ্চাবাস্তুরবনাবচ্ছিন্নাকাশবৎ অবাস্তুরজলাশয়জলগতপ্রতিবিম্বা-
কাশবচ্চাভেদ ইত্যাহ—এতদুপহিতমিত্যাदि ॥ ৭৩ ॥

অনুবাদঃ—যেৰূপ ধবখদিরপলাশাদি অবাস্তুরবনসকলের
সমষ্টি এক মহাবন অথবা বাপীকূপতড়াগাদি অবাস্তুরজলাশয়সকলের
সমষ্টি এক মহাজলাশয় বলিয়া গণ্য হয়, তদ্রূপ এই স্থূল, সূক্ষ্ম,
কাৰণদেহ ও প্রপঞ্চসমূহের সমষ্টিতে এক মহান্ প্রপঞ্চ হইয়া
গাকে, তাহাই এই মহাজগৎপ্রপঞ্চ জানিবে। এই মহাপ্রপঞ্চ
দ্বারা উপহিত বিশ্ব-বৈশ্বানর হইতে ঈশ্বর পর্য্যন্ত চৈতন্যও
অবাস্তুরবনবিশিষ্ট আকাশের ন্যায় ও অবাস্তুরজলাশয়গত প্রতি-
বিস্বাকাশের ন্যায় একই জানিবে অর্থাৎ অভিন্ন ॥ ৭৩ ॥

আভ্যাং মহাপ্রপঞ্চতদুপহিতচৈতন্যাভ্যাং তপ্তায়ঃপিণ্ড-
বদবিবিক্তং সৎ অনুপহিতং চৈতন্যং ‘সৰ্বং খন্দিদং
ব্রহ্ম’ (ছান্দোঃ ৩.৩.১৪।১) ইতি মহাবাক্যস্য বাচ্যং
ভবতি, বিবিক্তং সল্লক্ষ্যমপি ভবতি ॥ ৭৪ ॥

টীকা।—চৈতন্যপ্রপঞ্চয়োৰ্ভেদে “সৰ্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” ইতি শ্রুত্যা
বিরোধমাশঙ্ক্য পরিহরতি—আভ্যামিত্যাदि। উক্তমহৎপ্রপঞ্চ-তদবচ্ছিন্ন-
চৈতন্যাভ্যাং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদন্তোহন্ততাদাশ্বাধ্যাসাপন্নং যদ্বন্তু শ্রুতং, তদ-
বচ্ছিন্নং চৈতন্যং “সৰ্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” ইতি মহাবাক্যস্য বাচ্যং ভবতি,
অন্তোহন্ততাদাশ্বাধ্যাসানাপন্নং সৎ লক্ষ্যং ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭৪ ॥

অনুবাদঃ।—সন্তপ্ত লৌহগোলকের ন্যায় অনুপহিত
চৈতন্য এই মহাপ্রপঞ্চও তদুপহিত চৈতন্য হইতে পৃথক না হইয়া

‘এই সমস্তই ব্রহ্ম’ এই মহাবাক্যের বিষয়ীভূত হন, এবং বিবিক্ত অর্থাৎ চৈতন্য দ্বারা পরস্পর তাদাত্ম্য ও অধ্যাস প্রাপ্ত না হইয়া লক্ষ্য হইয়া থাকেন ॥ ৭৪ ॥

এবং বস্তুব্যবস্থাহারোপোহধ্যারোপঃ সামান্যেন প্রদর্শিতঃ ॥ ৭৫ ॥

টীকা :—অধ্যারোপপ্রকরণসংসংহতি—এবমিত্যাদি ॥ ৭৫ ॥

অনুবাদ :—এইরূপে বস্তুরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যপদার্থে অবস্থতা-রোপ অর্থাৎ জগৎ-প্রপঞ্চের আরোপস্বরূপ অধ্যারোপ সামান্য-ভাবে প্রদর্শিত হইল ॥ ৭৫ ॥

ইদানীং প্রত্যগাত্মনি ইদমিদময়ময়মারোপয়তীতি বিশেষ উচ্যতে ।

তথা চ—অতিপ্রাকৃতস্ত “আত্মা বৈ জায়তে পুত্রঃ” ইত্যাদি শ্রুতেঃ, স্বস্মিন্মিব স্বপুত্রেহপি প্রেমদর্শনাৎ, পুত্রে পুষ্টি নষ্টে চ অহমেব পুষ্টো নষ্টশ্চেত্যাগ্নুভবাক্ষ ‘পুত্র আত্মা’ ইতি বদতি ॥ ৭৬ ॥

টীকা :—ঈশ্বরচৈতন্যে সামান্যতো মহাপ্রপঞ্চাধ্যারোপপ্রকারং সপ্রপঞ্চমভিধারেদানীং প্রত্যগাত্মনি বিশেষাধ্যারোপপ্রকারং দর্শয়িতুমুপ-ক্রমতে—ইদানীমিত্যাদিনা ।

অধ্যারোপমেবাহ—ইদমিতি । প্রত্যক্ষাদিসম্বিহিতস্তাপত্যাদিধর্ম্মিণঃ ইদম নির্দেশঃ ক্রিয়তে । ইদমিদমিত্যাদেঃ বীক্ষা । তথা চ অতিস্থূল-

বুদ্ধিস্ত ইদমপত্যাদিকমেবাহং অয়ং পুত্র এবাহমিত্যন্তবাহুধর্ম্মান্
অবিশেষেণাঅধ্যারোপয়তীত্যর্থঃ ।

অত্র শ্রুতিমাহ—আত্মেত্যাদি ।

তত্র যুক্তিমাহ—স্বপ্নির্ব্বেত্যাদি । যথা স্বশরীরে প্রেমদর্শনাদাত্মত্বভ্রমঃ,
এবং স্বপুত্রাদীনং শরীরেহপি প্রেমদর্শনাৎ আত্মত্বভ্রম ইত্যর্থঃ ।

অত্রানুরূপননুভবনাত্যে—পুত্র ইতি ॥ ৭৬ ॥

অনুবাদঃ—অধুনা প্রত্যাগাত্মার অর্থাৎ অপত্যাদিরূপ
জীবচৈতন্যে ‘এই আমি এই আমি’ ইত্যাদিরূপ যে আরোপ করিয়া
থাকে, তাহা বিশেষরূপে বলা যাইতেছে, অর্থাৎ পূর্বের সামান্য
অধ্যারোপ বলা হইয়াছে, ইদানীং বিশেষ অধ্যারোপ প্রদর্শিত হই-
তেছে—অতি প্রাকৃত অর্থাৎ অবিবেকী ব্যক্তিগণ, নিজের জীবন
যেকরূপ প্রিয়, পুত্রও সেইরূপ প্রিয়, পুত্রের অভ্যুদয় বা বিনাশে
নিজেরও অভ্যুদয় বিনাশ ইত্যাদি অনুভব করে বলিয়া “আত্মা
বৈ জায়তে পুত্রঃ” এই শ্রুতিপ্রমাণানুসারে “পুত্রই আত্মা”
এইরূপ বলে ॥ ৭৬ ॥

চার্বাকস্ত “স বা এষ পুরুষোহন্নরসময়ঃ” (তৈ.উ.
২।১।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ, প্রদীপ্তগৃহাৎ স্বপুত্রং পরি-
ত্যজ্যাপি স্বস্ত্য নির্গমদর্শনাৎ, ‘স্থূলোহহং কৃশোহহং’
ইত্যাদনুভবাজ, স্থূলশরীরমাভ্যুতি বদতি ॥ ৭৭ ॥

টীকা ।—এতদপেক্ষয়া বিশিষ্টবুদ্ধিঃ অগ্নিঃ কশ্চিদধিকারী স্বদেহ-
মেবাত্মনং মন্যতে ইত্যাহ—চার্বাকম্বিত্তি ।

অত্রাপি শ্রুতিমাহ—স বা ইত্যাদি ।

পুত্রাদিশরীরস্থাত্বাভাবে যুক্তিং দর্শয়ন্ পূর্বোক্তাধিকারিণঃ সকাশাৎ
স্বস্ত বৈলক্ষণ্যং দর্শয়তি—প্রদীপ্তেত্যাদি ।

দেহস্থাত্বহে অনুভবঞ্চ দর্শয়তি—স্থলোহহমিত্যাदि । ৭৭ ।

অনুবাদঃ ।—চার্বাকেরা “সেই এই পুরুষ অর্থাৎ আত্মা
অন্নরসময়” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণানুসারে, প্রজ্বলিতগৃহ হইতে
প্রাণরক্ষার জন্য পুত্রকে পরিভ্রাণ করিয়াও বহির্গমন করে, এরূপ
দেখা যায় বলিয়া, ‘আমি স্থূল হইয়াছি, আমি কৃশ হইয়াছি’
ইত্যাদি অনুভব করে বলিয়াও স্থূলদেহই আত্মা এইরূপ
বলেন । ৭৭ ।

অপরশ্চার্বাকস্তু “তে হ প্রাণাঃ প্রজাপতিং সমেত্য
ক্রযুঃ” (ছান্দোঃ ০৫।১।৭) ইত্যাদি শ্রুতেঃ, ইন্দ্রিয়ানাম-
ভাবে শরীরচলনাত্বাৎ, “কাণোহহং বধিরোহহং”
ইত্যাদ্যনুভবাক, ইন্দ্রিয়ান্যাশ্চেতি বদতি ॥ ৭৮ ॥

টীকা ।—ততোহপ্যাংকুষ্ঠঃ কোহপাধিকারী শ্রুতিযুক্ত্যনুভবেভ্যঃ
ইন্দ্রিয়ান্যাশ্চেতি বদতীত্যাহ—অপর ইত্যাদি । ৭৮ ।

অনুবাদঃ ।—অপর চার্বাকগণ “সেই প্রাণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়-
গণ প্রজাপতির সকাশে গিয়া বলিল” এই শ্রুতিপ্রমাণানুসারে,
ইন্দ্রিয়সমূহের অভাবে শরীরের চালনাই অসম্ভব হয় বলিয়া এবং
আমি অন্ধ, আমি বধির ইত্যাদি অনুভব হেতুক ইন্দ্রিয়সমূহই
আত্মা, স্থূলশরীর নহে, এইরূপ বলেন । ৭৮ ।

অন্যন্ত চার্বাকঃ “অন্যোহন্তর আত্মা প্রাণময়ঃ”
(তৈ.উ.২।২।১) ইত্যাদিশ্রুতেঃ, প্রাণাভাবে ইন্দ্রিয়-
চলনাযোগাৎ, “অহমশনায়াবানহং পিপাসাবান্” ইত্যাগ্নু-
ভবাচ্চ, প্রাণ আত্মেতি বদতি ॥ ৭৯ ॥

টীকা :—অন্যোহন্তরমোহধিকারী কশ্চিৎ শ্রুতিপ্রমাণানুভববলাৎ
প্রাণ এবাশ্বেত্যাহ—অগ্নিস্থিতি ॥ ৭৯ ॥

অনুবাদ :—মতান্তরাবলম্বী চার্বাকগণ, “অন্যোহন্তর আত্মা
প্রাণময়ঃ” এই শ্রুতিপ্রমাণানুসারে, প্রাণের অভাবে ইন্দ্রিয়-
সমূহের সঞ্চালন শক্তিরও অভাব হয় বলিয়া এবং “আমি ক্ষুধিত,-
আমি পিপাসিত” এইরূপ অনুভব বশতঃ প্রাণই আত্মা, ইন্দ্রিয়-
সমূহ নহে এইরূপ বলেন ॥ ৭৯ ॥

ইতরন্ত চার্বাকঃ “অন্যোহন্তর আত্মা মনোময়ঃ”
(তৈ.উ.২।৩।১) ইত্যাদিশ্রুতেঃ, মনসি স্থপ্তে প্রাণাদে-
রভাবাৎ, “অহং সঙ্কল্পবানহং বিকল্পবান্” ইত্যাগ্নুভবাচ্চ
মন আত্মেতি বদতি ॥ ৮০ ॥

টীকা :—ততো বিশিষ্টাধিকারী কশ্চিৎ স্বমতানুকূলশ্রুত্যাদিবলাৎ
মন এবাশ্বেত্যাহ—ইতরস্থিতি ॥ ৮০ ॥

অনুবাদ :—অন্যমতবাদী চার্বাকগণ “অন্যোহন্তর আত্মা
মনোময়ঃ” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যানুসারে, মন স্থপ্ত অর্থাৎ নিশ্চেষ্ট
হইলে প্রাণাদিরও ক্রিয়াভাব দর্শন হেতুক, এবং “আমিই

সঙ্কল্পবিশিষ্ট, আমিই বিকল্পবিশিষ্ট” ইত্যাদিরূপ অনুভব হয় বলিয়া মনই আত্মা, প্রাণাদি নহে, এইরূপ বলেন ॥ ৮০ ॥

বৌদ্ধস্ত “অণ্যোহন্তর আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ” (তৈ.উ. ২।৪।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ, কর্ত্তুরভাবে করণস্য শক্ত্য-
ভাবে, “অহং কর্ত্তা” “অহং ভোক্তা” ইত্যাদ্যনুভবাচ্চ,
বুদ্ধিরাত্মেতি বদতি ॥ ৮১ ॥

টীকা :—উক্তেভ্যঃ পঞ্চভ্যো বিলক্ষণঃ কশ্চিদবিজ্ঞানবাদী
শ্রুতাদিভির্বিজ্ঞানমাত্মেত্যাহ—বৌদ্ধস্থিতি ॥ ৮১ ॥

অনুবাদ :—বুদ্ধমতাবলম্বি “অণ্যোহন্তর আত্মা বিজ্ঞান-
ময়ঃ” ইত্যাদি শ্রুতিপ্রমাণানুসারে কর্ত্তার অভাবে করণের অর্থাৎ
মনের শক্তির অভাব বশতঃ এবং “আমি কর্ত্তা” “আমি ভোক্তা”
ইত্যাদি অনুভব হেতুক “বুদ্ধিই আত্মা” এইরূপ বলেন, পুত্র,
শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন কেহই আত্মা নহে ॥ ৮১ ॥

প্রাভাকরতার্কিকৌ তু “অণ্যোহন্তর আত্মা আনন্দ-
ময়ঃ” (তৈ.উ. ২।৫।১) ইত্যাদি শ্রুতেঃ, স্বযুগ্মৌ
বুদ্ধ্যাदीनामज्ज्ञाने लयदर्शनात्, “अहमज्ज्ञः” इत्याद्यनुभवाच्च,
अज्ज्ञानमात्रेति वदतः ॥ ८२ ॥

টীকা :—উক্তেভ্যোহতিরিক্তৌ প্রাভাকরতার্কিকৌ স্বমতোপ-
যোগিশ্রুতাদিবলাৎ অজ্ঞানমাত্মেতি বদত ইত্যাহ—প্রাভাকরেত্যাদি ॥ ৮২ ॥

অনুবাদ :—প্রাভাকর ও তার্কিক সম্প্রদায়, “অণ্যোহন্তর

আত্মা আনন্দময়ঃ” এই শ্রুতিবাক্যানুসারে স্বষুপ্তসময়ে বুদ্ধাদি অজ্ঞানে লীন হইয়া থাকে, এইরূপ দেখা যায় বলিয়া ও “আমি অজ্ঞ” অর্থাৎ আমি কিছুই জানি না ইত্যাদি অনুভব হওয়া হেতু দেহ-বুদ্ধাদি আত্মা নহে, অজ্ঞানই আত্মা এইরূপ বলেন ॥ ৮২ ॥

ভাট্টস্তু “প্রজ্ঞান-ঘন এবানন্দময় আত্মা” (নৃগুণ-উ-৫।৪) ইত্যাদি শ্রুতেঃ, স্বষুপ্তৌ প্রকাশাপ্রকাশসদ্বাবাৎ “নামহং ন জানামি” ইত্যাদ্যনুভবাজ্জ, অজ্ঞানোপহিতং চৈতন্য-নাশ্নোতি বদতি ॥ ৮৩ ॥

টীকা :—অজ্ঞানাবচ্ছিন্নং চৈতন্যমাশ্নোতি—প্রজ্ঞানঘন ইত্যাদি ॥ ৮৩ ॥

অনুবাদ :—ভট্টগণ “প্রজ্ঞানঘনই আনন্দময় আত্মা” এই শ্রুতিপ্রমাণানুসারে, স্বষুপ্তসময়ে প্রকাশ অপ্রকাশ উভয়ই বর্তমান থাকে বলিয়া অর্থাৎ ঐ সময়ে সমস্ত লীন হইলে অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যের সপ্রকাশ হয় বলিয়া ও “আমাকে আমি জানি না” এইরূপ অনুভব হওয়া হেতুকও অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যই আত্মা, শরীর-জ্ঞানাদি আত্মা হইতে পাবে না, এইরূপ বলেন ॥ ৮৩ ॥

অপরো বৌদ্ধঃ “অসদেবেদমগ্র আসীৎ” (ছান্দো-উ-৬।২।১) ইত্যাদিশ্রুতেঃ স্বষুপ্তৌ সর্বাবাবাৎ “অহং স্বপ্তঃ স্বষুপ্তৌ নাসম্” ইত্যুখিতস্য স্বাবাবপরামর্শবিষয়ানু-ভবাজ্জ, শূন্যমাশ্নোতি বদতি ॥ ৮৪ ॥

টীকা :—বৌদ্ধৈকদেশী কশিৎ শ্রুত্যাতিভিঃ শূন্যমাশ্নোতি বদতীত্যাহ—অপর ইত্যাদি ॥ ৮৪ ॥

অনুবাদঃ—বুদ্ধমতাবলম্বী অপর কেহ “এই জগৎ পূর্বের অসংই ছিল” এই শ্রুতিবাক্যানুসারে সৃষ্টি সময়ে সকলেরই অভাব হয় অর্থাৎ কিছুই বোধ হয় না বলিয়া এবং “আমি নিদ্রিত হইয়াছিলাম, সৃষ্টিকালে ছিলাম না অর্থাৎ নিজের অস্তিত্ববোধই ছিল না” নিদ্রোপস্থিত ব্যক্তির আপনার অভাববোধ-বিষয়ে এইরূপ অনুভব হওয়া হেতুক দেহাদি অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য পর্য্যন্ত আত্মা হইতে পারে না, শূণ্যই আত্মা, এইরূপ বলেন ॥৮৪॥

এতেষাং পুত্রাদীনাং শূন্যপর্য্যস্তানামনাত্মত্বমুচ্যতে ।
এতৈরতিপ্রাকৃতাদিবাতিভিরুক্তেষু শ্রুতিযুক্ত্যনুভবা-
ভাসেষু পূর্বপূর্বোক্ত-শ্রুতিযুক্ত্যনুভবাতাসানামুত্তরোত্তর-
শ্রুতিযুক্ত্যনুভবাতাসৈরাভ্যুত্থবোধদর্শনাৎ, পুত্রাদীনামনাত্মত্বং
স্পষ্টমেবেতি ॥ ৮৫ ॥

টীকা ।—অধুনা পুত্রাদিশূন্যপর্য্যস্তানামাত্মপ্রতিপাদকশ্রুত্যাদেরা-
ভাসমাত্রত্বাৎ পূর্বপূর্বমতশ্রোত্তরোত্তরমতবাধ্যত্বাচ্চ দৃশ্যভজ্ঞাদিহেতু-
কদম্বকৈশ্চ অনাত্মত্বং প্রসিদ্ধমেবেতি প্রতিপাদয়িতুং প্রতিজানীতে—
এতেষামিত্যাदि ।

পুত্রাত্মাত্ত্ববাদিনামতিনন্দাধিকারিত্বাৎ তৎপ্রতিপাদিতশ্রুত্যাদেরপি
পূর্বপূর্বশ্রোত্তরোত্তরবাধ্যত্বাচ্চ পুত্রাদিশূন্যস্তানামনাত্মত্বং প্রসিদ্ধমেবেতি
প্রতিজ্ঞাতমেবার্থং প্রকটয়তি—এতৈরিত্যাदि ॥ ৮৫ ॥

অনুবাদঃ ।—এই সমস্ত পুত্রাদি শূন্য পর্য্যন্ত অর্থাৎ পুত্র, শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি, অজ্ঞান, অজ্ঞানোপহিত চৈতন্য

ও শূন্য এই সমস্ত অনাত্ম বলিয়াই কথিত হয় অর্থাৎ ইহারা আত্মা নহে । এই সকল অতি মূঢ়মতি বাদিগণ কর্তৃক কথিত শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবের আভাসসমূহে পূর্ব পূর্ব কথিত শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবাবাসসমূহের উত্তরোত্তর শ্রুতি যুক্তি ও অনুভবাবাসসমূহের দ্বারা আত্ম স্বাপনে প্রতিবন্ধক উপস্থিত হয় দেখিয়া পুঞ্জাদির অনাত্ম স্বপক্ষই প্রতীয়মান হইতেছে । অর্থাৎ প্রথমোক্ত “পুঞ্জই আত্মা” এই মতাবলম্বী মূঢ়মতি বাদীর শ্রুতি-যুক্তাদি দ্বারা উত্থাপিত পুঞ্জের আত্ম, তৎপরকথিত চার্বাক-দিগের শ্রুতিযুক্তাদি দ্বারা, এই প্রকারে পূর্ব পূর্ব সমস্ত মত উত্তরোত্তর উক্ত শ্রুতি-যুক্তি-অনুভবাদি দ্বারা খণ্ডিত হওয়ায় পুঞ্জাদি শূন্য পদ্যাস্ত সকলেবই অনাত্ম স্বপক্ষই প্রতিপাদিত হইতেছে ॥ ৮৫ ॥

কিঞ্চ “প্রত্যগাত্মলো অচক্ষুরপ্রাণঃ অমনা অকর্তা চৈতন্যং চিন্মাত্রং সং” ইত্যাদি প্রবলশ্রুতিবিরোধে, অশ্রু পুঞ্জাদিশূন্যপর্যন্তস্য জড়স্য চৈতন্যভাষ্যত্বেন ঘটাদিবৎ অনিত্যত্বাৎ “অহং ব্রহ্ম” (ব্রঃ উঃ ১।৪।১০) ইতি বিদ্বদনু-ভবপ্রাবল্যাক, তদ্বচ্ছ্রুতিযুক্ত্যানুভবাবাসানাং বাধিতত্বা-দপি, পুঞ্জাদিশূন্যপর্যন্তমখিলমনাত্মৈব ॥ ৮৬ ॥

টীকা ।—ননু পুঞ্জাদিশূন্যপর্যন্তানামনাত্মত্বে সিদ্ধে কন্তর্হাহংপ্রত্যগ-বিষয় আত্মা ? ইত্যাশঙ্ক্যাত্মাদিনিবেদ্যাকাজাতবোধিতং “সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম” (তৈঃ উঃ ২।১।১) ইত্যাদিবিধিবাক্যকোটিবোধিতং যৎ সত্যজ্ঞানানস্তা-নন্দাধ্বয়ং ব্রহ্ম তদেবাহমালম্বনমিতি প্রবলশ্রুতিযুক্তানুভবৈঃ প্রতিপাদয়িতুমাহ

—কিঞ্চৈতাদি । অস্থূলাদিপ্রবলশ্রুতিবাক্যৈঃ পুত্রাদিশৃণুপৰ্য্যাস্তাআতিরিক্তা
স্বরূপপ্রতিপাদনাং পুত্রাদীনাং জড়ত্বাদিহেতুভিরনাস্বমিত্যর্থঃ ।

অস্বিন্নার্থে প্রবলবিষদমুভবং প্রমাণয়তি—অহমিত্যাदि ।

পুত্রাদিশ্রুতাদীনাং দৌৰ্ব্বল্যং দর্শয়তি—তত্তদিত্যাदि ॥ ৮৬ ॥

অনুবাদঃ—আরও প্রত্যাগাত্মা অস্থূল, অনেত্র, অপ্রাণ, অমনা, অকর্তৃ, চৈতন্য, চিন্মাত্র ও সংস্বরূপ, এই প্রবল শ্রুতি-বাক্যের বিরোধ বশতঃ, পুত্রাদি শৃণু পর্যাস্ত জড় পদার্থ-সমূহ চৈতন্যের ভাস্ম অর্থাৎ চৈতন্যের দ্বারাই উদ্ভাসিত হয় বলিয়া ঘটাদির ন্যায় অনিত্যতা বশতঃ, এবং “আমিই ব্রহ্ম” জ্ঞানিবর্গের এই প্রকার প্রবল অনুভব বশতঃ পূর্বকথিত শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবভাস-সমূহ বাধাপ্রাপ্ত হয় বলিয়া পুত্রাদি শৃণু পর্যাস্ত কিছুই আত্মা নহে, ইহা সম্যক অনুভূত হইতেছে, সুতরাং অধিক বলিবার আবশ্যক নাই ॥ ৮৬ ॥

অতস্তত্ত্বদাসকং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবং প্রত্যক্-
চৈতন্যমেবাত্মতত্ত্বমিতি বেদান্তবিদনুভবঃ ॥ ৮৭ ॥

টীকা ।—যতঃ পুত্রাদীনাং জড়ত্বাদিহেতুভিরনাস্বম্, অতঃ পুত্রাদি-
ভাসকং নিত্যশুদ্ধত্বাদিস্বরূপমেবাস্ববস্ত ইত্যর্থঃ । নন্বিদং বিরুদ্ধং যৎ
পুত্রাদীনামাস্বপ্রতিপাদকশ্রুতীনামপ্রামাণ্যং অস্থূলাদিশ্রুতীনাম প্রামাণ্য-
মিতি, ন হি বেদান্তবাক্যেষু কেষাঞ্চিদপ্রামাণ্যং কেষাঞ্চিৎ প্রামাণ্যম্ ইতি
শক্যং প্রতিপাদয়িতুম্, এবং কেষাং পুত্রাদিশ্রুতীনাম প্রামাণ্যম্ অস্থূলাদিশ্রুতী-
নামপ্রামাণ্যমিতি বৈপরীত্যং কিং ন স্মাৎ বেদবাক্যত্বাবিশেষাৎ ? কিং
কেষাঞ্চিদবেদান্তবাক্যানামপ্রামাণ্যং কেষাঞ্চিৎ প্রামাণ্যমিতি প্রতিপাদনার্থ-

মিদং প্রকরণমারম্ভম্ ? অতঃ কথং নির্ণয়ঃ ? ইতি চেৎ উচ্যতে—পুত্রাদি-
 শ্রুতীনাং সৰ্বকথৈব প্রামাণ্যং নাস্তীতি ন নির্ঘাতে, কিন্তু অস্থলাদিপ্রবল-
 শ্রুতিস্মৃতিভারবিবোধাতঃ স্বার্থে তাৎপর্যাভাবাতঃ তেষাং স্থলারম্ভতীত্যাগ্নে-
 ন পূৰ্বপূৰ্বনিরাকরণদ্বারা হৃদয়হৃদয়বস্তৃপদেশে তাৎপর্যমিত্যেতাৎবদেব প্রতি-
 পাद्यতে । তথাহি “ধ্রুবমকরুতীঞ্চ দর্শয়তি” (গোভিঃগৃঃসূঃ২।৩।৮।১০)
 (পারস্করঃগৃঃসূঃ১।৮।১২, আশ্বলাঃগৃঃসূঃ১।৭।২২) ইতি বিধিবলাৎ বর-
 দধেদারকরুতীদর্শনে প্রাপ্তে পরমহৃদয়রূপায়া অরুতীত্যাঃ প্রথমকক্ষারামেব
 প্রতিপত্ত্বুনশক্যাতঃ প্রথমং চন্দ্রজ্যোতীরূপারুতীত্যাচ্যতে, ততঃচন্দ্রভিন্না
 তারকাহরুতীত্যাচ্যতে, ততঃচেতরতারকাভিন্না মপ্ততারকাশ্চিকা-
 রুতীত্যাচ্যতে, তদনন্তরমিতবতারকাচতুষ্টয়ভিন্না তারকাত্রিত্বাশ্চিকৈ-
 ত্যাচ্যতে, ততঃসুক্ষ্মধাতারকেত্যাচ্যতে, ততঃসংসনৌপবত্তিনা পরমহৃদয়রুতী-
 ত্যাচ্যতে । ন চৈতাবতা এতেষাং পঞ্চানাং বাক্যানাং পরস্পরবিরুদ্ধার্থ-
 প্রতিপাদকত্বেন অপ্রামাণ্যং শকাৎ প্রতিপাদনিত্বং, কিন্তু প্রতিপত্ত্বুদ্বা-
 সারেণ সোপানক্রমবৎ পূৰ্বপূৰ্বনিরাকরণদ্বারা হৃদয়হৃদয়প্রতিপাদনে
 তাৎপর্যম্ । তদ্বদত্রাপি অন্তর্যমঃ প্রাণময়ঃ মনোময়ঃ বিজ্ঞানময়ঃ আনন্দময়ঃ
 আত্মা “ব্রহ্ম পুচ্ছং প্রতিষ্ঠা” (তৈঃউঃ২।৫।১) ইতি পুচ্ছব্রহ্মপর্য্যবসিতানাং
 পঞ্চকোষবাক্যানামপি পরস্পরবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকত্বেনপি প্রতিপত্ত্বুদ্বা-
 সারেণ সোপানক্রমবৎ পূৰ্বপূৰ্বনিরাকরণদ্বারা পরমহৃদয়পুচ্ছব্রহ্মপ্রতিপাদনে
 তাৎপর্যম্ । তস্মাৎ সৰ্বেষাং বেদবাক্যানাং সাক্ষাৎ পরস্পরয়া
 বা অদ্বিতীয়বস্তুপ্রতিপাদনে তাৎপর্য্যং প্রামাণ্যাবিরোধঃ ইতি
 সংক্ষেপঃ ॥ ৮৭ ॥

অনুবাদঃ—এ জগৎ বেদান্তাভিজ্ঞগণের অনুভবসিদ্ধ মত
 এই যে, পুত্রাদি শূন্য পর্য্যন্ত সকলেরই অবভাসক, নিত্য,

শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত, সত্যস্বভাববিশিষ্ট যে প্রত্যক্চৈতন্য, তাহাই
আত্মতত্ত্ব ॥ ৮৭ ॥

এবমধ্যারোপঃ ॥ ৮৮ ॥

টীকা ।—বিশেষাধ্যারোপপ্রকরণমপসংহরতি—এবমিত্যাदि ॥ ৮৮ ॥

অনুবাদঃ—ইহাই অধ্যারোপ অর্থাৎ বস্তুতে অবস্থর
আরোপই অধ্যারোপ ॥ ৮৮ ॥

অপবাদো নাম—রজ্জুবিবর্ত্তস্য সর্পস্য রজ্জুমাাত্রত্ববৎ,
বস্তুবিবর্ত্তস্যাবস্থনোহজ্ঞানাদেঃ প্রপঞ্চস্য বস্তুমাাত্রত্বং,
তদুক্তম্,—“সতত্বতোহন্যথাপ্রথা বিকার ইত্যুদৌরিতঃ ।
অতত্বতোহন্যথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদারুতঃ ॥” ইতি ॥ ৮৯ ॥

টীকা ।—আত্মবস্তুনি মিথ্যা প্রপঞ্চস্য সানাত্নতো বিশেষতশ্চ
অধ্যারোপপ্রকারঃ ন প্রপঞ্চমভিধায় ইদানীং তদপবাদপ্রকারং বক্তুমা-
বভূতে—অপবাদ ইতি । অসঙ্গোদাসীনে পরমাঅবস্থনি তদ্বিবর্ত্তভূতা-
জ্ঞানাদিমিথ্যা প্রপঞ্চস্য চিদস্বমাত্রাবশেষতয়া অবস্থানমেব অপবাদ ইতি
বক্তুং প্রথমং লৌকিকং দষ্টান্তমাত—রজ্জুবিবর্ত্তশ্চেতি । রজ্জুস্বরূপাপরি-
ত্যাগেন সর্পাকাবেণ ভাসমানস্য রজ্জুবিবর্ত্তস্য অপবাদঃ নাশো নাম অধিষ্ঠান-
রজ্জুমাাত্রতয়া অবস্থানবৎ চিদ্বিবর্ত্তস্য অজ্ঞানাদিপ্রপঞ্চস্য নাশো নাম চিন্মাত্র-
ত্বেনাবস্থানমিত্যর্থঃ । অত্র যথাস্বরূপেণাবস্থিতস্য বস্তুনঃ অন্যথাভাবো দ্বিধা
ভবতি, পরিণামভাবো বিবর্ত্তভাবশ্চেতি । তত্র পরিণামভাবো নাম বস্তুনো
বথার্থতঃ স্বস্বরূপং পরিত্যজ্য স্বরূপান্তরাপত্তিঃ, যথা দ্রব্ধমেব স্বস্বরূপং
পরিত্যজ্য দধ্যাকাবেণ পরিণমতে । বিবর্ত্তভাবস্ত বস্তুনঃ স্বস্বরূপাপরি-
ত্যাগেন স্বরূপান্তরেণ মিথ্যাপ্রতীতিঃ, যথা রজ্জুঃ স্বস্বরূপাপরিত্যাগেন

সর্পাকারেণ মিথ্যা প্রতিভাসতে । অত্র বেদান্তে ব্রহ্মণি প্রপঞ্চভানশ্চ পরিণামভাবো নাক্ষীক্রিয়তে, তুচ্ছাদিবং ব্রহ্মণোহপি বিবর্তিত্বপ্রসঙ্গাদ-
নিত্যত্বাদিদোষাপত্তেঃ । বিবর্ত্তভাবাক্ষীকারে তু নাশঃ দোষঃ ব্রহ্মণি
প্রপঞ্চভানশ্চ মিথ্যাহেন বিকাবিত্তাভাবাৎ । তত্চক্ৰম্ —“অধিষ্ঠানাবশেষো হি
নাশঃ কল্পিতবস্তুনঃ” (সূতসংহিতা ৪।২৮) ইতি । তস্মাৎ চিদ্ধিবর্ত্তশ্চ
প্রপঞ্চশ্চ চিন্মাত্রাবস্থানমেব অপবাদ ইতি ভাবঃ ।

অস্মিন্নপর্বে গ্রন্থান্তবসংবাদং দর্শয়তি — তত্চক্ৰমিতি ॥ ৮৯ ॥

অনুবাদঃ — আত্মারূপ সত্যবস্তুতে মিথ্যা জগৎপ্রপঞ্চের
আরোপ সর্বিস্তারে দেখাইয়া এক্ষণে তাহার অপবাদ দেখাইতে-
ছেন—বজ্জবিবর্ত্তরূপ সর্পের বজ্জমাত্রাবশেষেব ন্যায় অর্থাৎ বজ্জ
নিজস্বরূপ পরিবর্ত্তন না করিয়াও সর্পাকারে প্রতিভাত হইয়া, পরে
সেই সর্পভ্রান্তি দূর হইলে যেমন নিজ বজ্জরূপেতেই অবস্থিত হয়,
তদ্রূপ বস্তুবিবর্ত্ত অবস্তুরূপ যে অজ্ঞানাদিপ্রপঞ্চ, তাহার বস্তুমাত্র-
তাই অপবাদ অর্থাৎ অনাসক্ত উদাসীন ব্রহ্মরূপ যথার্থ বস্তুতে যে
অবস্তুরূপ অজ্ঞানাদি প্রপঞ্চ, তাহার নিবারণ হইবা পুনরায় ব্রহ্ম-
রূপবস্তুজ্ঞানই অপবাদ বলিয়া কথিত হয় । স্বরূপাবস্থিত বস্তুর
দুই প্রকারে অগ্যাভাব হয়, প্রথম পরিণামভাব, দ্বিতীয়
বিবর্ত্তভাব, তাহার মধ্যে কোন বস্তুর যথার্থ স্বরূপ পরিবর্ত্তিত হইয়া
রূপান্তরে পরিণতির নাম পরিণামভাব, যেমন তুচ্ছ নিজ রূপ
পরিভাগ করিয়া দধিরূপে পরিণত হয় । আর বিবর্ত্তভাব
বলিতে কোন বস্তু নিজ যথার্থরূপ পরিভাগ না করিয়াও ভ্রান্তি
বশতঃ লোকচক্ষুতে রূপান্তরে আভাসমানহ, যেমন বজ্জ নিজস্বরূপ

পরিভাগ না করিয়াও ভ্রান্তিবশতঃ সৰ্পরূপে প্রতীত হয় । এ স্থলে ব্রহ্মে ভ্রান্তি বশতঃ জগৎপ্রপঞ্চের আরোপ বিবৰ্ভভাব । দুষ্কের দধিরূপে পরিণতির আয় ব্রহ্মবস্তুতে জগৎপ্রপঞ্চভানের পরিণাম-ভাব স্বীকার করিলে বিকারিত্বপ্রসঙ্গ বশতঃ ব্রহ্মের অনিত্যতাদি দোষ ঘটে বলিয়া বেদান্তশাস্ত্র পরিণামভাব স্বীকার করেন না, বিবৰ্ভভাবই স্বীকার করেন । শাস্ত্রান্তরেও উক্ত হইয়াছে—
তত্ত্বের সহিত যে অণুখা-প্রথা অর্থাৎ বস্তুবিশেষের যথার্থভাবে যে রূপান্তরে পরিণতি, তাহাই বিকার বলিয়া কথিত হয় ; আর তত্ত্বরহিতের যে অণুখা-প্রথা অর্থাৎ যথার্থভাবে যাহার রূপান্তর হয় না, ভ্রান্তি বশতঃ রূপান্তর বলিয়া প্রতীতি হয়, তাহাই বিবৰ্ভ । ৮৯ ।

তথা হি খলু উচ্যতে, যথা এতৎ ভোগায়তনং চতুর্বিধ-
সূক্ষশরীরজাতম্, এতদ্রোগ্যরূপান্নপানাদিকম্, এতদাশ্রয়-
ভূতভূরাদিচতুর্দশভুবনানি, এতদাশ্রয়ভূতং ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ
এতৎসর্বমেতেষাং কারণরূপপক্ষীকৃতভূতমাত্রং ভবতি ।

এতানি শব্দাদিবিষয়সহিতানি পক্ষীকৃতভূতজাতানি
সূক্ষশরীরজাতঞ্চ এতৎ সর্বমেতেষাং কারণরূপমপক্ষী-
কৃতভূতমাত্রং ভবতি । এতানি সত্ত্বাদিগুণসহিতানি
অপক্ষীকৃতপঞ্চভূতানি উৎপত্তিব্যুৎক্রমেণ এতৎকারণ-
ভূতাজ্ঞানোপহিতচৈতন্যমাত্রং ভবতি ।

এতদজ্ঞানমজ্ঞানোপহিতং চৈতন্যঞ্চ ঈশ্বরাদিকং
এতাদাধারভূতানুপহিতচৈতন্যরূপং তুরীয়ং ব্রহ্মমাত্রং
ভবতি ॥ ৯০ ॥

টীকা :—সামান্যভাৱে দৰ্শিতানুপবাদপ্রক্ৰিয়াং বিস্তাৰেণ প্ৰতি-
পাদয়িতুং প্ৰতিজ্ঞানীতে—তথাহীতি । স্থূলসূক্ষ্মকাৰণপ্ৰপঞ্চানাম্ উৎপত্তি-
বৈপৰীত্যেন তত্ত্বকাৰণৰূপেণাবস্থানমেব অপবাদ ইত্যাহ—এতদ্ভোগায়-
তনমিতি । এতং স্থূলশৰীৰং স্বাশ্ৰয়ব্ৰহ্মাণ্ডসহিতং স্বকাৰণভূতেষু পক্ষীকৃতেষু
পঞ্চমহাভূতেষু লীনং সং তন্মাত্রতয়া অবতিষ্ঠতে । তানি চ পক্ষীকৃতানি
ভূতানি শব্দাদিসহকৃতানি সপ্তদশাবয়বাত্মকলিঙ্গশৰীরাণি স্বকাৰণেষু
অপক্ষীকৃতভূতেষু লীনানি ভবন্তি । তানি অপক্ষীকৃতানি সৎসাদিগুণসহিতানি
স্বকাৰণাজ্ঞানোপহিতচৈতন্যে লীনানি ভবন্তি ।

তচ্চ অজ্ঞানং তদুপহিতচৈতন্যং পক্ষীকৃতাদিগুণবিশিষ্টঞ্চ স্বাধাবভূতানুপ-
হিতচৈতন্যে লীনং ভবতি, চৈতন্যমেবাবশিষ্ট্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৯০ ॥

অনুবাদ ।—অপবাদপ্ৰক্ৰিয়া সামান্যভাবে বলিয়া
এক্ষণে বিস্তৃতভাবে বলিতেছেন—ভোগায়তনস্বরূপ জরায়ুজাদি
এই চতুर्वিধ স্থূলশৰীৰ, ভোগ্যস্বরূপ অন্নপানাদি, ইহাদের আশ্ৰয়-
স্বরূপ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ইত্যাদি চতুর্দশ ভুবন, এবং এই সকলের
আশ্ৰয়স্বরূপ ব্ৰহ্মাণ্ড, এই সকলই ইহাদের কাৰণস্বরূপ পক্ষীকৃত
ভূতমাত্র অর্থাৎ স্বাশ্ৰয় ব্ৰহ্মাণ্ডসহিত এই স্থূলশৰীৰ, অন্নপানাদি,
ভূরাদি চতুর্দশ ভুবন এই সমস্তই পক্ষীকৃতপঞ্চমহাভূতে লীন
হইয়া তন্মাত্ররূপে অবস্থিত আছে । শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়ার্থ-
সমূহের সহিত এই পক্ষীকৃতভূতসমূহ সপ্তদশ অবয়বাত্মক সূক্ষ্ম বা

লিঙ্গশরীর এই সমস্তই ইহাদের কারণস্বরূপ অপক্ষীকৃতভূতমাত্র অর্থাৎ ইহারা অপক্ষীকৃতভূতে লীন হইয়া থাকে । সদ্ধাদিগুণ-ত্রয়ের সহিত এই অপক্ষীকৃত পঞ্চমহাভূত উৎপত্তির বৈপরীত্য-ক্রমে অর্থাৎ পর পর ভূত পূর্বপূর্বভূতে লীন হইতে হইতে ইহাদের কারণস্বরূপ অজ্ঞানোপহিত চৈতন্যে লীন হয় । এই অজ্ঞান, অজ্ঞানোপহিত ঈশ্বরাদিচৈতন্য, ইহাদের আধারভূত অনুপহিত চৈতন্যরূপ তুরীয় ব্রহ্মমাত্র । ইহা দ্বারা বুঝা যাই-তেছে যে, স্কূলাদি করিয়া ঈশ্বরাদি পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুই পরিশেষে ব্রহ্মমাত্র পদার্থেই পরিণত হয় ॥ ৯০ ॥

আভ্যামধ্যারোপাপবাদাভ্যাং তৎস্বংপদার্থশোধনমপি সিদ্ধং ভবতি । তথাহি—অজ্ঞানাদিসমষ্টিঃ, এতদুপহিতং সর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টং চৈতন্যং, এতদনুপহিতং চৈতন্যকৈ-তল্লয়ং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদেকত্বেনাবভাসমানং তৎপদবাচ্যার্থো ভবতি । এতদুপাখ্যুপহিতাধারভূতমনুপহিতং চৈতন্যং তৎপদলক্ষ্যার্থো ভবতি ।

অজ্ঞানাদিব্যষ্টিঃ, এতদুপহিতাল্লজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যং, এতদনুপহিতং চৈতন্যকৈতল্লয়ং তপ্তায়ঃপিণ্ডবদেকত্বেনাব-ভাসমানং তৎপদবাচ্যার্থো ভবতি । এতদুপাখ্যুপহিতাধার-ভূতমনুপহিতং প্রত্যগানন্দরূপং তুরায়ং চৈতন্যং তৎপদলক্ষ্যার্থো ভবতি ॥ ৯১ ॥

টীকা :—ফলিতমাহ—আভ্যামিত্যাदि ।

তৎপদার্থশোধন প্রকারঃ প্রতিজানীতে—তথাহীত্যাदि । অজ্ঞানং তদবচ্ছিন্নেশ্বরচৈতন্যং তদনুপহিতচৈতন্যঞ্চ এতদ্ব্যং তপ্তায়াঃপিণ্ডবৎ গাহ্ম-
তাদাত্মাধ্যাসেন একত্বেন প্রতীয়মানং সং তৎপদবাচ্যার্ণো ভবতীত্যর্থঃ ।

তৎপদলক্ষ্যার্থমাহ—এতদিত্যাদি । অজ্ঞানাবচ্ছিন্নেশ্বরচৈতন্যশ্রাধাব-
ভূতং যদনুপহিতচৈতন্যং তং গ্ৰাভ্যাং বিবিক্তং সং ভেদবিবক্ষয়া তৎপদ-
লক্ষ্যার্ণো ভবতীত্যর্থঃ ।

তৎপদবাচ্যার্থমাহ—অজ্ঞানাদী ত্যাदि । বাষ্টিভূতনজ্ঞানং যদন্তঃকরণং,
তদবচ্ছিন্নং জীবচৈতন্যং, তদনুপহিতচৈতন্যঞ্চ ইতি এতদ্ব্যং তপ্তায়াঃপিণ্ডবৎ
পৰস্পরতাদাত্মাধ্যাসেনাভেদবিবক্ষয়া তৎপদবাচ্যার্ণো ভবতীত্যর্থঃ ।

তৎপদলক্ষ্যার্থমাহ—এতদিত্যাদি । অন্তঃকরণোপহিতচৈতন্যদ্বয়শ্রাধার-
ভূতং যদনুপহিতং প্রত্যগানন্দং তুরীয়ং চৈতন্যং তং তৎপদলক্ষ্যার্ণো
ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৯১ ॥

অন্তবাদঃ ।—এই অধ্যাবোপ ও অপবাদ দ্বারা “তৎ” ও
“ত্বং” এই পদার্থদ্বয়ের শোধন অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞানও সিদ্ধ হয় ।
যথা—তৎ ও ত্বং পদের প্রত্যেকেরই বাচ্য ও লক্ষ্য এই দ্বিবিধ অর্থ
হয় । এখানে অজ্ঞানাদির সমষ্টি অর্থাৎ অজ্ঞান, সূক্ষ্মদেহ ও
স্থূলদেহের সমষ্টি এবং তদুপহিত সর্বলজ্জত্বাদি-বিশিষ্ট চৈতন্য অর্থাৎ
ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ ও বিরাক্ট চৈতন্য এবং ঐ দ্বয়ের আশ্রয়ভূত
অনুপহিতচৈতন্য অর্থাৎ স্বমহিমপ্রতিষ্ঠিত অক্ষরশব্দবাচ্য চিন্মাত্র
তুরীয় ব্রহ্মচৈতন্য এই তিন পদার্থ পরস্পর তাদাত্মাধ্যাসের দ্বারা
তপ্তলোহপিণ্ডবৎ অবিবিক্ত অর্থাৎ একরূপে প্রতীয়মান হইয়া
তৎপদের বাচ্যার্থ হয়, আর এই সকল উপাধি দ্বারা উপহিত অর্থাৎ

অজ্ঞানাদির সমষ্টিক্রম উপাধি দ্বারা উপহিত ঈশ্বরচৈতন্যের আধার-
ভূত, সত্ত্বাস্কৃতিজনকহেতু অনুসৃত চিৎসদানন্দদ্বয়াক্রম অনুপহিত
তুরীয়ব্রহ্মচৈতন্য তৎপদের লক্ষ্যার্থ। অজ্ঞানাদির ব্যাপ্তি অর্থাৎ
অজ্ঞান সূক্ষ্মদেহ ও স্থূলদেহের ব্যাপ্তি এবং তদুপহিত অল্পজ্ঞানাদি-
বিশিষ্ট চৈতন্য অর্থাৎ প্রাজ্ঞ, তৈজস ও বিশ্বচৈতন্য এবং অনুপ-
হিত চৈতন্য এই তিনটি তত্ত্বলৌহপিণ্ডের গায় পরস্পর তাদাত্মা-
ধ্যাস দ্বারা একইরূপে প্রতীয়মান হইয়া “হং” পদের বাচ্যার্থ হয়,
এবং অজ্ঞানাদির ব্যাপ্তিক্রম উপাধি দ্বারা উপহিত প্রাজ্ঞাদি চৈতন্য-
ত্রয়ের আশ্রয়ভূত যে অনুপহিত প্রত্যগানন্দস্বরূপ অর্থাৎ শরীর,
ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, তদ্ব্যস্ম জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি অবস্থা
তইতে বিলক্ষণ ও তৎসাক্ষী যে তুরীয়ব্রহ্মচৈতন্য, তিনিই “হং”
পদের লক্ষ্যার্থ বলিয়া নির্দিষ্ট হন ॥ ৯১ ॥

অথ মহাবাক্যার্থো বর্ণ্যতে। ইদং “তদ্ব্যমসি” (ছান্দোগ্য
উঃ ৬।৮।৭) বাক্যঃ সম্বন্ধত্রয়েণ অখণ্ডার্থবোধকং ভবতি।

সম্বন্ধত্রয়ঃ নাম—পদয়োঃ সামান্যধিকরণ্যং, পদার্থয়ো-
র্বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ, প্রত্যগাত্মপদার্থয়োর্লক্ষ্যলক্ষণভাব-
শ্চেতি। যদুক্তং, “সামান্যধিকরণ্যঞ্চ বিশেষণবিশেষ্যতা।
লক্ষ্যলক্ষণসম্বন্ধঃ পদার্থপ্রত্যগাত্মানাম্ ॥” ইতি ॥ ৯২ ॥

তীক্ষ্ণাঃ—পদার্থমভিধায় বাক্যার্থং বক্তু মুপক্রমতে—অথৈত্যাदि।

ননু জীবৈশ্বর্যোঃ কিঞ্চিজ্জঙ্ঘ-সর্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টৈশ্বর্যতত্ত্ববিলক্ষণয়োঃ
তদ্ব্যমসি মহাবাক্যানি পরস্পরবিরুদ্ধার্থপ্রতিপাদকানি কথমর্থগুণকরসং-
বন্ধ প্রতিপাদয়ন্তি? ইত্যশঙ্ক্য সাক্ষাদৈক্যপ্রতিপাদকত্বাবেহপি লক্ষণরা-

সম্বন্ধত্রয়েণার্থৈক্যার্থঃ প্রতিপাদয়ন্তীত্যাহ—ইদমিত্যাदि । সম্বন্ধত্রয়-স্বরূপ-
মাহ—সম্বন্ধত্রয়মিত্যাदि । পদার্থপ্রত্যগাঅনং সম্বন্ধত্রয়সদ্বাবে বুদ্ধসম্মতিমাহ
—তদ্বক্তৃমিত্যাदि ॥ ৯২ ॥

অনুবাদঃ—এক্ষণে মহাবাক্যার্থ বিরূত হইতেছে ।—এই
“তত্ত্বমসি” বাক্য ত্রিবিধ সম্বন্ধ দ্বারা অর্থার্থের অর্থাৎ এক ব্রহ্ম
চৈতন্যমাত্রের বোধক হয় । পদদ্বয়ের সামান্যাদিকরণ্য, পদার্থদ্বয়ের
বিশেষণবিশেষ্যভাব এবং প্রত্যগাত্মা ও পদার্থদ্বয়ের লক্ষ্যলক্ষণভাব
ইহাই সম্বন্ধত্রয় বলিয়া কথিত হয় । তৎ ও ত্বং এই পদদ্বয়ের এক
অধিকরণে অবস্থিতিকে সামান্যাদিকরণ্য, উক্ত পদদ্বয়ের অর্থের
বিশেষণ-বিশেষ্যরূপ সম্বন্ধকে বিশেষণবিশেষ্যভাব এবং প্রত্যগাত্মা
লক্ষ্য ও পদার্থদ্বয় লক্ষণ এইরূপ সম্বন্ধকে লক্ষ্যলক্ষণভাব বলে ।
এ বিষয়ে বুদ্ধপরম্পরাক্রমে উক্ত আছে যে, পদার্থদ্বয় ও প্রত্য-
গাত্ম্যাব সামান্যাদিকরণ্য, বিশেষণবিশেষ্যতা ও লক্ষ্যলক্ষণসম্বন্ধ
এই তিন প্রকার সম্বন্ধ হয় ॥ ৯২ ॥

সামান্যাদিকরণ্যসম্বন্ধস্তাবং যথা—“সোহয়ং দেবদত্তঃ”
ইতি বাক্যে তৎকালবিশিষ্টদেবদত্তবাচক-স-শব্দস্য এতৎ
কালবিশিষ্টদেবদত্তবাচকায়ং-শব্দস্য চ একস্মিন্ দেবদত্ত-
পিণ্ডে তাৎপর্য্যসম্বন্ধঃ, তথা “তত্ত্বমসি”বাক্যেহপি
পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যবাচক-তৎপদস্য অপরোক্ষত্বাদি-
বিশিষ্টচৈতন্যবাচকত্বং-পদস্য চৈকস্মিন্ চৈতন্যে তাৎপর্য্য-
সম্বন্ধঃ ॥ ৯৩ ॥

টীকা ১—পদয়োঃ সামানাধিকরণাং উদাহরণনিষ্ঠং কৃত্বা দর্শয়তি—
সামানাধীত্যাदि । ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তগোঃ শব্দয়োঃ একস্মিন্নগে বৃত্তিঃ
সামানাধিকরণাম্, তচ্চ “সোহয়ং দেবদত্তঃ” ইতি বাক্যে স ইতি তৎপদস্ত
তৎকাল-তদ্দেশবৈশিষ্ট্যং প্রবৃত্তিনিমিত্তম্, এতৎকালতদ্দেশবৈশিষ্ট্যম্ অয়ং-
শব্দস্ত প্রবৃত্তিনিমিত্তং, তথাচ ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তয়োঃ “সোহয়ং” শব্দয়োঃ
একস্মিন্ দেবদত্তপিণ্ডে তাৎপর্যাসম্বন্ধঃ সামানাধিকরণামিতার্থঃ ।

উক্তমর্থং দাষ্টাংস্তিকে যোজয়তি—তথৈতাদি । তথা “তত্ত্বমসি” ইতি
বাক্যেহপি পরোক্ষত্ব-সৰ্বজ্ঞত্বাদিবৈশিষ্ট্যং তৎপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তং, অপরোক্ষত্ব-
কিকিজ্ঞত্বাদিবৈশিষ্ট্যং তৎপদপ্রবৃত্তিনিমিত্তং, তথা চ ভিন্নপ্রবৃত্তিনিমিত্তয়োঃ
“তত্ত্বং” পদয়োরেকস্মিন্ চৈতন্ত্রে তাৎপর্যাসম্বন্ধঃ সামানাধিকরণামিতার্থঃ ॥৯৩॥

অনুবাদ ১—অধুনা দৃষ্টান্ত সহ সামানাধিকরণাসম্বন্ধ বর্ণিত
হইতেছে ।—যেমন “সেই এই দেবদত্ত” এই বাক্যে পূর্বের দৃষ্ট
দেবদত্তের বোধক ‘সেই’ শব্দ, আর অধুনা দৃষ্টমান দেবদত্তের
বোধক ‘এই’ শব্দ, এই দুইটি শব্দেরই এক দেবদত্তপিণ্ডে অর্থাৎ
দেবদত্তরূপ ব্যক্তিতে তাৎপর্যরূপ সম্বন্ধ, তদ্রূপ “তৎ ত্বং অসি”
বাক্যেও অপ্রত্যক্ষ চৈতন্ত্রের বোধক তৎ পদ আর প্রত্যক্ষ চৈতন্ত্রের
বোধক ত্বং পদ, এই পদদ্বয়ের এক চৈতন্ত্রমাত্রে তাৎপর্যরূপ সম্বন্ধ
হইয়া থাকে ॥ ৯৩ ॥

বিশেষণবিশেষ্যভাবসম্বন্ধস্ত—যথা তত্রৈব বাক্যে
স-শব্দার্থতৎকালবিশিষ্টদেবদত্তস্ত, অয়ং-শব্দার্থেতৎকাল-
বিশিষ্টদেবদত্তস্ত চান্মোহন্যভেদব্যাবর্তকতয়া বিশেষণ-
বিশেষ্যভাবঃ, তথাহত্রাপি বাক্যে তৎ-পদার্থপরোক্ষত্বাদি-

বিশিষ্টচৈতন্যশ্চ ত্বং-পদার্থাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যশ্চ
চান্যোহন্যভেদব্যাবর্তকতয়া বিশেষণবিশেষ্যভাবঃ ॥ ৯৪ ॥

টীকা ।—বিশেষণবিশেষ্যভাবসম্বন্ধস্বরূপমাত—বিশেষণেত্যাदि । ব্যাব-
র্তকং বিশেষণং, ব্যাবর্ত্যং বিশেষ্যম্ । তথা চ যথা “সোহয়ং দেবদত্তঃ” ইতি
বাক্যে এব অয়ং শব্দবাচ্যো যোহসৌ এতৎকালৈতদ্দেশসম্বন্ধবিশিষ্টো দেবদত্ত-
পিণ্ডঃ “অয়ং সঃ” ইতি তচ্ছব্দবাচ্যাং তৎকালতদ্দেশবিশিষ্ট-দেবদত্তপিণ্ডাং
ভিন্নো ন ইতি যদা প্রতীয়তে, তদা তচ্ছব্দার্থশ্চ অয়ং-শব্দবাচ্যার্থনিষ্ঠভেদ-
ব্যাবর্তকতয়া বিশেষণত্বম্, অয়ং-শব্দার্থশ্চ ব্যাবর্ত্যত্বাদ্বেশেষ্যত্বং, যদা চ স
ইতি তৎ-শব্দবাচ্যস্তৎকাল-তদ্দেশবিশিষ্টো দেবদত্তপিণ্ডঃ “সঃ অয়ম্” ইতীদং-
শব্দবাচ্যাং এতৎকালৈতদ্দেশসম্বন্ধবিশিষ্টাং অন্যাং দেবদত্তপিণ্ডাং ন ভিন্নতে
ইতি যদা প্রতীয়তে, তদা অয়ং-শব্দবাচ্যশ্চ তচ্ছব্দার্থনিষ্ঠভেদ-বর্তকতয়া
বিশেষণত্বং, তচ্ছব্দার্থশ্চ ব্যাবর্ত্যত্বাৎ বিশেষ্যত্বং, তথা চ “অয়মেব সঃ” “স
এবায়ম্” ইত্যন্যোহন্যভেদব্যাবর্তকতয়া সোহয়ং-শব্দার্থযোঃ পরস্পরবিশেষণ-
বিশেষ্যভাব ইত্যর্থঃ ।

উক্তং বিশেষণবিশেষ্যভাবং দার্ষ্টান্তিকে যোজয়তি—তথাহত্রাপীত্যাदि ।
ইহাপি তত্ত্বমসীতি বাক্যেহপি ত্বং-পদবাচ্যাং যদপরোক্ষত্ব-কিঞ্চিজ্জত্বাদি-
বিশিষ্টং চৈতন্যং, তং তৎ-পদবাচ্যাং সৰ্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যং ন ভিন্নতে
ইতি নুদা প্রতীয়তে, তদা তচ্ছব্দার্থশ্চ ত্বং-পদার্থনিষ্ঠভেদব্যাবর্তকতয়া
বিশেষণত্বং, ত্বং-পদার্থশ্চ ব্যাবর্ত্যত্বাৎ বিশেষ্যত্বম্ । তথা চ তৎ-পদবাচ্যাং
যৎ সৰ্ব্বজ্ঞত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যং, তৎ ত্বং-পদবাচ্যাং কিঞ্চিজ্জত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যং
ন ভিন্নতে ইতি যদা প্রতীয়তে, তদা ত্বং-পদার্থশ্চ তৎ-পদার্থনিষ্ঠভেদব্যাবর্ত-
কত্বেন বিশেষণত্বং, তৎ-পদার্থশ্চ ব্যাবর্ত্যত্বাৎ বিশেষ্যত্বম্ । তথা চ “ত্বং
তদসি” “তত্ত্বমসি” ইতি তত্ত্বং-পদার্থযোঃ পরস্পরং ভেদব্যাবর্তকত্বেন পরস্পরং
বিশেষণবিশেষ্যভাব ইত্যর্থঃ ॥ ৯৪ ॥

অনুবাদঃ—এক্ষণে বিশেষণবিশেষ্যভাবসম্বন্ধ কথিত হইতেছে ।—যে রূপ “সেই” বাক্যেই অর্থাৎ “সেই দেবদত্ত এই,” এই বাক্যেই “সেই” শব্দের অর্থ পূর্বের দৃষ্ট দেবদত্ত, আর “এই” শব্দের অর্থ অধুনা দৃশ্যমান দেবদত্ত, এই দুই অর্থই পরস্পরের ভেদের ব্যবর্ত্তক হেতুক বিশেষণবিশেষ্যরূপ হয়, অর্থাৎ উভয় অর্থেরই এক দেবদত্তপিণ্ডরূপ পরস্পর অভেদ পদার্থেই তাৎপর্য্য, তদ্রূপ “তত্ত্বমসি” বাক্যেও ‘তৎ’ পদের অর্থ অপ্রত্যক্ষ চৈতন্য, এবং “ত্বং” পদের অর্থ প্রত্যক্ষ চৈতন্য, এই দুই অর্থই পরস্পর ভেদের ব্যবর্ত্তক হেতুক বিশেষণবিশেষ্যরূপ হইতেছে ; অর্থাৎ উভয় অর্থেরই পরস্পর অভিন্নরূপে এক চৈতন্যমাত্র পদার্থেই তাৎপর্য্য লক্ষিত হয় ॥ ৯৪ ॥

লক্ষ্যলক্ষণভাবসম্বন্ধস্ত—যথা তত্রৈব স-শব্দায়ং-শব্দয়োস্তদর্থয়োর্ব্বা বিরুদ্ধতৎকালৈতৎকালবিশিষ্টত্ব-পরিত্যাগেন অবিরুদ্ধদেবদত্তেন সহ লক্ষ্যলক্ষণভাবঃ, তথা অত্রাপি বাক্যে তত্ত্বং-পদয়োস্তদর্থয়োর্ব্বা বিরুদ্ধ-পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টত্বপরিত্যাগেনাবিরুদ্ধচৈতুগ্ধেন সহ লক্ষ্যলক্ষণভাবঃ । ইয়মেব ভাগলক্ষণেভ্যুচ্যতে । অস্মিন্ বাক্যে নীলমুৎপলমিতি বাক্যবদ্বাক্যার্থো ন সঙ্গচ্ছতে ।

তত্র তু নীলপদার্থনীলগুণস্ত উৎপলপদার্থোৎপলদ্রব্যস্ত চ শুক্লপটাদিভেদব্যাবর্ত্তকতয়াহন্যোহন্যবিশেষণবিশেষ্যরূপ-

সংসর্গশ্চ, অন্যতরবিশিষ্টশ্চান্যতরশ্চ বা তদৈক্যশ্চ
বাক্যার্থত্বাঙ্গীকরণে প্রমাণান্তরবিরোধাত্বাৎ বাক্যার্থঃ
সঙ্গচ্ছতে ।

অত্র তু তৎ-পদার্থপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যশ্চ তৎ-
পদার্থপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যশ্চ চান্যোহন্যভেদ-
ব্যাবর্তকতয়া বিশেষণবিশেষ্যভাবসংসর্গশ্চ, অন্যতর-
বিশিষ্টশ্চান্যতরশ্চ বা তদৈক্যশ্চ বাক্যার্থত্বাঙ্গীকারে
প্রত্যক্ষাদিপ্রমাণবিরোধাদ্বাক্যার্থো ন সঙ্গচ্ছতে ।

তদুক্তম্—

“সংসর্গো বা বিশিষ্টো বা বাক্যার্থো নাত্র সম্মতঃ ।

অথগৌকরসত্বেন বাক্যার্থো বিদুষাং মতঃ ॥” ইতি

(পঞ্চদশী ৭।৭৫)

অত্র তু গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতীতিবজ্জহল্লক্ষণা
অপি ন সঙ্গচ্ছতে ।

তত্র তু গঙ্গাঘোষয়োরাধারাধেয়ভাবলক্ষণস্য বাক্যার্থ-
স্যাশেষতো বিরুদ্ধত্বাদ্বাক্যার্থমশেষতঃ পরিত্যজ্য
তৎসম্বন্ধিতীরলক্ষণায়া যুক্তহার্জহল্লক্ষণা সঙ্গচ্ছতে ।

অত্র তু পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যৈকত্ব-
রূপস্য বাক্যার্থস্য ভাগমাত্রে বিরোধাত্তাগান্তরমপি
পরিত্যজ্যান্যলক্ষণায়া অযুক্তত্বাৎ জহল্লক্ষণা ন সঙ্গচ্ছতে ।

ন চ গঙ্গাপদং স্বার্থপরিত্যাগেন তীরপদার্থং যথা লক্ষয়তি, তথা তৎ-পদং ভ্রং-পদং বা বাচ্যার্থপরিত্যাগেন ভ্রং-পদার্থং তৎ-পদার্থং বা বোধয়তু, তৎ কুতো জহল্লক্ষণা ন সঙ্গচ্ছতে ? ইতি বাচ্যম্ ।

তত্র তীরপদাশ্রবণেন তদর্থপ্রতীতৌ লক্ষণয়া তৎ-প্রতীত্যপেক্ষায়ামপি তভ্রং-পদয়োঃ শ্রয়মাণত্বেন তদর্থ-প্রতীতৌ লক্ষণয়া পুনঃ অন্যতরপদেনান্যতরপদার্থপ্রতীত্য-পেক্ষাভাবাৎ ।

অত্র “শোণো ধাবতি” ইতিবাক্যবদজহল্লক্ষণাহপি ন সঙ্গচ্ছতে ।

তত্র শোণগুণগমনলক্ষণস্য বাক্যার্থস্য বিরুদ্ধত্বাভ্যুদ-পরিত্যাগেন তদাশ্রয়াশ্রাদিলক্ষণয়া তদ্বিরোধপরিহার-সম্ভবাদজহল্লক্ষণা সম্ভবতি ।

অত্র তু পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টচৈতন্যৈকত্বস্য বাক্যার্থস্য বিরুদ্ধত্বাভ্যুদপরিত্যাগেন তৎসম্বন্ধিনো যস্য কস্যাচিদর্থস্য লক্ষিতত্বাহপি তদ্বিরোধাপরিহারাদজহল্লক্ষ-ণাহপি ন সম্ভবত্যেব ।

ন চ তৎ-পদং ভ্রং-পদং বা স্বার্থবিরুদ্ধাংশপরিত্যাগে-নাংশান্তরসহিতং তৎ-পদার্থং ভ্রং-পদার্থং বা লক্ষয়তু, অতঃ কথং প্রকারান্তরেণ ভাগলক্ষণাঙ্গীকরণম্ ? ইতি বাচ্যম্ ;

একেন পদেন স্বার্থাংশপদার্থান্তরোভয়লক্ষণায়া অসম্ভবাৎ, পদান্তরেণ তদর্থপ্রতীতো লক্ষণায়া পুনরন্যতরপদার্থপ্রতীত্য-
পেক্ষাভাবাচ্চ ।

তস্মাদ্বেথা “সোহয়ং দেবদত্তঃ” ইতি বাক্যং তদর্থো
বা তৎকালৈতৎকালবিশিষ্টদেবদত্তলক্ষণস্য বাক্যার্থম্যাংশে
বিরোধাৎ বিরুদ্ধতৎকালৈতৎকালবিশিষ্টভাংশং পরি-
ত্যজ্যাবিরুদ্ধং দেবদত্তাংশমাত্রং লক্ষয়তি, তথা “তত্ত্বমসি”
ইতি বাক্যং তদর্থো বা পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট-
চৈতন্যৈকত্বলক্ষণস্য বাক্যার্থম্যাংশে বিরোধাদবিরুদ্ধ-
পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্ববিশিষ্টভাংশং পরিত্যজ্যাবিরুদ্ধমখণ্ড-
চৈতন্যমাত্রং লক্ষয়তি ॥ ৯৫ ॥

টীকা ।—ক্রমপ্রাপ্তং লক্ষ্যলক্ষণভাবসম্বন্ধস্বরূপং নিরূপয়িতুনাহ—
লক্ষ্যলক্ষণেভ্যাং । অসাধারণধর্মপ্রতিপাদকং বাক্যং লক্ষণং, তৎপ্রতি-
পাশ্চমবিশিষ্টং বস্তু লক্ষ্যম্ । তথা চ “সোহয়ং দেবদত্তঃ” ইত্যস্মিন্ বাক্যে
সোহয়ং-শব্দযোস্তদর্থবোধ্যো । বিরুদ্ধতৎকাল-তদেবদত্তবিশিষ্টতৎকালৈতৎকাল-
বিশিষ্টত্ব-পরিহারেণাবিরুদ্ধ-দেবদত্তত্ববিশিষ্টদেবদত্তপিণ্ডেন সহ দেবদত্তত্ববিশিষ্ট-
দেবদত্ত-বাচকশব্দস্য লক্ষ্যলক্ষণভাবসম্বন্ধ ইত্যর্থঃ ।

উক্তনর্থং দাষ্টান্তিকে যোজয়তি—তথা অত্রাপীত্যাং । ইহাপি তত্ত্ব-
পদয়োস্তদর্থবোধ্যো । বিরুদ্ধপরোক্ষত্বাপরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টত্বপরিত্যাগেন তত্ত্ব-
পদাভাঃ লক্ষ্যাবিরুদ্ধচৈতন্যেন সহ তত্ত্ব-পদয়োর্লক্ষ্যলক্ষণভাবঃ সম্বন্ধঃ
ইত্যর্থঃ । অত এব তত্ত্ব-পদয়োস্তদর্থবোচ ত্যক্তবিরুদ্ধাংশয়োর্লক্ষণত্বং অখণ্ড-
চৈতন্যস্য লক্ষ্যত্বমিতি ভাবঃ ।

ননু তদ্ব্যস্তাদিবাক্যানাং লক্ষ্যলক্ষণভাবসম্বন্ধপুরস্কারেণ চৈতত্ত্ববোধকত্ব-
মুক্তম্, অতএব তু শাস্ত্রে তেनां বাক্যানাং ভাগলক্ষণং চৈতত্ত্ববোধকত্বং
প্রতিপাद्यते । তদ্ব্যস্তাদিবাক্যেব লক্ষণা ভাগলক্ষণেত্যাদিবিরোধমাশঙ্ক্য
সংজ্ঞাভেদেন বস্তুভেদ ইত্যাহ—ইয়মিত্যাदि । তদ্ব্যস্তাদিবাক্যানাং বিরুদ্ধাংশ-
পরিত্যাগেন অবিরুদ্ধচৈতত্ত্বমাত্রবোধকত্বমেব ভাগলক্ষণে ত্যুচ্যতে ইত্যর্থঃ ।

ননু যথা “নীলোৎপলম্” ইতি বাক্যে নীলত্ববিশিষ্টনীলগুণস্ত উৎপলত্ব-
বিশিষ্টোৎপলদ্ব্যস্তা চ স্ববাস্তবিরুদ্ধভুক্তাদিগুণান্তরপটাদিদ্রব্যান্তরব্যাবর্ত্ত-
কক্ষেণ বিশেষণবিশেষ্যভাবনিরূপিততাদ্ব্যস্তন্যন্যগত্বা নীলগুণবৈশিষ্ট্যস্ত
বাক্যার্থত্বং, তথেষাপি তদ্ব্যস্তাদিবাক্যে তৎ-পদার্থস্ত পদার্থত্বাদি বিশিষ্টধর-
চৈতত্ত্বস্ত, তৎ-পদার্থস্ত অপদার্থত্বাদি বিশিষ্টজীবচৈতত্ত্বস্ত চ অগোহত্বভেদ-
ব্যাবর্ত্তকতয়া বিশেষণবিশেষ্যভূতসর্বজ্ঞত্ব-কিঞ্চিজ্ঞত্বভেদনিরূপিতসংসর্গো
বা সর্বজ্ঞত্বাদি বিশিষ্টস্ত কিঞ্চিজ্ঞত্বাদি বিশিষ্টেন সহ ঐক্যং বা বাক্যার্থো
ভবতু ? ইত্যশঙ্ক্য দৃষ্টান্তদ্বারা স্তিকগোবৈষম্যাত্মবসিত্যাহ—অগ্নিনিতিত্যাदि ।
অগ্নি-তদ্ব্যস্তমীতি বাক্যে নীলোৎপলমিত্যাদিবাক্যবৎ সংসর্গো বা বিশিষ্টো
বা বাক্যার্থো ন সংগচ্ছতে ইত্যর্থঃ ।

নীলোৎপলমিতি বাক্যস্ত সংসর্গবৈশিষ্ট্যার্থপ্রতিপাদকত্বকল্পনে বিরোধ-
ভাবং দর্শয়তি—তত্রৈত্যাदि । নীলোৎপলপদার্থয়োঃ গুণগুণিনোর্বিশেষণ-
বিশেষ্যভাবসংসর্গস্ত নীলগুণবিশিষ্টোৎপলয়োঃ ঐক্যস্ত বা বাক্যার্থত্বাঙ্গীকারে
প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরবিরোধভাবং তত্র তথা সংগচ্ছতে ইতি ভাবঃ ।

তদ্ব্যস্তমীতি বাক্যে তু তৎ-পদার্থয়োঃ সর্বজ্ঞত্ব-কিঞ্চিজ্ঞত্বাদি বিশিষ্টয়োঃ
সর্বজ্ঞত্বাদি বিশিষ্টধরচৈতত্ত্বস্ত কিঞ্চিজ্ঞত্বাদি বিশিষ্টজীবচৈতত্ত্বস্ত বা
অগ্নান্নবিশেষণবিশেষ্যভাবসংসর্গস্ত তদ্ব্যস্তবিশিষ্টচৈতত্ত্বক্যস্ত বা বাক্যার্থ-
ত্বাঙ্গীকারে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণান্তরবিরোধং পূর্বশব্দবৈষম্যং দর্শয়তি—অত্র
ত্বিত্যাदि ।

নমু তদ্ব্যস্তাদিবা কামর্থপ্তার্থং বোধয়তি কিং জহংস্বার্থলক্ষণবা ? কিম-
জহংস্বার্থলক্ষণবা ? আহোস্থিং জহদজহংস্বার্থলক্ষণবা ? ইতি ত্রিন' বিকল্পা
আগ্রে দূষণমাহ—অত্র দ্বিতি । অত্র তদ্ব্যস্তীতি বাক্যো জহংস্বার্থলক্ষণা ন
সংগচ্ছতে ইত্যম্বয়ঃ ।

তদেব দর্শনিতুং জহংস্বার্থলক্ষণায়া উদাহরণং তাবদাহ—গঙ্গায়া-
নিতাদি ।

“মানান্তরবিবোধে তু মুখ্যার্থস্তাপরিগ্রহে । মুখ্যার্থেনাবিনাভূতে
প্রবৃত্তিলক্ষণেষাতে ॥” (বাক্যারুতি ৪৯) ইতি বচনাৎ গঙ্গায়াং
ঘোষাবস্থানাসম্ভবাৎ “গঙ্গায়াং ঘোষ” ইতি বাক্যস্ত মুখ্যার্থে বিরোধে সতি
মুখ্যমর্থং পরিত্যজ্য লক্ষণবা বৃত্ত্যা তৎসম্বন্ধিনি তীরে ঘোষাবস্থানপ্রতি-
পাদনাৎ তত্র জহংস্বার্থলক্ষণাঙ্গীকারো যজ্ঞাতে ইত্যাহ—তত্রৈতাদি ।
আধারার্থেভাবলক্ষণং সৰ্বথা পরিত্যজ্যেত্যর্থঃ ।

তদ্ব্যস্তীতি বাক্যো প্রাক্ প্রতিজ্ঞাতঃ জহংস্বার্থলক্ষণানন্তবদাবিক্ৰমোতি
—অত্র দ্বিতি । তু-শব্দঃ পূর্বস্মাদ্বেশময়াং জ্যোতয়তি । তদ্ব্যস্তীতি বাক্যো
পরোক্ষাপরোক্ষচৈতন্যৈকত্বলক্ষণস্ত বাক্যার্থস্ত বিরোধাতাবাৎ পরোক্ষত্বা-
পরোক্ষত্বপ্রতিপাদকদ্বাংশে বিরোধঃ চৈতন্যৈকত্বে বিরোধাতাবাৎ
গঙ্গাঘোষাদিবাক্যবৎ সৰ্বথা মুখ্যার্থপরিত্যাগাসম্ভবাৎ জহংস্বার্থলক্ষণা ন
সম্ভবতীত্যর্থঃ ।

তত্র হেতুমাহ—ভাগান্তরনিতাদি । বিরুদ্ধয়োঃ পরোক্ষত্বাপরোক্ষত্ব-
য়োরেকত্বাসম্ভবেন তন্ত্যাগেহপি চৈতন্যস্ত ভাগশ্চৈকত্বে বিরোধাতাবাৎ
ত্যাগো ন যজ্ঞাতে ইত্যর্থঃ ।

নমু যথা “গঙ্গায়াং ঘোষঃ প্রতিবসতি” ইতি বাক্যো গঙ্গাপদং প্রবাহ-
লক্ষণং স্বার্থং পরিত্যজ্য স্বসম্বন্ধিতরপদার্থং লক্ষয়তি, তথা “তদ্ব্যস্তি” ইতি
বাক্যো তৎ-পদং স্বার্থং পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্টং পরিত্যজ্য জীবচৈতন্যং লক্ষয়তু ?

এবং ত্বং-পদমপি স্বার্থঃ কিঞ্চিজ্জ্ঞানাদিবিশিষ্টঃ পরিত্যজ্য জৈশ্বচৈতন্যং বা লক্ষয়তু ? তস্যাং জহংস্বার্থলক্ষণৈব ভবতিতাৎপৰ্য্য নিরাকরোতি—ন চেতাদি ।

নিরাকরণপ্রকারমেবাহ—তত্রৈতাদি । শ্রুতবাক্যস্ত মুখ্যার্থবিরোধে মুখ্যার্থসম্বন্ধিতশ্রুতপদার্থে লক্ষণেতি সৰ্বজনসিদ্ধম্ । তথা চ “গঙ্গারাজঃ বোষঃ” ইত্যত্র শ্রুতবাক্যার্থস্ত গঙ্গাবোষরোপাদাধারভাবসম্বন্ধস্ত বিরোধে নতি শ্রয়মাণঃ গঙ্গাপদং স্বার্থপরিত্যাগেন তীরপদার্থং লক্ষয়তীতি যুক্তং গঙ্গাপদার্থস্ত তীরপদার্থপ্রতীতিদাপেক্ষহাং । ইহ ৩ শ্রয়মাণত্বং-পদবোধুপাতনৈব তদর্থসৰ্বজ্ঞহ-কিঞ্চিজ্জ্ঞানাদিবিশিষ্টপ্রতীতো সত্যামপি লক্ষণরা তং-পদেন ত্বং-পদার্থপ্রতীতাপেক্ষাভাবাং ত্বং-পদেন তং-পদার্থপ্রতীতাপেক্ষাভাবাক্ত, মুখ্যার্থে সম্ভবতি লক্ষণায়া অত্যায়াহাং জহংস্বার্থলক্ষণার্থপ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ।

দ্বিতীং দৃশ্যতি—অত্রৈতাদি । অত্র তদ্বদনীতি বাক্যে অজহংস্বার্থ-লক্ষণার্থপ ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ।

কুতঃ ? ইত্যত আহ—তত্র শোণেতাদি । তত্র “শোণো ধাবতি” ইত্যাদি বাক্যে শোণগুণস্ত গমনাসম্ভবেন বাক্যস্ত মুখ্যার্থবিরোধে নতি শ্রয়মাণঃ শোণপদং স্বার্থপরিত্যাগেন স্বাশ্রয়মত্মাদিকং লক্ষয়তীতি যুক্তম্ । অত্র তু তদ্বদন্যাদিবাক্যে ত্বং-পদার্থস্ত পরোলক্ষণাপরোলক্ষণাদিবিশিষ্টেচৈতন্য-কত্বলক্ষণস্ত মুখ্যবাক্যার্থস্ত বিরুদ্ধহাং পরোলক্ষণাপরোলক্ষণপরিত্যাগেন তদ্বিশিষ্টেচৈতন্যলক্ষণার্থস্ত লক্ষিতত্বেহপি তদ্বিরোধপরিহার্যভাবাদজহং-স্বার্থলক্ষণা ন সম্ভবতীত্যর্থঃ ।

নমু তং-পদং স্বার্থঃ বিরুদ্ধপরোলক্ষণাদিধৰ্ম্মং পরিত্যজ্যাবিরুদ্ধচৈতন্যশা-পরিত্যাগেন ত্বং-পদার্থঃ কিঞ্চিজ্জ্ঞানাদিবিশিষ্টঃ জীবচৈতন্যং লক্ষয়তু ? ত্বং-পদং বা স্বার্থঃ বিরুদ্ধাপরোলক্ষণাদিধৰ্ম্মং পরিত্যজ্যাবিরুদ্ধচৈতন্যশাপরি-ত্যাগেন ত্বং-পদার্থঃ সৰ্বজ্ঞাদিবিশিষ্টমীশ্বরচৈতন্যং লক্ষয়তু, কিং ভাগলক্ষ-

ধাঙ্গীকাংগে ? ইতাশঙ্কা নিবাকণোতি—ন চেতাদি । একেন তৎ-পদেন হং-পদেন বা স্বার্থাংশাপরিতাগেন পদার্থান্তরোভঙ্গলক্ষণায়া অসম্ভবাদিত্যর্থঃ ।

অজহংস্বাৰ্গলক্ষণাসম্ভবে হেতুস্তদনাহ—পদান্তয়েণেত্যাদি । তৎ-পদেন হং-পদেন বা তত্তদর্থপ্রতীতে মত্যাং লক্ষণা পুনরুত্তরশ্রাণ্তরপ্রতীত্য-
পেক্ষাভাবাদিত্যর্থঃ ।

অতঃ পনিশেষাং তৃতীদপক্ষ এবাঙ্গাকর্ভবা ইতুপসংহাতি—তস্মাদি-
তাদি । নস্মান্তদ্বনশ্রাদিবাক্যে জহংস্বাৰ্গলক্ষণাজহংস্বাৰ্গলক্ষণদোরসম্ভবঃ,
তস্মাৎ জহদজহংস্বাৰ্গলক্ষণা বিরুদ্ধাংশং পদিতাজ্যাবিরুদ্ধাথগুচৈতন্নান্নং
লক্ষণতীতি যোজনা ।

তত্র দৃষ্টান্তনাহ—নগোতি । যথা “নোহং দেবদত্তঃ” ইতি বাক্যে প্রাপ্তক-
জহংস্বাৰ্গলক্ষণাজহংস্বাৰ্গলক্ষণদোরসম্ভবেন তদর্থশ্চ তৎকাল তদ্বশবিশিষ্ট-
শ্রুতংকালৈতদ্বশবিশিষ্টশ্চ দেবদত্তলক্ষণা কার্যশ্চ একস্মিন্নংশে তৎকালৈ-
তৎকালবৈশিষ্ট্যভাগে বিনোদদর্শনাং তৎপদিতাগেনাবিরুদ্ধদেবদত্তপিণ্ডমাংস-
লক্ষণতীত্যর্থঃ, “নানাস্তববিনোদে” (বাক্যব্রিঃ ৪৯) ইত্যুক্তত্বাদেনেত্যর্থঃ ।

উক্তমর্থং দাষ্টীর্ঘ্যন্তিকে নোজবতি —তথা তদ্বমসীতাদি । তথা
তদ্বনশ্রাদিবাক্যাস্থাপি পনোক্ষদ্রাপনোক্ষদ্রাদিবিশিষ্টেচৈতত্ত্বৈকঅলক্ষণমুখ্যার্থ-
প্রতিপাদকদ্বাসম্ভবাং জহদজহংস্বাৰ্গলক্ষণা বিরুদ্ধপনোক্ষদ্রাপনোক্ষদ্রাদি-
বিশিষ্টাংশপরিত্যাগেনাবিরুদ্ধাথগুচৈতন্নান্ন প্রতিপাদকহং তত্ত্বৈত্যর্থঃ ॥ ৯৫ ॥

অন্তবাদ !—অধুনা লক্ষ্যলক্ষণভাবসম্বন্ধ বলিতেছেন—
যে রূপ “সেই দেবদত্ত এই” এই বচনে “সেই” শব্দ ও “এই”
শব্দের অথবা তাহাদের অর্থের পূর্ববদৃষ্টই এবং আধুনিক দৃশ্যমানত্ব
এই বিরুদ্ধ ধর্মদ্বয় ত্যাগ পূর্বক কেবল অবিরুদ্ধ দেবদত্তের সহিত
লক্ষ্যলক্ষণভাব হয়, তদ্রূপ “তদ্বমসি” বাক্যেও তৎ ও হং এই

উভয় পদের বা ঐ দুই পদের অর্থদ্বয়ের বিরুদ্ধ অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষাদিবিশিষ্টর পরিত্যাগ পূর্বক অবিরুদ্ধ চৈতন্যমাত্রের সহিত লক্ষ্যলক্ষণভাব হইয়া থাকে । ইহারই নাম ভাগলক্ষণা । এই বাক্যে “নীল উৎপল” এই বাক্যের ন্যায় বাক্যার্থ সঙ্গত হয় না, সে স্থলে অর্থাৎ নীল উৎপল এই বাক্যে, নীল পদের অর্থ যে নীলগুণ এবং উৎপল পদের অর্থ যে উৎপল নামক বস্তু, তাহার। যেতাঁদি গুণ ও পটাদি বস্তুর বাবচ্ছেদকর নিবন্ধন পরস্পর বিশেষণবিশেষ্যভাবসম্বন্ধরূপবাক্যার্থস্বীকারকরণে কিংবা একত্র গুণবিশিষ্ট অণুত্বের অর্থাৎ নীলগুণবিশিষ্ট উৎপলের অথবা উৎপলদ্রব্যবিশিষ্টনীলগুণের অথবা তাহাদের অর্থাৎ নীলাদিগুণ ও উৎপলাদিদ্রব্যের একতারূপ বাক্যার্থতাস্বীকারকরণে প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণের বিরোধ না হওয়ায় বাক্যার্থের সঙ্গতি হয় । এ স্থলে অর্থাৎ এই তত্ত্বমসি বাক্যে “তৎ” পদের অর্থ অপ্রত্যক্ষ-ত্ৰাদিবিশিষ্টচৈতন্য আর “হং” পদের অর্থ প্রত্যক্ষত্ৰাদিবিশিষ্ট-চৈতন্য, এই দুইটি পরস্পরভেদের বাবচ্ছেদকরবশতঃ বিশেষণ-বিশেষ্যভাবসম্বন্ধরূপ বা একত্রবিশিষ্ট অণুত্বের অথবা তাহাদের যে ঐক্য, সেই ঐক্যের বাক্যার্থতা অস্বীকারকরণে সর্ববজ্ঞতা-কিঞ্চিজ্ঞতাদিরূপে প্রত্যক্ষাদি অন্য প্রমাণের বিরোধ বশতঃ বাক্যার্থ সঙ্গত হয় না । স্থানান্তরে উক্ত হইয়াছে যে—“সংসর্গই হউক অথবা বিশিষ্টই হউক, এ স্থানে বাক্যের অর্থ অভিপ্রেত নহে, অথগু অর্থাৎ সম্পূর্ণ একরসরূপ বাক্যার্থই বিদ্বদ্গণের অভিমত” । এ স্থলে অর্থাৎ “তত্ত্বমসি” এই বাক্যে “গঙ্গায় ঘোষ

বাস করে” এই বাক্যের অর্থ জহৎস্বার্থরূপ লক্ষণাস্বীকারও সম্ভব হয় না । সে স্থলে গঙ্গা এবং ঘোষ এই উভয়েব আধার-
 আধেয়ভাবরূপ বাক্যার্থের সম্পূর্ণরূপে বিরোধ হয় বলিয়া উক্ত
 বিরোধপরিহারনিমিত্ত গঙ্গাশব্দের বাচ্যার্থ যে বারিপ্রবাহ, তাহা
 সম্পূর্ণরূপে তাগ পূর্বক লক্ষণাশক্তি দ্বারা “তৎসম্বন্ধিতী” এই
 অর্থই যুক্তিসঙ্গত হয় বলিয়া এই বাক্যে জহৎস্বার্থরূপলক্ষণা স্বীকার
 সম্ভব হয় ; কিন্তু “তদ্বমসি” এই বাক্যে প্রত্যক্ষ অপ্রত্যক্ষ এই
 উভয় চৈতন্যের একতারূপ বাক্যার্থে বিরোধ নাই, কেবল
 অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষপ্রতিপাদক অংশেই বিরোধবশতঃ ভাগান্তব
 অর্থাৎ মুখ্যার্থ পরিত্যাগ পূর্বক অগ্ন্যত্র লক্ষণা যুক্তিসঙ্গত নহে
 বলিয়া জহৎস্বার্থরূপলক্ষণাস্বীকারও সম্ভব নহে ; আরও এই
 শব্দটি যেরূপ স্বার্থ অর্থাৎ বারিপ্রবাহরূপ মুখ্যার্থকে পরিত্যাগ
 দ্বারা নিজ তীর এই অর্থে লক্ষণা দ্বারা প্রয়োগ করা যায়,
 তদ্রূপ “তদ্বমসি” এই বাক্যেও তৎ-পদ বা ত্বং-পদ নিজ নিজ
 বাচ্যার্থ অর্থাৎ তৎ-পদের স্বার্থ পরোক্ষত্বাদিবিশিষ্ট ঈশ্বরচৈতন্য,
 ও ত্বং-পদের স্বার্থ কিঞ্চিজ্জ্ঞত্বাদিবিশিষ্ট জীবচৈতন্য এই অর্থ
 পরিত্যাগ পূর্বক ত্বং-পদ বা তৎ-পদের অর্থলক্ষিত হউক, অতএব
 এ স্থলেও জহৎস্বার্থলক্ষণা কেন সম্ভব হইবে না ? ইহাও বলা
 যায় না, যেহেতু পূর্ববর্ণিত অর্থাৎ “গঙ্গায়াং ঘোষঃ” এই বাক্যে
 তীরশব্দ উল্লেখ না থাকায় অর্থবোধ হয় না, অতএব সে স্থানে লক্ষণা
 স্বীকার করিয়া অর্থসঙ্গতি করা হয় । কিন্তু তৎ ও ত্বং এই দুই
 পদেরই উল্লেখ থাকায় অর্থবোধের বাধা না হওয়ায় লক্ষণাস্বীকার

দ্বারা অন্যতর পদ স্বীকার পূর্বক অন্যতর পদার্থবোধ করার কোন প্রয়োজনই হয় না, যেহেতু মুখ্যার্থ দ্বারাই অভিপ্রায় সিদ্ধ হইলে লক্ষণা-স্বীকার অযৌক্তিক ; অতএব জহৎস্বার্থলক্ষণাও সম্ভব নহে । আর “তত্ত্বমসি” বাক্যে “শোণ অর্থাৎ লোহিতবর্ণ ধাবিত হইতেছে” এই বাক্যের গায় অজহৎস্বার্থলক্ষণাও সম্ভব নহে, যেহেতু “শোণ ধাবিত হইতেছে” এই বাক্যে লোহিতবর্ণের গমন অসম্ভব হেতুক উক্তবাক্যের মুখ্যার্থে বিরোধবশতঃ শোণ শব্দের অর্থ ভাগ না করিয়াও লক্ষণা দ্বারা লোহিতবর্ণের আশ্রয় যে অশ্মাদি, অর্থাৎ রক্তবর্ণ অশ্ম ধাবিত হইতেছে, এইরূপ অর্থ করিয়া তাহার বিরোধপরিহার সম্ভব হেতুক ঐ বাক্যে অজহৎস্বার্থ-লক্ষণা যুক্তিযুক্ত । কিন্তু এই “তত্ত্বমসি” বাক্যে অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষাদিবিশিষ্ট চৈতন্যের ঐক্যরূপ বাক্যার্থের অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষ-প্রতিপাদক অংশে বিরোধ বশতঃ বিরুদ্ধ অংশের ভাগ না করিয়াও লক্ষণা দ্বারা তৎসম্বন্ধি যে কোন অর্থ লক্ষিত হইলেও তাহার বিরোধ দূর হয় না ; সুতরাং এ স্থলে অজহৎস্বার্থলক্ষণাও সম্ভব হয় না । আরও তৎ-পদ বা ত্বং-পদ স্বস্ববিরুদ্ধ অর্থাংশ ত্যাগ করিয়া অবিরুদ্ধ অর্থাংশের সতিত তৎ বা ত্বং পদের অর্থ লক্ষিত হউক, সুতরাং তাহাতে প্রকারান্তরে ভাগলক্ষণা স্বীকারের আবশ্যক কি ? এ কথাও বাচ্য নহে । কেন না, এক তৎ বা ত্বং পদ দ্বারা স্বীয় অবিরুদ্ধ অর্থাংশ এবং পদার্থান্তর এই উভয় লক্ষণার অসম্ভব হেতুক আর পদান্তর অর্থাৎ তৎ বা ত্বং পদের দ্বারা সেই অর্থবোধ হওয়ায়, এই বাক্য বা তাহার অর্থ তৎকাল

এবং এতৎকালবিশিষ্ট দেবদত্তরূপ বাক্যার্থের অংশে বিরোধ হেতুক পুনরায় লক্ষণা দ্বারা তাহার অন্যতর পদার্থবোধের অপেক্ষা থাকে না । অতএব “সেই দেবদত্ত এই” এই বাক্যের অতীতকালে দৃষ্ট ও অধুনা দৃশ্যমান দেবদত্তরূপ বাক্যার্থের একাংশে বিরোধ হওয়ায় অতীতকালে দৃষ্টত্ব বা অধুনা দৃশ্যমানত্ব-রূপ বিরুদ্ধ অংশ ভাগ পূর্ববদ্য অবিরুদ্ধ দেবদত্ত-বাক্তিরূপ অংশই যেমন লক্ষ্যার্থ হয়, “স্বর্গসি” এই বাক্য বা তাহার অর্থে অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষাদিবিশিষ্ট চৈতন্যের একতারূপ অপ্রত্যক্ষত্ব ও প্রত্যক্ষত্ব, ভাঙ্গা ভাগ করিয়া অবিরুদ্ধ অংশও চৈতন্যরূপ অংশমান ও লক্ষ্যার্থ হইয়া থাকে ॥ ৯৫ ॥

অথ “অহং ব্রহ্মাহমি” (বৃঃ উঃ ১।৪।১০) ইত্যনুভব-বাক্যার্থো বর্ণ্যতে । এবম্যাচার্য্যোণ্যাপ্যারোপাপবাদপূরঃসরং তদ্বৎ-পদ যৌ শোধয়িত্বা বাক্যেনাখণ্ডার্থেইববোধিতে-হধিকারিণঃ “অহং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-মুক্ত-সত্য-স্বভাব-পরমানন্দানন্তাদয়ঃ ব্রহ্মাহমি” ইত্যখণ্ডাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তিরূপেতি ।

সাত্ত্ব চিত্তপ্রতিবিম্বসহিতা সত্ত্বা প্রত্যগভিন্নমজ্ঞাতং পরং ব্রহ্ম বিবয়ীকৃত্য তদগতাজ্ঞানমেব বাধতে, তদা পটকারণতন্তুদাহে পটদাহবৎ অখিলকার্য্য কারণেজ্ঞানে বাধিতে সতি তৎকার্য্যস্যাখিলস্য বাধিতত্বাৎ তদন্তুভূতা-খণ্ডাকারাকারিতা চিত্তবৃত্তিরপি বাধিতা ভবতি ॥ ৯৬ ॥

টীকা ।—অথচৈতন্ত্যপ্রতিপাদকন্ত তত্ত্বমসীতি বাক্যার্থঃ
সপ্রপঞ্চমভিধায় ইদানীং বজ্জ্বলদানুভববাক্যার্থো বর্ণ্যতে ইত্যাহ—
অথেনাদি । গুরুমুখ্যমবকুত্বস্তত্ত্বমাত্মাদিবাক্যশ্রবণাৎ দেহাশ্রয়াদিত্যজ্ঞ-
পদার্থসকলদৃষ্টাবিলক্ষণপ্রত্যগায়নঃ শুদ্ধেন পরমাত্মনা সহৈকরূপবোধনস্তঃ
কশ্চিদধিকারী লক্ষ্যবসনং সর্বোপাধিবিনিশ্চীকৃতং সচ্চিদানন্দৈকবসনং
অনুভবেন জিজ্ঞাসুরাচার্যোপদিষ্টম্ “অহং ব্রহ্মাহমি” ইতি বাক্যার্থমনুস্মর-
ন্বাত্মানন্দমনুভবতীত্যর্থঃ ।

তৎপ্রকাশনাহ—এবমিত্যাदिना । এবং সংক্ষেপেণ বক্ষ্যমান-প্রকারেণাধি-
কারিণশ্চিত্তত্ত্বভিত্তিরূপেতীতি সন্দ্বয়ঃ ।

কদা উদেতি ? ইত্যপেক্ষায়ানাহ—আচার্যোণেতি । আচার্যোণা-
বিষয়ে উপাধিরহিতেহসঙ্গে নিকলে চৈতন্ত্যে শশশৃঙ্গায়নাণাবিঘ্নয়া অহঙ্কারাদি-
শব্দোক্তানুনিখাপদার্থমধ্যারোপ্য তদপবাদপুরঃসরং তত্ত্ব-পদার্থো শোধনিত্বা
তত্ত্বমসীতি বাক্যেন জহদজহৎস্বার্থলক্ষণয়া বিকল্যাংশপরিত্যাগেনাত্মপ্তার্থ-
চৈতন্ত্যে জ্ঞাতে সতীত্যর্থঃ ।

কিংবিধায়ণী চিত্তভিত্তিরূপেতি ? ইত্যসদ্ব্যঙ্গ্যঃ নিবারণ্যতি—অহমিতি ।
অহং প্রত্যগাত্মা পদং ব্রহ্মাহমীত্যন্বয়ঃ ।

ব্রহ্মানিত্যব্যঙ্গ্যঃ নিবাকরোতি—নিত্যেতি । শুদ্ধপদেন অবিজ্ঞাদি-
দোষরাহিত্যম্ । বুদ্ধপদেন স্বপ্রকাশস্বরূপত্বেন জাড্যাদিকং ব্যবচ্ছিত্ত্বং ।
মুক্তপদেন সর্বোপাধিরাহিত্যম্ । সত্যমিত্যবিনাশিস্বভাবত্বম্ । পরমানন্দপদেন
বৈষয়িকমনুযায়ানন্দাদিচতুর্শ্চব্রহ্মানন্দপর্য্যস্তানাং কর্মজ্ঞত্বেন সাত্ত্বিকরূপ-
ক্ষয়িত্বেন চ তুচ্ছত্বাৎ তেভ্যো বিলক্ষণং নিরতিশয়ানন্দস্বরূপত্বং প্রতিপত্ত্বং ।
অনন্তপদেন ঘটাদিবৎ পরিচ্ছেদরাহিত্যেন দেশতঃ কালতঃ বস্তুতশ্চাপ-
রিচ্ছিন্নত্বং বোধ্যতে । অদ্বয়মিতি নানাত্বনিষেধেন একত্বং বোধ্যতে ইত্যর্থঃ ।

ননু যথা দীপপ্রভা আদিত্যমণ্ডলং ন ব্যাপ্নোতি, ন চ প্রয়োজনমস্তি,

তথা নিত্যশুদ্ধ-স্বপ্রকাশমান্নানং জড়া চিত্তবৃত্তিঃ কথং বিষয়ীকৃত্যোদেতি ? কিং প্রয়োজনং বা ? ইত্যশঙ্ক্যাহ—না হিত্যাदि । সা চিত্তবৃত্তিঃ ন শুদ্ধব্রহ্মবিষয়িণী, কিন্তু অজ্ঞানবিশিষ্টপ্রত্যগভিন্নপরব্রহ্মবিষয়িণী, সা চ চৈতন্যপ্রতিবিম্বসংবলিতা সতী চৈতন্যগতমজ্ঞানং নিবর্তয়তি, তত্শাস্ত্রচৈতন্য-বরকাজ্ঞাননিবৃত্তিরেব প্রয়োজনমিত্যর্থঃ ।

নবধিকারিণস্তদ্বনশ্চাদিবাশ্রবণোৎপন্নাত্মচৈতন্যবৃত্ত্যা তদাশ্রিতাজ্ঞানে নিবর্তিতেষুপি তৎকার্যস্য সকলচরাচরপ্রপঞ্চস্য প্রত্যক্ষতয়া ভাসমানহাং কথমদ্বৈতমিচ্ছিঃ ? ইত্যশঙ্ক্য কাপণ্যাজ্ঞাননাশে তৎকার্যসকলপ্রপঞ্চনাশাদ-দ্বৈতমিচ্ছিরিত্যেতৎ সন্দেহান্তমাহ—তদেত্যাदि ।

নবজ্ঞাননাশেন তৎকার্য প্রপঞ্চনাশোহস্ত, তথাহ্যথাত্মাকারবৃত্তেরনিবৃত্তেঃ অদ্বৈতহানিঃ ? ইত্যশঙ্ক্যাহ—তদন্তর্ভূতেতি । অথাত্মাকারবৃত্তেরপি অজ্ঞান-তৎকার্যাস্তর্ভূতত্বাৎ তন্নিবৃত্ত্যা তন্নিবৃত্তেনাদ্বৈতহানিরিত্যর্থঃ ॥ ৯৬ ॥

অনুবাদঃ—অথচৈতন্যপ্রতিপাদক “তদ্বৃমসি” এই বাক্যের অর্থ বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে “আমিই ব্রহ্ম” জ্ঞানিগণের এই অনুভববাক্যের অর্থ বলা যাইতেছে ।—আচার্য্য মহোদয় পূর্বকথিতরূপে অধ্যারোপ ও অপবাদ ন্যায় বর্ণন করত তৎ ও ইং এই দুই পদার্থ শোধন করাইয়া “তদ্বৃমসি” এই বাক্য দ্বারা অথচৈতন্য উদ্ভবরূপে বুঝাইয়া দিলে অধিকারীর মনে “আমিই নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-সত্যস্বভাব-রূপ পরমানন্দ অনন্ত অদ্বয় ব্রহ্ম” এই প্রকার অথচ আকারে আকারিত অর্থাৎ আমি ও ব্রহ্ম অভেদরূপে অবভাসিত, এইরূপ অথাত্মাকারবিষয়িণী চিত্তবৃত্তি উদ্ভিত হয় । সেই চিত্তবৃত্তি চৈতন্য দ্বারা প্রতিবিম্বিত হইয়া প্রত্যগাত্মায় অভিন্ন অজ্ঞাত পরব্রহ্মকে বিষয়ীভূত করিয়া

পরব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানকেই দূর করিয়া থাকে । তখন বস্তুর কারণস্বরূপ সূত্র দক্ষ হইলে যেরূপ বস্ত্রও দক্ষ হইয়া বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ সমগ্র সংসাররূপ কার্যের কারণস্বরূপ অজ্ঞান ধ্বংস পাইয়া তদন্তর্গত অখণ্ড আকারে আকারিত চিত্তবৃত্তিও দূর হইয়া যায় ॥৯৬॥

তত্র বৃত্তৌ প্রতিবিস্মিতং চৈতন্যমপি যথা প্রদীপপ্রভা
আদিত্যপ্রভাবভাসনাসমর্থ। সতী তয়াহিভিভূতা ভবতি,
তথা স্বয়ং-প্রকাশমান-প্রত্যগভিন্নপরব্রহ্মাবভাসনানহিতয়া
তেনাভিভূতং সৎ স্নোপাধিভূতাখণ্ডবৃত্তৈর্কাষিতদ্বাং দর্পণা-
ভাবে স্খ্যপ্রতিবিস্মস্য স্খ্যমাত্রদ্ববং প্রত্যগভিন্নপরব্রহ্মমাত্রং
ভবতি ॥ ৯৭ ॥

টীকা :—নহু তথাহ্যপ্যণ্ডাকাবৃত্তি প্রতিবিস্মিতং চৈতন্যভাসনদ্বাং
কথংদৈতসিদ্ধিঃ ? ইত্যশঙ্ক্যাহ—তত্রৈতাদি । বৃত্তিনিবৃত্তৌ তৎপ্রতি-
বিস্মিতং চৈতন্যস্ত বিদ্বাবভাসনাসমর্থদ্বাং বৃত্ত্যুপাধিবাদেন তৎপ্রতিবিস্মিত-
চৈতন্যমপি চৈতন্যমাত্রতয়া অবশিষ্ট্যতে, দর্পণোপাধিবিগমে তৎপ্রতি-
বিস্মিতম্ভাবাসস্ত বিসম্ভূতম্ভবান্নতাবশেষবদিত্যর্থঃ । অয়ং ভাবঃ,—
শোধিত’তদ্বৎ’পদার্থস্তাধিকারিণঃ তদা বিজৃম্বিতে গুরুশাস্ত্রাদিত্যন্তত্ব-
মসীতু্যপদেশে অহং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্রসত্য স্বভাব-পরমানন্দাধ্বাখণ্ডব্রহ্মাস্মীতি
চিত্তবৃত্তিকরদরমাসাদয়তি । তদানীমেব তস্তাভিব্যাক্তাখণ্ডচৈতন্যবলেন
তদ্বপরিপীড়িতাজ্ঞাননাশো ভবতি । তদানীং তৎকার্য্যস্ত সর্বস্ত নাশাৎ
তদ্বৃত্তিব্যক্তিরপি স্বয়মেব কতকরজোবৎ দারুমথনজনিতান্নিবৎ উদরস্থ-
চুষ্টজলশাস্ত্যর্থপীততপ্তজলবচ্চ নষ্টা ভবতি । তদানীং তদগতভাসোহপি
স্নোপাধিভূতবৃত্তিনাশাৎ স্বপ্রকাশাবভাসনাসমর্থতয়া দর্পণবিগমে তদুপাধি-

কশ্চ স্বাধিষ্ঠানমুখমাত্রত্ববদধিষ্ঠানমাত্রো ভবতীতি বেদান্তসিদ্ধান্তরহস্যমিতি ।
অত্র তদ্ব্যাহৃতবঃ, “লোকাশ্চ ভাস্তি পদ্মে নবি মোহজগাঃ স্প্রেদ্রজাগ-
মরুনীরসমা বিচিত্রাঃ । ব্যুৎপানকাল ইহ ন স্মারলং বিশুদ্ধপ্রতাক্সুথাক্সি-
পরমাগুতচিহ্নবভৌ ॥ মতঃ পরং ন খলু বিশ্বমথাপি ভাস্তি নহোব
পূৰ্বনপরং নরশৃঙ্গত্বদাম্ । নাবোপ-শাস্ত্রগুরুবাক্যাসমুৎপাদ-ভানুপ্রভা
বিলসতে ক গতং ন জানে ॥ নিরতিশয়-সুখাক্সিষপ্রকাশে পরেহস্মিন্
কথমিদমবিবেকাত্তিতং শ্ৰু কণীব । ক হু গতমধুনা তদেদিশিকো বা
শ্রুতিৰ্বা পদনবিমলবোধেহ্ ভূখিত্তেহ্চ ন জানে ॥” ইতি ।

তদেতৎ সৰ্ব্বং ননসি নিবাপোপসংহরতি—প্রত্যগভিন্নেতি ॥ ৯৭ ॥

অন্তবাদঃ—যেৰূপ প্রদীপপ্রভা ভাস্করপ্রভাকে প্রকাশিত
করিতে অক্ষম হইয়া সয়ং তৎকৰ্দ্বক আক্রান্ত হইয়া নিস্তেজ হয়,
তদ্রূপ সেই চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য, আপনি প্রকাশমান
প্রত্যগভিন্ন পরব্রহ্মচৈতন্যকে প্রকাশিত করিতে অসামর্থ্য বশতঃ
সেই ব্রহ্মচৈতন্য কৰ্দ্বক সয়ং আক্রান্ত হইয়া নিজ উপাধিভূত
অথগু চিত্তবৃত্তির অভাব বশতঃ নিজে প্রত্যগভিন্ন পরমব্রহ্মমাত্রই
বিজ্ঞান থাকেন । যেৰূপ দর্পণের অভাবে মুখপ্রতিবিম্ব মুখমাত্র
হইয়া থাকে, এইরূপেই জ্ঞানীদিগের “আমি ব্রহ্ম” এইপ্রকার
বোধ হইয়া থাকে ॥ ৯৭ ॥

এবঞ্চ সতি “মনসৈবানুদ্ভব্যম্” (বৃঃ উঃ ৪।৪।১৯)
“যন্মনসা ন মনুতে” (কঠঃ উঃ ১।৫) ইত্যনয়োঃ
শ্রুত্যোরবিরোধঃ স্বভিব্যাপ্যত্বাস্তীকারেণ ফলব্যাপ্যত্ব-

প্রতিষেধপ্রতিপাদনাং । উক্তঞ্চ,—“ফলব্যাপ্যত্বমেবাস্য
শাস্ত্রকৃষ্টির্নিরাকৃতম্” (পঞ্চদঃ ৭।৮২) ইতি, “ব্রহ্মণ্যজ্ঞান-
নাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা । “স্বয়ং প্রকাশমানহ্মান্নাভাস
উপযুজ্যতে,” (পঞ্চদঃ ৭।৯১) ইতি চ ॥ ৯৮ ॥

টীকা ।—নহু “মনসৈবাহুদষ্টবাম্” “মনসৈবেদমাপ্তবাম্” (কঠঃ উঃ
৪।১১) “দৃশ্যতে ত্বগ্রায়া বুদ্ধ্যা” (ঐতঃ উঃ ৩।১২) “বুদ্ধ্যালোকনসাধ্যো
হস্মিন্ বস্তুতত্ত্বমিতে যদি” “বুদ্ধিবোগনুপাশ্রিতা যচ্ছিত্তঃ সততং ভব” (গীতাঃ
১৮।৫৭) ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতীনাং “যতো বাচো নিবর্ত্তন্তেহপ্রাপা মনসা মহ”
(তৈতঃ উঃ ২।৯।১) “যন্নমনা ন মনুতে,” (কঠঃ উঃ ৪।১) “অগ্নিদেব তদ্-
বিদিতাদথোহবিদিতাদধি” (কেনঃ উঃ ৩) “অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞানতাং
বিজ্ঞাতমবিজ্ঞানতাং” (কেনঃ উঃ ১১) “অনাশিনোহপ্রমেয়শ্চ” (গীতাঃ
২।১৮) “যদবিজ্ঞাতং ত্বরা বিপ্র ! যন্ন বিজ্ঞাতনাম্মনা । তাভ্যামগ্ন্যং পরং
বিক্রি যদবেশ্যং ন তজ্জড়ম্ ॥” ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতীনাঞ্চ পরস্পরবিরোধমাশঙ্ক্য
পরিহারতি—এবঞ্চৈত্যাदि । এবমুক্তপ্রকারেণ অজ্ঞাতচৈতন্যস্ত বৃত্তিব্যাপ্য-
ত্বাঙ্গীক'রেণ ফলব্যাপ্যত্বে প্রতিবিন্ধে সতীতার্থঃ ।

তদেবাহ—বৃত্তীত্যাदि । অন্তঃকরণবৃত্তিরাবরণনিবৃত্তার্থং অজ্ঞান-
বচ্ছিন্নচৈতন্যং ব্যাপ্তোতীত্যেতদ্রুতিব্যাপ্যত্বেনাঙ্গীক্ৰিয়তে । আবরণভঙ্গা-
নন্তরং স্বয়ং প্রকাশমানং চৈতন্যং ফলচৈতন্যমিত্যুচ্যতে, অস্মিন্ ফলচৈতন্যে
নিষ্কলঙ্কে চিত্তবৃত্তির্ন ব্যাপ্তোতি আবরণভঙ্গ্য প্রাণেব জাতত্বেন প্রয়ো-
জনাতাবাদিতার্থঃ ।

অস্মিন্নগ্ধে গ্রহান্তরং সংবাদয়তি—উক্তঞ্চৈত্যাदि ।

বৃত্তিপ্রতিবিন্ধাভাসচৈতন্যস্তাপি ফলচৈতন্যপ্রকাশকত্বং নেত্যত্রাপি
সম্মতিমাহ—স্বমিত্যাदि ॥ ৯৮ ॥

অনুবাদঃ—উক্তরূপ মীমাংসা স্বীকার করিলে “মন দ্বারাই দর্শনযোগ্য” এবং “যাঁহাকে মন দ্বারা মনন করিতে পারা যায় না” এই উভয়বিধ শ্রুতির বিরোধ হয় না, কেন না, মনোবৃত্তি ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানকে ধ্বংস করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্যরূপ পরব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না, ইহা প্রতিপন্ন হইয়াছে । এ বিষয়ে কথিত আছে যে,—শাস্ত্রকারগণ কর্তৃক ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞাননাশের নিমিত্ত এই চৈতন্যের কলব্যাপ্য-ত্বই নিরাকৃত হইয়াছে, কিন্তু বৃত্তিব্যাপ্তি অপেক্ষিত হইয়াছে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চৈতন্য দ্বারা পরব্রহ্মচৈতন্যের প্রকাশের নিষেধ করত চিত্তবৃত্তি দ্বারা তদ্বিষয়ক অজ্ঞাননাশ অঙ্গীকার করিয়াছেন, কারণ, পরব্রহ্ম স্বপ্রকাশস্বরূপ, সুতরাং অন্য কর্তৃক তাঁহার প্রকাশমানত্বের সম্ভাবনা নাই ॥ ৯৮ ॥

জড়পদার্থাকারাকারিতচিত্তবৃত্তের্বিশেষোহস্তি । তথা হি “অয়ং ঘটঃ” ইতি ঘটাকারাকারিতচিত্তবৃত্তিরজ্ঞাতং ঘটং বিষয়ীকৃত্য তদগতাজ্ঞাননিরসনপূরঃসরং স্বগতচিদা-ভাসেন জড়ং ঘটমপি ভাসয়তি । তদুক্তম্—“বুদ্ধিতৎস্থ-চিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্ । তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ ॥” (পঞ্চদশী ০ ৭।৯১) ইতি ।

যথা দীপপ্রভামণ্ডলমন্ধকারগতং ঘটাদিকং বিষয়ী-কৃত্য তদগতামন্ধকারনিরসনপূরঃসরং স্বপ্রভয়া তদব-ভাসয়তীতি ॥ ৯৯ ॥

ত্ৰিক।—ইদানীং জড়পদার্থবিষয়কচিত্তবৃত্তের ব্রহ্মাকারচিত্তবৃত্ত্যাপেক্ষয়া বৈলক্ষণ্যং দর্শয়িতুমাং—জড়পদার্থেতি । “অহং ব্রহ্মাহ্মি” ইত্যজ্ঞানাবচ্ছিন্ন-ব্রহ্মাকারা বৃত্তিস্তদাবরকমজ্ঞানমাত্রং নিবর্তয়তি, ব্রহ্ম তু স্বপ্রকাশাভ্যাহং স্বয়মেব প্রকাশতে, ন তু বৃত্তিপ্রতিবিশ্বিতচিদাভাসেন চৈতন্যং প্রকাশ্যতে, তত্র তত্ত্বানামর্থ্যাং ; “অহং ঘটঃ” ইতি ঘটাকারাকারিতচিত্তবৃত্তিস্ত ঘটাবচ্ছিন্নচৈতন্যাবরকাজ্ঞানং নিবর্ত্য স্বপ্রতিবিশ্বিতচিদাভাসেন জড়ং ঘটমপি প্রকাশয়তি, অতন্ততো বিশেষোহস্তীত্যর্থঃ ।

এতদেব প্রপঞ্চমিত্তং প্রতিজানীতে—তথা হীতি ।

জড়পদার্থবিষয়িণীং চিত্তবৃত্তিমভিনীং দর্শয়তি—অসমিতি । বৃত্তিসম্বন্ধাৎ প্রাক্ ঘটজ্ঞাতত্বাদজ্ঞাতং ঘটং নিবর্তকতা প্রপত্তা চিত্তবৃত্তিঘটগতাজ্ঞানং দ্বীকূর্বাণা ঘটমপি ভাসয়তি ইত্যর্থঃ ।

অস্মিন্নর্থে বুদ্ধদ্বয়ত্বমাহ—তদ্ব্যক্তিতাদি । বুদ্ধিচ্চ তত্র বুদ্ধৌ প্রতিবিশ্বিতচিদাভাসচ্চ বুদ্ধি-তৎস্বচিদাভাসৌ দ্বৌ এতৌ বুদ্ধিচিদাভাসৌ ঘটং ব্যাপ্নুভ্যঃ, তত্র তদোষ্যেণো ধিগা বৃত্ত্যা ঘটাজ্ঞানং নশ্বেৎ, চিদাভাসেন তু ঘটঃ স্কৃদেদিত্যর্থঃ ।

অত্রাত্ত্বরূপং দৃষ্টান্তমাহ—বণেতাদি । বণা অক্ষকণাবস্থিতং ঘটাদিকং বিষয়ীকৃত্য প্রবর্তমানং দোষপ্রভামণ্ডলং ঘটাববাক্ষকারনিবৃত্তিধারা স্বপ্রভয়া ঘটাদিকং প্রকাশয়তি তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৯২ ॥

অনুবাদ ।—অগ্ৰ আকারে আকারিত চিত্তবৃত্তি হইতে ঘটাদি জড়পদার্থাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে । ঘটপ্রত্যক্ষকালে “এই ঘট” এইরূপ ঘটাকারাকারিতচিত্তবৃত্তি অজ্ঞাত ঘটকে অধিকার করিয়া ঘটগত অজ্ঞানতার ধ্বংসসাধন পূর্বক স্বপ্রতিবিশ্বিতচিদাভাসের দ্বারা অর্থাৎ চিত্তবৃত্তিস্থ চৈতন্যপ্রতিবিশ্ব

দ্বারা ঘট জড় হইলেও তাহাকে প্রকটিত করে । এ বিষয়ে শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, “চিত্তবৃত্তি ও চিত্তবৃত্তিতে প্রতিবিস্মিত চৈতন্য এই দুইটিই ঘটে ব্যাপ্ত হয় বটে, কিন্তু এই উভয়ের মধ্যে চিত্তবৃত্তি ঘটের অজ্ঞানতার ধ্বংস করে আর প্রতিবিস্মিত চৈতন্য ঘটকে প্রকাশিত করে । যেরূপ প্রদীপের প্রভা অন্ধকারস্থ ঘটাদিতে প্রতিফলিত হইয়া ঘটাদিগত অন্ধকার নাশ করত নিজপ্রভা দ্বারা তাহাদিগকে প্রকাশিত করে, তদ্রূপ চিত্তবৃত্তি ঘটাদির অজ্ঞানতা ধ্বংস করে এবং চিত্তবৃত্তিগত চৈতন্য ঐ ঘটাদিকে প্রকাশিত করে ॥ ৯৯ ॥

এবমুত্তমস্বরূপ-চৈতন্যসাক্ষাৎকারপর্য্যন্তঃ শ্রবণমনননিদি-
ধ্যাসনসমাধ্যনুষ্ঠানস্থাপেক্ষিতত্বাৎ তেহপি প্রদর্শ্যন্তে ॥ ১০০ ॥

টীকা ।—ইয়তা গ্রন্থজালেন প্রতিপাদিতস্ত প্রত্যগভিন্নপরমানন্দাখণ্ড-
চৈতন্যস্ত সাক্ষাৎকারলক্ষণাং অখণ্ডাকারান্তঃকরণবৃত্তিঃ প্রতিপিপাদয়িষুঃ
তৎসাধনভূতশ্রবণাদেববিশ্রামুষ্ঠয়েত্বং তেষাং লক্ষণানি চ ক্রমেণ দর্শয়তি—
এবমিত্যাदिনা “অদ্বৈতং বস্তু ভাসতে” ইত্যন্তেন ।

এবমুত্তমশ্রোতৃশ্রুতিযুক্তানুভবৈর্নিরন্তরসমস্তোপাধিপ্রত্যগভিন্নপরমানন্দ-
চিদ্রূপস্ত সাক্ষাৎকারপর্য্যন্তঃ শ্রবণাদীগ্রন্থচ্ছেদ্যানীতি প্রতিজানীতে—
তেহপীতি । শ্রবণাদয়োহপীত্যর্থঃ ॥ ১০০ ॥

অনুবাদ ।—এইরূপ প্রত্যক্চৈতন্য হইতে অভিন্ন পরমা-
নন্দ অখণ্ড চৈতন্যের সাক্ষাৎকার যাবৎ শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন
ও সমাধি অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বশতঃ সেই সকলও প্রদর্শিত
হইতেছে ॥ ১০০ ॥

শ্রবণং নাম—ষড়্ধূলিঙ্গৈরশেষবেদান্তানামদ্বিতীয়বস্তুনি
তাৎপর্য্যাবধারণম্ ॥ ১০১ ॥

টীকা :—তত্র শ্রবণশ্চ লক্ষণমাহ—ষড়্ধূলিঙ্গৈঃ । লীনম্ অর্থঃ
গময়তীতি লিঙ্গশব্দশ্চ ব্যুৎপত্তেঃ ব্রহ্মত্বৈকত্বনিশ্চয়কৈরুপক্রমোপসংহারাদি-
ষড়্ধূলিঙ্গৈঃ সৰ্ব্বেষাং বেদান্তবাক্যানানদ্বিতীয়ে ব্রহ্মাণ তাৎপর্য্যনিশ্চয়ঃ
শ্রবণমিত্যর্থঃ ॥ ১০১ ॥

অনুবাদ ।—শ্রবণ কহাকে কহে, অধুনা তাহাই বিবৃত
হইতেছে—তাৎপর্য্যনির্ণায়ক উপক্রমোপসংহারাদিরূপ বক্ষ্যমাণ
ষড়্ধূলিঙ্গ দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থে সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য্য
অবধারণকে শ্রবণ কহে ॥ ১০১ ॥

লিঙ্গানি তু—উপক্রমোপসংহারভ্যাসাপূর্ব্বতাফলার্থ-
বাদোপপত্ত্যাখ্যানি । • তদুক্তম্—“উপক্রমোপসংহার-
বভ্যাসোহপূর্ব্বতা ফলম্ । অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎ-
পর্য্যনির্ণয়ে ” ॥ ১০২ ॥

টীকা :—তানি চ লিঙ্গানি ক্রমেণোপদিশতি—উপক্রমেতি । তথা
চোক্তম্,—“উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোহপূর্ব্বতা ফলম্ । অর্থবাদোপপত্তী চ
লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে ॥” (বৃ০ স০) ইতি ॥ ১০২ ॥

অনুবাদ :—পূর্ব্বের যে ষড়্বিধ লিঙ্গের উল্লেখ করিয়াছেন,
এক্ষণে সেই ছয় প্রকার কি, তাহাই বলিতেছেন—লিঙ্গ বলিতে

উপক্রমোপসংহার, অভ্যাস, অপূর্বতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি এই ছয়টি । অতঃপর উক্ত হইয়াছে—উপক্রম ও উপসংহার, (১) অভ্যাস, (২) অপূর্বতা, (৩) ফল, (৪) অর্থবাদ, (৫) এবং উপপত্তি (৬) এই ষড়্ভিধ তাৎপর্যান্বিত্যে লিঙ্গ হয় ॥ ১০২ ॥

তত্র প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্তার্থস্য তদাশ্রয়ৈরুপাদানং উপক্রমোপসংহারৌ । যথা ছান্দোগ্যে ষষ্ঠে প্রপাঠকে প্রকরণপ্রতিপাদ্যাদ্বিতীয়বস্তুনঃ “একমেবাদ্বিতীয়ম্” (৬।২।১) ইত্যাদৌ “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” (৬।৮।৭) ইত্যন্তে চ প্রতিপাদনম্ ॥ ১০৩ ॥

টীকা :—উপক্রমোপসংহারৌ তাবদর্শয়তি—প্রকরণপ্রতিপাদ্যন্তেতি । তদুদাহৃত্য দর্শয়তি—যথেন্টি । “একমেবাদ্বিতীয়ম্” ইত্যুপক্রম্য “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” ইতি প্রতিপাদনং উপক্রমোপসংহারাবিতার্থঃ ॥ ১০৩ ॥

অনুবাদ :—উপক্রম ও উপসংহার কাহাকে বলে, তাহা বিবৃত হইতেছে ।—যে প্রকরণে যে বিষয় প্রতিপাদিত হইবে, সেই প্রকরণের প্রথমে ও শেষে সেই বিষয়ের উপাদান অর্থাৎ উল্লেখক যথাক্রমে উপক্রম ও উপসংহার বলা যায় । যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের আদিতে “একমেবাদ্বিতীয়ম্” অদ্বিতীয় ব্রহ্ম একই, ইহা দ্বারা এবং শেষে “ঐতদাত্ম্যমিদং সর্বম্” এই আত্মাই সর্বজগন্ময়, ইহা দ্বারা ঐ প্রকরণপ্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় বস্তু পরমব্রহ্মেরই প্রতিপাদন করা হইয়াছে ॥ ১০৩ ॥

প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্ত বস্তুনঃ তন্মধ্যে পৌনঃপুন্যেন
প্রতিপাদনং অভ্যাসঃ । যথা তত্রৈবাদ্বিতীয়বস্তুনো মধ্যে
“তত্ত্বমসি” ইতি নবকৃত্বঃ প্রদীপাদনম্ ॥ ১০৪ ॥

তীক্ষ্ণা ।—অভ্যাসস্ত লক্ষণমাহ—পৌনঃপুন্যেনেতি । অত্রাপি শ্রুতি-
মুদাহরতি—যথেষ্টাদি ॥ ১০৪ ॥

অনুবাদ ।—অভ্যাস কাহাকে কহে, তাহা বলা যাইতেছে ।
—প্রকরণপ্রতিপাদ্য বিষয়ের পুনঃপুনঃ বর্ণনকে অভ্যাস বলে ।
যেমন ঐ ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকেই প্রকরণমধ্যে
“তত্ত্বমসি” সেই পরমাত্মাই তুমি এই বাক্য দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্ম-
পদার্থের নয়বার প্রতিপাদন করা হইয়াছে ॥ ১০৪ ॥

প্রকরণপ্রতিপাদ্য বস্তুনঃ প্রমাণান্তরেণাবিষয়ী-
করণং অপূর্বত্বম্ । যথা তত্রৈবাদ্বিতীয়বস্তুনো মানান্তরা-
বিষয়ীকরণম্ ॥ ১০৫ ॥

তীক্ষ্ণা ।—অপূর্বত্বস্ত লক্ষণমাহ—প্রকরণেতি । তং হোপনিষদং
পুরুষং পৃচ্ছামি” (বৃ০ উ০ ৩।২।২৬) ইত্যাদিশ্রুতিভিরুপনিষদ্ব্যত্রেবেদান্ত-
প্রতিপাদনাৎ ব্রহ্মণোহপূর্বত্বমিত্যর্থঃ । অথবা ব্রহ্ম স্বপ্রকাশত্বেন স্বব্যবহারি-
স্বাতিরিক্তপ্রমাণানপেক্ষত্বাৎ ব্রহ্মণোহপূর্বত্বমিত্যর্থঃ ॥ ১০৫ ॥

অনুবাদ ।—অপূর্বতা কাহাকে বলে, তাহা বিবৃত হই-
তেছে ।—প্রকরণপ্রতিপাদ্য অর্থের প্রমাণান্তরের অর্থাৎ গ্রন্থান্ত-
রোক্ত প্রমাণের অবিষয়ীকরণ অর্থাৎ অজ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদনের নাম
অপূর্বতা । যেমন উক্ত ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকেই

“তং হৌপনিষদং পুরুষং পৃচ্ছামি” ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য দ্বারা ঐ প্রকরণপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্মের বেদান্তাতিরিক্তপ্রমাণ দ্বারা অজ্ঞেয়ত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে ॥ ১০৫ ॥

ফলন্তু প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্যা তদনুষ্ঠানস্য বা তত্র তত্র শ্রয়মাণং প্রয়োজনম্ । যথা তত্রৈব “আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ, তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে” (৬।১৪।২) ইত্যদ্বিতীয়বস্ত্ত-জ্ঞানস্য তৎপ্রাপ্তিঃ প্রয়োজনং শ্রয়তে ॥ ১০৬ ॥

টীকা :—ক্রমপ্রাপ্তস্ত ফলস্ত লক্ষণমাহ—ফলমিতি ।

অত্রানুরূপমুদাহরণমাহ—আচার্য্যবানিতি । শ্রবণাদিসাধনানাং ব্রহ্মা-
নৈকত্ববিজ্ঞানং প্রয়োজনং, ব্রহ্মজ্ঞানস্ত তু তৎপ্রাপ্তিঃ ফলং, “ব্রহ্মবিদ ব্রহ্মৈব
ভবতি” (মুণ্ড০ উ০ ৩।২।২) “তরতি শোকমাশ্রবিং” (ছান্দো০ উ০
৭।১।৩) ইত্যাদিশ্রুতেরিতার্থঃ ॥ ১০৬ ॥

অনুবাদ :—অধুনা ফল কাহার নাম, তাহা বলা
যাইতেছে ।—প্রকরণপ্রতিপাদ্য আত্মজ্ঞান অথবা তাহার অনুষ্ঠা-
নের সেই সেই স্থলে যে প্রয়োজন শ্রুত হয়, তাহাই ফল ।
যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের ঐ ষষ্ঠ প্রপাঠকেই “আচার্য্যবান্
পুরুষো বেদ” অর্থাৎ আচার্য্যাবিশিষ্ট পুরুষই ব্রহ্মকে জানেন,
“তস্ত তাবদেব চিরং, যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎস্যে” অর্থাৎ
তাঁহার ততটুকু কালই বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না বিমুক্ত অর্থাৎ প্রারন্ধ-
শৃণু হন, অনন্তরই ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন, এই গ্রন্থসন্দর্ভ দ্বারা প্রকরণ-

প্রতিপাদ্য পরব্রহ্মজ্ঞানের ব্রহ্মলাভরূপ প্রয়োজনই শ্রুত
হয় ॥ ১০৬ ॥

প্রকরণপ্রতিপাদ্যস্য তত্র তত্র প্রশংসনং অর্থবাদঃ ।
যথা তত্রৈব “উত তমাদেশমপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং
ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্” (৬।১।৩) ইত্যদ্বিতীয়-
বস্তুপ্রশংসনম্ ॥ ১০৭ ॥

টীকা :—পঞ্চমলিঙ্গস্বার্থবাদস্য লক্ষণমাহ—প্রশংসনমিতি । প্রকরণ-
প্রতিপাদ্যদ্বিতীয়ব্রহ্মস্বরূপস্তাবকব্যাক্যমর্থবাদ ইত্যর্থঃ ।

অত্রাপি শ্রুতিমাহ—উত তমাদেশমিত্যাदि । যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতীতি ।
যেন সকলপ্রপঞ্চাধিষ্ঠানব্রহ্মস্বরূপশ্রবণেনাশ্রুতং প্রপঞ্চজাতমপি শ্রুতং
ভবতি, যেন ব্রহ্মজ্ঞানেনাজ্ঞাতং সৰ্ব্বং জগৎ জ্ঞাতং ভবতি, যেন ব্রহ্মসাক্ষাৎ-
কারেণ সাক্ষাৎকৃতং ভবতি, ব্রহ্মণঃ সৰ্ব্বতঃ সংপ্লুতৌদকস্থানীয়ত্বাদি-
ত্যর্থঃ ॥ ১০৭ ॥

অনুবাদ :—এখন অর্থবাদ বর্ণিত হইতেছে ।—
প্রকরণপ্রতিপাদ্য অর্থের সেই সেই স্থলে প্রশংসার নাম অর্থবাদ ।
যেমন উক্ত ছান্দোগ্যেরই ৬ষ্ঠ প্রপাঠকেই “উত তমাদেশমপ্রাক্ষো
যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্” অর্থাৎ হে
শিষ্য ! তুমি কি সেই বিষয়ে প্রশ্ন করিয়াছ, যাহা জ্ঞাত হইলে
অশ্রুত বিষয় শ্রুত হয়, অনভিমত বিষয় অভিমত হয় অথবা
অস্মৃত বস্তু স্মৃত হয়, অজ্ঞাত বিষয় জ্ঞাত হয় ? এইরূপে অদ্বিতীয়
পদার্থের প্রশংসা কীর্তিত হইয়াছে ॥ ১০৭ ॥

প্রকরণপ্রতিপাদ্যার্থসাধনে তত্র তত্র শ্রয়মাণা যুক্তিঃ উপপত্তিঃ । যথা তত্র “যথা সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যং” (৬।১।৪) ইত্যাদাবদ্বিতীয়বস্তুসাধনে বিকারস্য বাচারম্ভরণমাত্রত্বে যুক্তিঃ শ্রয়তে ॥ ১০৮ ॥

টীকা :—অবশিষ্টায়া উপপত্তেৰ্লক্ষণমাহ—যুক্তিরিতি । তামুদাহরতি—যথা তত্রৈতি । মৃদ্বিকারেষু ঘটাদিষু বিকারনামধেয়য়োৰ্বাচারম্ভণমাত্রত্বেন যথা মৃদেবাবশিষ্যতে নাগ্ন্যং, তথা চিদ্বিবৰ্ত্তস্য প্রপঞ্চস্য গিরিনদীসমুদ্রাভ্যক-
বিকারনামধেয়য়োৰ্বাচারম্ভণমাত্রত্বাৎ চিদ্ভিন্নত্বেবাবশিষ্যতে, রজ্জুবিবৰ্ত্তস্য সৰ্পস্য রজ্জুমাত্রত্বাবশেষবদিত্যর্থঃ ॥ ১০৮ ॥

অনুবাদ :—অধুনা উপপত্তি বর্ণিত হইতেছে ।—যে প্রকরণে যে বস্তু প্রতিপাদ্য, সেই প্রকরণের সেই প্রতিপাদ্য অর্থের সম্ভাব্যতা প্রতিপাদনার্থ সেই সেই স্থানে প্রদর্শিত যুক্তির নামই উপপত্তি । যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদেরই ষষ্ঠ প্রপাঠকে “যথা সৌম্যৈকেন” ইত্যাদি “মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্” ইত্যন্ত শ্রুতি-প্রমাণ দ্বারা অর্থাৎ হে সৌম্য ! যেমন এক মৃৎপিণ্ড বিদিত হইলেই সমস্ত মৃন্ময় পদার্থই অবগত হওয়া যায়, বিকার ও নাম কেবল বাক্যমাত্র, মৃত্তিকাই যথার্থ, তদ্রূপ পরব্রহ্মই সত্য পদার্থ, তদ্ব্যতীত সকলই বাক্যমাত্র, এইরূপে অদ্বিতীয় পদার্থ-প্রতিপাদনে বিকারের বাক্যমাত্ররূপ যুক্তি কথিত হইয়াছে, ঐ যুক্তিই উপপত্তি ॥ ১০৮ ॥

মননস্তু—শ্রুতশ্রাদ্বিতীয়বস্তুনো বেদান্তার্থানুগুণযুক্তি-
ভিরনবরতমনুচিস্তনম্ ॥ ১০৯ ॥

টীকা :—শ্রবণনিরূপণানন্তরং তদুত্তরাস্থ মননশ্চ লক্ষণমাহ—
মননস্থিতি । ষড়্ধিলিঙ্গতাৎপর্যপূর্বকং শ্রুতশ্রাদ্বিতীয়ব্রহ্মণো বেদান্তা-
বিরোধিনীভিযুক্তিভিনৈরন্তর্য্যেণ অনুচিস্তনং মননমিত্যর্থঃ ॥ ১০৯ ॥

অনুবাদ :—বেদান্তপ্রতিপাত্তবিষয়ের অনুকূল যুক্তিসমূহ
দ্বারা নিয়ত শ্রুত অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থের অবিরত চিন্তাকে
মনন কহে ॥ ১০৯ ॥

বিজাতীয়দেহাদিপ্রত্যয়রহিতাদ্বিতীয়বস্তুসজাতীয়-
প্রত্যয়প্রবাহঃ নিদিধ্যাসনম্ ॥ ১১০ ॥

টীকা :—নিদিধ্যাসনলক্ষণমাহ—বিজাতীয়েতি । বিজাতীয়দেহাদি-
বুদ্ধান্তজড়পদার্থবিষয়কপ্রত্যয়নিরাকরণেন সজাতীয়াদ্বিতীয়বস্তুবিষয়ক-
প্রত্যয়প্রবাহীকরণং নিদিধ্যাসনমিত্যর্থঃ ॥ ১১০ ॥

অনুবাদ :—বিরোধি দেহাদিজড়বস্তুবিষয়কজ্ঞান নিরাকরণ
করত অবিরোধি অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়কজ্ঞানের প্রবাহীকরণের নাম
নিদিধ্যাসন ॥ ১১০ ॥

সমাধিস্তু দ্বিবিধঃ ;—সবিকল্পকো নির্বিকল্পকশ্চেতি ।

তত্র সবিকল্পকো নাম জ্ঞাতৃজ্ঞানাদিবিকল্পলয়ানপেক্ষয়া-
হদ্বিতীয়বস্তুনি তদাকারাকারিতায়াশ্চিত্তবৃত্তেরবস্থানম্ ।
তদা মূন্ময়গজাদিভানেহপি মৃদ্তানবৎ দ্বৈতভানেহপ্যদ্বৈতং
বস্তু ভাসতে । তদুক্তমভিযুক্তৈঃ—“দৃশিস্বরূপং গগনোপমং

পরং সৰূদ্বিভাতং তজমেকমক্ষরম্ । অলেপকং সৰ্ব্বগতং
যদদ্বয়ং তদেব চাহং সততং বিমুক্তঃ ওম ॥”
(উপদেশসাহস্রী ১০।১) “দৃশিস্ত শুদ্ধোহহমবিক্রিয়াত্মকো
ন মেহস্তি বন্ধো ন চ মে বিমোক্ষঃ” ইত্যাদি ।

নির্বিকল্পকস্ত—জ্ঞাতৃজ্ঞানাভিভেদলয়াপেক্ষয়াহদ্বিতীয়-
বস্ত্তনি তদাকারাকারিতায়া বুদ্ধিবৃত্তেরতিতরামেকীভাবেনা-
বস্থানম্ ।

তদা তু জলাকারাকারিতলবগানবভাসেন জলমাত্রাব-
ভাসবদদ্বিতীয়বস্ত্তাকারাকারিতচিত্তবৃত্ত্যনবভাসেনাদ্বিতীয়বস্ত্ত-
মাত্রমেবাবভাসতে । ততশ্চাস্য সুষ্পেণ্ডেচাভেদশঙ্কা
ন ভবতি, উভয়ত্র বৃত্ত্যভানে সমানেহপি তৎসদ্ব্যবাসদ্ব্যব-
মাত্রেন অনয়োর্ভেদোপপত্তেঃ ॥ ১১১ ॥

টীকা :—ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োরভিব্যাপ্তভাবে সতি চিত্তমৈকা-
গ্রতাপরিণামঃ সমাধিঃ । স চ দ্বিবিধ ইত্যাহ—সবিকল্পক ইত্যাদি ।

আগুশ্চ লক্ষণমাহ—তত্রৈতি । তত্র তয়োঃ সবিকল্পক-নির্বিকল্প-
কয়োর্মধ্যে সবিকল্পকোহপি দ্বিবিধঃ । “অহং ব্রহ্মাশ্মি” ইতি শব্দানুবিক্ততয়া
অদ্বিতীয়ে বস্ত্তনি চিত্তবৃত্তেরবস্থানমিত্যেকঃ । দ্বিতীয়স্ত জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়-
ত্রিপুটীলয়ানপেক্ষয়া “অহং ব্রহ্মাশ্মি” ইতি শব্দানুবিক্ততয়া অদ্বিতীয়ে বস্ত্তনি
অবিচ্ছেদেন চিত্তবৃত্তেরবস্থানমিতি ।

নমু “ভক্ষিতেহপি লগুনে ন শাস্তো ব্যাধিঃ” ইতি ন্যায়েন উক্তসবিকল্পক-
সমাধ্যোঃ সকলভেদনিরাকরণায় প্রবর্ত্তনাং তয়োরপি জ্ঞাত্বাদিভেদ-
বিষয়কত্বাদদ্বৈতবস্ত্তমাত্রভানং তত্রৈত্যাশঙ্কোত্তরমাহ—তদেতি । তদা

সবিকল্পকসমাধ্যানুভবকালে জ্ঞাত্ৰাদিভেদপ্রতীতাবপি অদ্বৈতং বস্তু ভাসত
এব । স্তবর্ণময়কুণ্ডলাদিভানে স্তবর্ণভানবৎ, মৃন্ময়গজাদিভানে মৃদানবচ্চ,
গজাদিভানস্ত বাচারন্তণমাত্রস্ববৎ জ্ঞাত্ৰাদিভানস্তাপি বাচারন্তণমাত্রস্বাৎ
অদ্বৈতমেব বস্তু ভাসতে ইত্যর্থঃ । যদ্বা “সর্বং খন্দিদং ব্রহ্ম” “ঐতদাত্মামিদং
সর্বম্” ইত্যাদিশ্রুতিবলাৎ “সর্বমহম্” ইতি গিরিনদীসমুদ্রাত্মকং সর্বং
জগৎ স্বাভিন্নসচ্চিদানন্দব্রহ্মত্বেনানুভূয় তস্ত দক্ষপটত্ৰায়েন প্রপঞ্চভানে-
হপ্যদ্বৈতং সচ্চিদানন্দলক্ষণং বস্তু ভাসতে এবৈত্যর্থঃ । তত্শ্রুতং ভগবতা,—
“বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সূহৃদভঃ” (গীতা০ ৭।১৯) ইতি ।

মূলকারোহপি অস্বিন্নার্থে গ্রন্থাস্তরসম্মতিং দর্শয়তি—তত্শ্রুতিমিতি ।
ওমিতি যৎ পরং ব্রহ্ম তদেবাহমিত্যন্বয়ঃ ।

কিং তদিত্যাহ—দৃশিস্বরূপমিতি । দৃশির্দৃষ্টিস্তস্তা রূপং দ্রষ্টৃৎ তদ্যস্ত
পরমাত্মস্বরূপস্ত তৎ দৃশিস্বরূপং সাক্ষিস্বরূপমিত্যর্থঃ । তত্শ্রুতং ভগবতা,—
“উপদ্রষ্টাহনুমত্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ । পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহে-
হস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥” (গীতা০ ১৩।২২) ইতি । পুনঃ কিং স্বরূপং
তৎ ? গগনোপমং গগনম্ উপমা দৃষ্টান্তো যস্ত তৎ গগনোপমং গগনবল্লিলেপ-
স্বরূপমিত্যর্থঃ । তথা চ ভগবদ্বচনম্,—“যথা সর্বগতং সৌন্দর্যাদাকাশং
নোপলিপ্যতে । সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাহহম্মা নোপলিপ্যতে ॥”
(গীতা০ ১৩।৩২) ইতি । যদ্বা গগনোপমং গগনবদমূর্ত্তস্বরূপমিত্যর্থঃ ।
“আকাশশরীরং ব্রহ্ম ” (তৈ০ উ০ ১।৬।২) ইতি শ্রুতেঃ । পুনঃ কিমুত্তমং ?
সকলংবিভাতং সকলদৈব বিভাতং সর্বদৈকস্বরূপেণ ভাসমানং, ন
চন্দ্রাদিপ্রকাশবৎ বুদ্ধিক্ষয়শীলমিত্যর্থঃ । পুনঃ কিমুত্তমং ? অজং জন্মরহিতম্ ।
একং নিরন্তরসমস্তোপাধিভেদম্ । অক্ষরং বিনাশধর্ম্মরাহিত্যেন কূটস্থস্বরূপ-
মিত্যর্থঃ । তথা চ ভগবানাহ,—‘ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোহক্ষর
উচ্যতে” (গীতা০ ১৫।১৬) ইতি । অলেপকং অসঙ্গত্বাদবিজ্ঞাদিদোষ-

রহিতমিত্যর্থঃ । “অসঙ্কো হৃদয়ং পুরুষঃ” (বৃ০ উ০ ৪।৩।১৫) ইতি শ্রুতেঃ । সর্বগতং সর্বত্র ব্রহ্মাদিস্বাবব্রাহ্মণ্যে ভূতেষু গতং ব্যাপ্তম্ । অস্বয়ং স্বজাতীয়-বিজাতীয়স্বগতভেদরাহিত্যেন দ্বিতীয়রহিতম্ । সততং বিমুক্তমিতি সর্বদা কার্য্যকারণাশ্রয়সর্বোপাধিবিবিশ্রুত্বেন সততৈকরূপমিত্যর্থঃ । তথা চ ভাগবতে,—“বন্ধো মুক্ত ইতি ব্যাখ্যা গুণতো মে ন বস্তুতঃ” (১১।১১।১) ইতি । তথা চ এতাদৃশং নিরতিশয়মানন্দং যৎ পরং ব্রহ্ম তদেবাহমিতি ভাবয়তো নিষেধপ্রতিযোগিহেন তত্ত্বপাধেভীনাং তৎপ্রযুক্তভেদভানেহপা-দৈতং ভাসত এবত্যর্থঃ ।

নির্বিকল্পকসমাধিস্বরূপমাহ—নির্বিকল্পকস্বীতি । অয়ঞ্চ দ্বিবিধঃ, চিরকালোভাস্তয়ছত্তরসবিকল্পকসমাধানুভবজনিতসংস্কারসহকৃত্যশ্চিন্তবৃত্তে-জ্ঞানাদিত্রিপুটীলয়পূর্বকমদ্বৈতে বস্তুত্বেকীভাবাবস্থানাশ্রয়ঃ প্রথমঃ । এতন্নির্বিকল্পকসমাধাভাসপাটবেন লুপ্তসংস্কারতয়া জ্ঞানাদিত্রিপুটীলয়-পূর্বকমখণ্ডাকারাকারিতায়াশ্চিন্তবৃত্তৈর্কিনাহপি স্বক্ষুণ্ণং কেবল-চিদানন্দাশ্রয়বস্থানাশ্রয়ঃ দ্বিতীয়ঃ ।

তত্র দ্বিতীয়ং পক্ষমভিপ্রেতাহ—জ্ঞাতৃজ্ঞানাদীতি ।

নস্বয়ং সমাধিস্বষুপ্ত্যোৰ্বিক্ষেপাভাবেন বৃত্ত্যভাবাদভেদমাশঙ্ক্য পরিহরতি—ততশ্চেতি ।

তত্র যুক্তিমাহ—উভয়ত্রৈতি । সমাধিস্বষুপ্ত্যোরিত্যর্থঃ । তৎসদ্যাবেতি । সমাধাবজ্জায়মানবৃত্তিসম্ভাবাং স্বষুপ্তৌ বৃত্ত্যভাবাচ্চ তয়োৰ্ভেদোপপত্তে-রিত্যর্থঃ ॥ ১১১ ॥

অনুবাদঃ—সমাধি দ্বিবিধ ;—সবিকল্পক ও নির্বিকল্পক । এই দুয়ের মধ্যে জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয়ের নাশকে অপেক্ষা না করিয়াই অর্থাৎ ঐ সমস্ত জ্ঞানসত্ত্বেও অদ্বিতীয়ব্রহ্ম-পদার্থে অখণ্ডাকারাকারিত চিন্তবৃত্তির অবস্থানকে সবিকল্পক-সমাধি

কহে । মৃত্তিকার হস্তীতে হস্তিজ্ঞান থাকিতেও যেমন মৃত্তিকাজ্ঞান থাকে, তদ্রূপ সর্বিকল্পক সমাধি অনুভবসময়ে জ্ঞাতা জ্ঞান ইত্যাদি দ্বৈতজ্ঞানসত্ত্বেও অদ্বৈতবস্তুর জ্ঞান হয় । এ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলিয়াছেন যে, সাক্ষিস্বরূপ, গগনতুলা সর্বব্যাপী অথবা নির্লিপ্ত অথবা অমূর্ত, সর্বোৎকৃষ্ট, সর্বদা একই ভাবে প্রকাশমান, জন্ম-রহিত, অক্ষর অর্থাৎ অবিনাশী, সর্বত্র নির্লেপ অর্থাৎ অনাসক্ত, সর্বগত, নিয়ত বিমুক্ত-স্বভাব যে অদ্বিতীয় চৈতন্য, তাহাই আমি । উক্ত শ্লোকে দৃশিস্বরূপ বলিয়াছেন, দৃশি বলিতে আমিই সাক্ষিস্বরূপ বা চৈতন্যঘন, শুদ্ধ, অবিক্রিয়াত্মক, আমার বন্ধও নাই এবং আমার মোক্ষও নাই ইত্যাদি বুঝায় ।

এক্ষণে নির্বিকল্পক সমাধি কি, তাহা 'বলিতেছেন—জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই বিকল্পত্রয়ের নাশকে অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ ঐ সমস্ত জ্ঞান বিলুপ্ত হওয়ায় অখণ্ডাকারাকারিত চিত্তবৃত্তির অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থে একীভূত হইয়া অবস্থানকে নির্বিকল্পক সমাধি কহে । তৎকালে জলমিশ্রিত অতএব জলাকারাকারিত অর্থাৎ জলের সহিত একীভূত লবণের লবণজ-জ্ঞানের অভাবে যেমন কেবল জলমাত্রই জ্ঞান হয়, তদ্রূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মাকারাকারিত অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত একীভূত চিত্তবৃত্তির অপ্রকাশ হেতু অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির স্ফূর্তির অভাব বশতঃ কেবল অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থমাত্রই জ্ঞান হয় । সুতরাং সুষুপ্তি হইতে এই সমাধির পার্থক্য নাই, এ প্রকার আশঙ্কাও হয় না ; কেন না, সমাধি ও সুষুপ্তি এই দুই স্থানেই বৃত্তির অপ্রকাশ সমান হইলেও

তাহাদের অর্থাৎ সমাধি ও সুষুপ্তির সত্তাব ও অসত্তাবমাত্র দ্বারা
এ উভয়ের পার্থক্য সম্যক্ উপলব্ধি হয় অর্থাৎ সুষুপ্তি অবস্থায়
তদাকারাকারিত চিন্তবৃত্তির অভাব থাকে বলিয়াই সমাধি ও
সুষুপ্তিতে পার্থক্য রহিয়াছে ॥ ১১১ ॥

অশ্রাঙ্গানি—যম-নিয়মাসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-
ধ্যান-সমাধয়ঃ ।

তত্রাহিংসাসত্যাস্তেষত্রক্ষচর্য্যাপরিগ্রহাঃ যমাঃ ।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ।

করচরণাদিসংস্থানবিশেষলক্ষণানি পদ্মস্বস্তিকাদীনি
আসনানি ।

রেচক-পূরক-কুস্তকলক্ষণাঃ প্রাণনিগ্রহোপায়াঃ
প্রাণায়ামাঃ ।

ইন্দ্রিয়াণাং স্বস্ববিষয়েভ্যঃ প্রত্যাহরণং প্রত্যাহারঃ ।

অদ্বিতীয়বস্তুশূন্তরিন্দ্রিয়ধারণং ধারণা ।

তত্রাদ্বিতীয়বস্তুনি বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অন্তরিন্দ্রিয়বৃত্তি-
প্রবাহঃ ধ্যানম্ ।

সমাধিস্ত উক্তঃ সবিবাক্লব এব ॥ ১১২ ॥

টীকা ।—উক্তসমাধে: সাধনাপেক্ষায়ামাহ—অশ্রাঙ্গানীতি । তানি
চ সাধনানি ক্রমেণোদ্दिशति—যমেতি । যমাঙ্গষ্টাঙ্গানি সমাধেরস্তরঙ্গসাধনা-
নীত্যর্থঃ ।

প্রথমং যমস্ত লক্ষণমাহ—তত্রৈত্যাди । তেষু যমাগ্ধষ্টাঙ্গেষু মধ্যে
অহিংসাদয়ঃ পঞ্চ যমা অবশ্ঠানুষ্ঠেয়া ইত্যর্থঃ ।

তদনন্তরং নিয়মানাহ—শৌচেত্যাदि । শৌচাদয়ঃ পঞ্চ নিয়মাঃ ইত্যর্থঃ ।
আসনং লক্ষয়তি—করেত্যাदि ।

প্রাণায়ামলক্ষণমাহ—রেচকেত্যাदि । “ইড়য়া পূরয়েদ্বায়ুং
মুঞ্জেদক্ষিণয়াহনিলম্ । যাবৎ শ্বাসং সমানীনঃ কুন্তয়েত্তং সুষুম্নয়া ॥” বদা
বোগী পদ্মাভাসনে উপবিষ্টা যোগমভ্যাসতি, তদা গুল্ফাভ্যাং গুহমূলং
নিষ্পীড়্য খেচরীমূদ্রাসাহায্যেন প্রাণধারণয়া সুষুম্নামার্গেণ মূলাধারাৎ কুণ্ড-
লিনীমুখাপ্য স্বাধিষ্ঠানমণিপূরানাহতবিগ্ধকাজানির্বাণাখ্যষট্চক্রভেদক্রমেণ
সহস্রদলকমলকর্ণিকায়াং বিद्यমানপরমাশ্রনা সহ সংযোজ্য তত্রৈব চিত্তং
নির্বাতিদীপবদচলং কৃত্ব স্বাশ্বানন্দরসং পিবতীত্যেতৎ প্রাণায়ামফলম্ । স চ
দ্বিবিধঃ—অগর্ভঃ সগর্ভশ্চেতি । “মুঞ্জেৎ দক্ষিণয়া বায়ুং মাত্রাহীনমনশ্চধীঃ ।
পূরয়েদ্বাময়া তদ্বৎ কুন্তয়েচ্চ সুষুম্নয়া । যাবৎ শ্বাসং জিত্বাশ্বাসো
ভবেন্মাসাজ্জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥” ইতি । প্রণবোচ্চারণরাহিত্যেন উক্তরেচক-
পূরককুন্তকক্রমেণ প্রাণনিরোধোহগর্ভঃ প্রাণায়ামঃ । “রেচয়েৎ ষোড়শেনৈব
তদ্বৈগুণ্যেন পূরয়েৎ । কুন্তয়েচ্চ চতুঃষষ্ঠ্যা প্রণবার্থমনুস্মরন্ ॥” ইতি
বচনাৎ ষোড়শসংখ্যাকং প্রণবং মনসা জপন্ দক্ষিণয়া বায়ুং বিরেচ্য দ্বাত্রিংশৎ-
সংখ্যাকং প্রণবং মনসা সমুচ্চরন্ বাময়া বায়ুমাপূর্য চতুঃষষ্টিসংখ্যাকং প্রণবং
মনসা জপন্ তদর্থক্ষাকারোকারণকার্দ্দিকমাত্রাশ্রকসার্কিত্রিবলয়াকার-কুণ্ড-
লিনীরূপং চিদানন্দকন্দঞ্চ মূলাদি-ব্রহ্মরজ্জাস্তমসুসনদধন্ সুষুম্নয়া চিত্তমপি
তদেকপ্রবণং কুর্স্বন্ যাবৎ শ্বাসং কুন্তয়েৎ । তদ্বক্তৃমাচার্যৈঃ,—“ষোড়শতদ-
দ্বিগুণচতুঃষষ্টিমাত্রাণি চ তানি চ ক্রমশঃ । রেচকপূরককুন্তকভেদৈস্ত্রিবিধঃ
প্রভঞ্জনায়ামঃ ॥” ইতি প্রাণায়ামপ্রকারঃ ।

ক্রমপ্রাপ্তং

প্রত্যাহারং

নিরূপয়তি—ইন্দ্রিয়াণামিত্যাदि ।

শ্রোত্রাদীনামিল্লিরাণাং স্বস্ববিষয়েভ্যঃ শব্দাদিত্যঃ সকাশাৎ পাষণোপরি
 প্রযুক্তশরসজ্জাতবৎ প্রত্যাবর্তনং প্রত্যাহারঃ । নমিল্লিরাণাং স্বস্ববিষয়েভ্যো
 নিবর্তনং প্রত্যাহার ইত্যুক্তং, তন্ন সম্ভবতি, শব্দাদিবিষয়াণাং সুখসাধনত্বেন
 বৈষয়িকসুখব্যতিরিক্তনিরতিশয়ানন্দসম্ভাবে প্রমাণাভাবাৎ, হৈরণ্যগর্ভাশ্রমৃত-
 ভোগশ্চেশ্বরেণাপি ত্যক্তুমশক্যত্বাদিতি চেন্ন, মূঢ়ৈঃ কস্মজড়ৈর্বিষয়লম্পটৈ-
 স্ত্যক্তুমশক্যত্বেহপি শুদ্ধাস্তঃকরণেন সংসারাবিগ্ধকত্বদর্শিনা বিষয়দোষ-
 দর্শনেন তুচ্ছীকৃতশব্দাদিবিষয়প্রপঞ্চে ন পুরুষোত্তমেন ত্যক্তুং শক্যত্বাৎ ;
 অতথা সংসার এব লোলুপ্যেত । “তস্মাৎ সন্ন্যাসমেবাং তপসামতিরিক্তমাহঃ ॥”
 (মহানাং উং ২৪।১) “এতমেব লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রাজিনঃ প্রব্রজন্তি”
 (বৃহৎ উং মাধ্যং ৪।৪।২২) তৎ সর্বং ভূঃ স্বাহেত্যপ্পু পরিত্যজ্য
 আত্মানমবিচ্ছেৎ” (জাবাং উং ৬) “ন কস্মিণা ন প্রজয়া ধনেন ত্যাগেনৈকে
 অমৃতত্বমানুঃ,” (মহানাং উং ১০।৫) “ব্রহ্মচর্যা দেব প্রব্রজেৎ” “যদহরেব
 বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ বনাদ্ভা গৃহাদ্ভা” (জাবাং উং ৪) “সর্বধর্ম্যান্
 পরিত্যজ্য নামেকং শরণং ব্রজ ” (গীতাং ১৮।৬৬) “সংসারমেব নিঃসারং
 দৃষ্ট্ৱা সারদিদৃক্ষয়া । প্রব্রজন্ত্যকুতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাপ্রিতাঃ ॥
 প্রত্যগ্নিবিদিশাসিন্ধো বেদানুবচনাদয়ঃ । ব্রহ্মাবাপ্ত্যে শ্রুতত্যাগমীপস্তুতীতি
 শ্রুতৈর্কলাং ॥” (বৃহৎ উং ভাঃ বাঃ ১৪) ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃতিভিঃ, তথা
 “আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ” (তৈঃ উং ৩।৬।১) “এতশ্চৈবানন্দশ্চাত্মনি
 ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি” (বৃঃ উং ৪।৩।৩২) “এষোহশ্রু পরমানন্দঃ”
 (বৃঃ উং ৪।৩।৩২) “আত্মৈবানন্দঃ ” (তৈঃ উং ২।৫।১) “যদেষ
 আকাশ আনন্দো ন শ্রুতঃ” (তৈঃ উং ২।৭।১) “আনন্দাক্ষেব খন্নিমানি
 ভূতানি” (তৈঃ উং ৩।৬।১) ইত্যাদিশ্রুতিভিঃ নিত্যাত্মসুখশ্রু
 প্রতিপাদিতত্বাৎ শব্দাদিবৈষয়িকসুখব্যতিরিক্তনিরতিশয়ানন্দসম্ভাবে প্রমাণা-
 ভাবাদিত্যেতদপি নিরন্তং বোদ্ধব্যম্ ।

সম্প্রতি ধারণাং লক্ষয়তি—অদ্বিতীয়েত্যাদি । সর্বেষাং বুদ্ধিসাক্ষিতয়া
বিদ্যमानেহদ্বিতীয়বস্তুনি চিত্তবিক্ষেপণং ধারণেত্যর্থঃ ।

ধারণাপাটবাবেন চিত্তস্থৈর্য্যাবাবাং অদ্বিতীয়বস্তুনি বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন
চিত্তবৃত্তিপ্রবাহীকরণং ধ্যানমিত্যাহ—অত্রেত্যাদি ।

সমাধিরুক্ত এব সবিকল্পকঃ স্মৰ্তব্য ইত্যাহ—সমাধিস্থিতি ॥ ১১২ ॥

অনুবাদঃ—উক্ত নির্বিবিকল্পকসমাধির অঙ্গ আট
প্রকার ;—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান
এবং সবিকল্পক সমাধি । তন্মধ্যে অহিংসা, সত্য, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও
অপরিগ্রহ ইহাকে যম কহে । শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, বেদাধ্যয়ন
এবং ঈশ্বরে প্রণিধান ইহাকে নিয়ম বলা যায় । হস্তপদাদির
সংস্থানবিশেষরূপ পদ্ব্যস্তিকাদি আসন-রচনাকে আসন কহে ।
রেচক-পূরক-কুস্তকরূপ প্রাণবায়ুর নিরোধের উপায়ের নাম
প্রাণায়াম । শব্দস্পর্শাদি ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবিষয় হইতে শ্রোত্ৰেনেত্রাদি
ইন্দ্রিয়গ্রামের নিবৃত্তিসম্পাদনকে প্রত্যাহার বলে । অদ্বিতীয়
ব্রহ্মপদার্থে অন্তঃকরণের অভিনিবেশকে ধারণা বলা যায় ।
অদ্বিতীয় ব্রহ্মপদার্থে অন্তঃকরণের বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্নরূপে অর্থাৎ
মধ্যে মধ্যে বৃত্তিপ্রবাহকে ধ্যান কহে । পূর্বেবাক্ত সবিকল্পক
সমাধিকেই সমাধি বলা যায় ॥ ১১২ ॥

এবমশ্রাঙ্গিনো নির্বিবিকল্পকস্য লয়বিক্ষেপকষায়-
রসাস্বাদলক্ষণাশ্চ হারো বিদ্যাঃ সম্ভবন্তি ।

লয়স্তাবৎ অখণ্ডবস্তুনবলম্বনেন চিত্তবৃত্তেন্নিদ্ৰা ।

অখণ্ডবস্তুনবলম্বনেন চিত্তবৃত্তেরণ্যাবলম্বনং বিক্ষেপঃ ।

লয়বিক্ষেপাতাবেহপি চিত্তবৃত্তেঃ রাগাদিবাসনয়া
স্তকীভাবাৎ অখণ্ডবস্ত্বনবলম্বনং কষায়ঃ ।

অখণ্ডবস্ত্বনবলম্বনেনাপি চিত্তবৃত্তেঃ সবিবল্লকানন্দা-
স্বাদনং রসাস্বাদঃ, সমাধ্যারম্ভসময়ে সবিবল্লকানন্দা-
স্বাদনং বা ॥ ১১৩ ॥

টীকা ।—উক্তযমাণ্ডষ্টাঙ্গসহিতনির্বিকল্পকসমাধের্নির্বিকল্পানুষ্ঠানসিদ্ধার্থং
বিদ্বজ্ঞানবাতিরেকেণ নিরাকরণশ্চ কৰ্ত্তুমশক্যত্বাৎ অশ্চ চতুরো বিদ্বান্
সন্দর্শয়তি—এবমিত্যাदि ।

তত্রাণ্ডং বিদ্বং লক্ষয়তি—লয়স্তাবদिति । লয়ো দ্বিবিধঃ, চিরকাল-
মুক্তাণ্ডাঙ্গসহিতনির্বিকল্পকসমাধ্যাভ্যাসপাটবেনাতিতপ্তলোহিতলক্ষিপ্তজলবিন্দুৎ
তৈলরহিতদীপকলিকাবচ্চ প্রত্যগভিন্নে পরমানন্দে চিত্তবৃত্তৈর্লয়ঃ প্রথমঃ ।
দ্বিতীয়স্ত মুচ্ছাবস্থাৎ আলম্বনে চিত্তবৃত্তেক্ষাহনাদিবিষয়গ্রহণানাদরে
সতি প্রত্যগাশ্বস্বরূপানবভাসনাৎ বৃত্তেস্তকীভাবলক্ষণনিদ্রারূপঃ ।

তত্রাণ্ডমঙ্গীকৃত্য দ্বিতীয়শ্চ বিদ্বৎশ্চেন তত্ত্যাগায় তৎস্বরূপমাহ—অখণ্ড-
বস্ত্বিত্যাदि ।

দ্বিতীয়ং বিদ্বমাহ—অখণ্ডেত্যাদি । অখণ্ডবস্ত্বগ্রহণায়ান্তর্মুখতয়া
প্রবৃত্তায়াশ্চিত্তবৃত্তেশ্চিদনবলম্বনে ত্রস্তপক্ষিৎ পুনর্ক্সাহবিষয়গ্রহণায়
প্রবৃত্তির্বিক্ষেপ ইত্যর্থঃ ।

তৃতীয়ং বিদ্বমাহ—লয়েত্যাদি । রাগাদয়স্বিবিধাঃ—বাহ্যাঃ, আভ্যন্তরাঃ,
বাসনামাত্ররূপাশ্চেতি । বাহ্যাঃ পুত্রাদিবিষয়াঃ, আভ্যন্তরা মনোরাজ্যাদয়ঃ,
সংস্কাররূপা বাসনাময়াঃ । তত্রানেকজন্মাভ্যন্তবাহ্যভ্যন্তররাগাণ্ডভবজনিত-
সংস্কারৈঃ কলুষীকৃতং চিত্তং কথঞ্চিৎ শ্রবণাদিসাধনেনান্তর্মুখমপি চৈতন্য-
গ্রহণসামর্থ্যাভাবাৎ মধ্য এব স্তকীভবতি, যথা রাজদর্শনায় স্বগহান্নির্গতা

রাজমন্দিরং প্রবিষ্ট্য কশ্চিৎ পুরুষস্ত দ্বারপালনিরোধেন স্তকীভাবঃ, তথা পরিত্যক্তবাহুবিষয়স্ত অথগুবস্তুগ্রহণায় প্রবৃত্তস্তোদুব্ধরাগাদিসংস্কারৈঃ স্তকীভাবাদথগুবস্তুগ্রহণং কষায় ইত্যর্থঃ।

চতুর্থং বিঘ্নমাহ—অথগেতি। উক্তসবিকল্পকসমাধোর্ম্মধ্যে দ্বিতীয়ঃ শব্দানন্তবিকল্পিপুটীবিশিষ্টস্তস্মিন্ য আনন্দো বাহুশব্দাদিবিষয়প্রপঞ্চভারত্যাগ-প্রযুক্তো ন তু চৈতন্তপ্রযুক্তঃ; যথা নিধিগ্রহণায় প্রবৃত্তস্ত নিধিপরি-পালকভূতপ্রোতাভাবতস্ত নিধিপ্রাপ্ত্যভাবেহপি ভূতাগনিষ্টনিবৃত্তমাত্রেন কোহপি মহানানন্দো ভবতি, তথা সবিকল্পকসমাধাবথগুবস্তুনবলম্বনেন নিত্যানন্দরসাস্বাদনাভাবেহপি অনিষ্টবাহুপ্রপঞ্চনিবৃত্তিজ্ঞানন্দং সবিকল্পক-রূপং ব্রহ্মানন্দভ্রমেণ আস্বাদয়তি তদ্রসাস্বাদনমিত্যর্থঃ।

লক্ষণান্তরমাহ—সমাধীত্যাди। নির্বিকল্পকসমাধারমু্তকালে অল্পভূয়-মানসবিকল্পকানন্দত্যাগাসহিষ্কৃতয়া পুনস্তত্ত্বৈবাস্বাদনং রসাস্বাদ ইত্যর্থঃ ॥ ১১৩ ॥

অনুবাদঃ—উক্ত যমাদি অষ্টাঙ্গযুক্ত নির্বিকল্পক সমাধির লয়, বিক্ষেপ, কষায় এবং রসাস্বাদন নামে চতুর্বিধ বিঘ্নের সম্ভব। তন্মধ্যে অথগু ব্রহ্মপদার্থকে আশ্রয় না করিয়া চিত্তবৃত্তির নিদ্রাকে লয় কহে। অথগু ব্রহ্মপদার্থকে অবলম্বন না করিয়া চিত্তবৃত্তির অগ্ন্যবস্তু অবলম্বনকে বিক্ষেপ বলা যায়। লয় ও বিক্ষেপ ব্যতীতও রাগাদি বাসনা দ্বারা চিত্তবৃত্তির স্তব্ধতাবশতঃ অথগু ব্রহ্মপদার্থকে অবলম্বন না করার নাম কষায়। অথগু ব্রহ্মপদার্থ আশ্রয় না করিয়াও ব্রহ্মানন্দভ্রমে চিত্তবৃত্তির সবিকল্পক আনন্দা-স্বাদনের নাম রসাস্বাদ, কিংবা নির্বিকল্পক সমাধির আরম্ভসময়ে সবিকল্পক আনন্দাস্বাদনকে রসাস্বাদ কহে ॥ ১১৩ ॥

অনেন বিঘ্নচতুষ্টয়েন বিরহিতং চিত্তং নির্বাতদীপ-
বদচলং সদখণ্ডৈতত্ত্বমাত্রমবতিষ্ঠতে যদা, তদা নির্বিকল্পকঃ
সমাধিরিত্যুচ্যতে । তদুক্তম্,—“লয়ে সম্বোধয়েৎ চিত্তং
বিক্ষিপ্তং শময়েৎ পুনঃ । সন্ধ্যায়ং বিজানীয়াৎ শমপ্রাপ্তং
ন চালয়েৎ ॥ নান্বাদয়েদ্রসং তত্র নিঃসঙ্গঃ প্রজ্ঞয়া
ভবেৎ ॥” (গৌড়পাদকা० ৩৪৪, ৪৫) “যথা দীপো
নিবাতস্থো নেস্পতে সোপমা স্মৃতা” (গীতা० ৬।১৯)
ইতি চ ॥ ১১৪ ॥

টীকা :—প্রাপ্তবিঘ্নচতুষ্টয়নিবৃত্তেঃ ফলমাহ—অনেনেত্যাদি ।

লগাদিবিঘ্নাবসহিতং চিত্তং যদা নির্বাতদীপবদচলমখণ্ডৈতত্ত্বমাত্রমবতিষ্ঠতে
তদা নির্বিকল্পকঃ সমাধিরিত্যর্থঃ ।

লগাদিবিঘ্নসত্ত্বে তন্নিবৃত্তিপ্রকারে চ বুদ্ধসম্মতিমাহ—তদুক্তমিত্যাদি ।
পূর্বোক্তনিদ্রালক্ষণে লয়ে জাতে সতি তন্নিবৃত্ত্যর্থং চিত্তং সম্বোধয়েৎ
চিত্তগতজাডাদিপরিত্যাগেন চিত্তমুদ্বোধয়েৎ । উক্তবিক্ষেপযুক্তং চিত্তং যদা
ভবতি, তদা বিষয়বৈরাগ্যাদিনা চিত্তং শময়েৎ বহিস্মুখতাং পরিত্যজ্যাস্ত-
স্মুখং কুর্যাৎ । উক্তরাগাদিকষায়সহিতং চিত্তং যদা ভবেৎ, তদা বিজানীয়াৎ
ইয়ং রাগাদিবাসনা বাহ্যবিষয়প্রাপিকা, ন তু অখণ্ডবস্তুপ্রাপিকা, অতো
নেয়ং সমীচীনেতি বিবিচ্যা প্রত্যক্ প্রবণবাসনায়াঃ সকাশাদিয়ং নিকৃষ্টা
অতস্ত্যাজোরমিতি জানীয়াদিত্যর্থঃ । যদা সম্যগ্ বস্তুপ্রাপ্তং চিত্তং যদা
ভবতি, তদা তচ্চিত্তং কষায়সহিতং জানীয়াৎ । তচ্চিত্তং যাবতা কালেন
রাগাদিবাসনাঞ্চয়সহিতং ভবতি, তাবৎকালং তচ্চিত্তং স্বস্থানাৎ ন চালয়েৎ
ন কম্পয়েদ্বিতি, বাসনাঞ্চয়ানন্তরং চিত্তং স্বত এব প্রত্যক্ প্রবণং ভবতীত্যর্থঃ ।
নান্বাদয়েদ্বিতি পূর্বোক্তং নবিকল্পকরসং বিষয়প্রপঞ্চভারত্যাগজ্ঞাৎ নান্বাদয়েৎ

নানুভবেৎ । তত্র যুক্তির্মাহ—নিঃসঙ্গ ইতি । যতো নিঃসঙ্গো বৈষয়িক-
সুখদুঃখাদিসঙ্গরহিতঃ, অতঃ প্রজ্ঞয়া যুক্তো ভবেৎ স্থিতপ্রজ্ঞো ভবেদিত্যর্থঃ ।
তদ্বক্তং ভগবতা,—“প্রজহাতি যদা কামান্ সর্কান্ পার্থ ! মনোগতান্ ।
আত্মশ্চেবান্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥” (গীতা• ২।৫৫) ইতি । তস্মাৎপ্রজ্ঞাদি-
বিঘ্নাভাববিশিষ্টচিত্তস্ত চিন্মাত্রতরাহবস্থানং নির্বিকল্পকসমাধিরিত্যর্থঃ ।

তত্র ভগবদুক্তমাহ—যথেষ্টাদি । অথ নির্বিকল্পকসমাধৌ স্বপ্তরূপদিষ্ট-
মার্গেণ যথামতি কিঞ্চিদবিচার্য্যতে । পঞ্চভূমিকোপেতস্ত চিত্তস্ত ভূমিকাত্ৰয়-
পরিত্যাগেন অবশিষ্টভূমিকাদ্বয়ং সমাধিরিত্যুচ্যতে । কাস্তাঃ পঞ্চ ভূমিকাঃ ?
ক্ষিপ্তং, মূঢ়ং, বিক্ষিপ্তং, একাগ্রং, নিরুদ্ধক্লেতি পঞ্চ চিত্তভূমিকাঃ । তত্রাস্বর-
সম্পল্লোকশাস্ত্রদেহবাসনাসু বর্তমানং ক্ষিপ্তমিত্যুচ্যতে । নিদ্রাতল্লাদিগ্রস্তং
চিত্তং মূঢ়মিত্যুচ্যতে । কাদাচিত্তং কথানযুক্তং বহির্গমনশীলমপি উক্ত-
ক্ষিপ্তাদবিশিষ্টতয়া বিক্ষিপ্তং চিত্তমিত্যুচ্যতে । তত্র ক্ষিপ্তমূঢ়য়োঃ সমাধি-
শক্বেব নাস্তি । বিক্ষিপ্তে তু চেতসি বিক্ষেপান্তর্গততয়া দহনান্তর্গত-
বীজবচ্চিত্তস্ত সত্ত্ব এব বিনাশাৎ তদাহপি ন সমাধিঃ । একাগ্রতাং পতঞ্জলিঃ
স্বত্রয়তি, “শান্তোদিতৌ তুলাপ্রত্যয়ৌ চিত্তসৌকাগ্রতাপরিণামঃ”
(যোগ সূ• ৩।১২) ইতি । অস্ত্যর্থঃ—শান্তোহতীতঃ, উদিতো বর্তমানঃ,
প্রত্যয়শ্চিত্তবৃত্তিঃ, অতীতপ্রত্যয়ো যং পদার্থং পরিগৃহ্ণাতি উদিতোহপি তমেব
চেদংগহীয়াৎ, তদা তাবুভৌ তুলাপ্রত্যয়ৌ ভবতঃ, তাদৃশ এব চিত্তস্ত পরিণাম
একাগ্রতেত্যুচ্যতে । একাগ্রতাহভিবৃদ্ধিলক্ষণং সমাধিঃ স্বত্রয়তি, “সর্কার্থ-
তৈকাগ্রতয়োঃ ক্ষয়োদয়ো চিত্তস্ত পরিণামঃ সমাধিঃ” (যোগ সূ• ৩।১১)
ইতি । রজোগুণেন চালামানং চিত্তং ক্রমেণ সর্কার্থান্ পরিগৃহ্ণাতি, তস্ত
রজোগুণস্ত গুণনিরোধায় ক্রিয়মাণেন প্রযত্নবিশেষেণ দিনে দিনে যোগিনঃ
সর্কার্থতা ক্ষীরতে, একাগ্রতা চোদেতি, তাদৃশঃ চিত্তস্ত পরিণামঃ
সমাধিরিত্যর্থঃ । তস্ত সমাধেরষ্টাঙ্গেষু যমনিরমাসনপ্রাণায়ামপ্রত্যাহারাঃ

পঞ্চ বহিরঙ্গানি হিংসাদিত্যো নিষিদ্ধেভ্যো যোগিনং কশ্মভ্যো বময়ন্তি
 নিবর্তয়ন্তীতি অহিংসাদয়ো যমাঃ । জন্মহেতোঃ কামাধর্ম্যান্নিবর্ত্য মোক্ষহেতো
 নিক্ষামধর্ম্যে নিয়ময়ন্তি প্রেরয়ন্তীতি শৌচাদয়ো নিয়মাঃ । যমনিয়ময়োঃ রুষ্ঠান-
 বৈলক্ষণ্যং স্বর্গাতে, “যমান্ সেবেত সততং ন চৈব নিয়মান্ বুধঃ । যমান্
 পততাকূর্বাণো নিয়মান্ কেবলান্ ভজন্ ॥” (মনুঃ ৪।২০৪) ইতি । বুধ্যা
 যমানিয়মৌ সমীক্ষ্য যমবললেষু প্রযত্নেষু বুদ্ধিমতুসন্দধীত । আসনপ্রাণায়াম-
 প্রত্যাহারাঃ ব্যাখ্যাতাঃ । ধ্যানধারণাসমাধিত্রয়ং মনোবিষয়ত্বাৎ সম্প্রজ্ঞাত-
 সমাধেরন্তরঙ্গং, যমাদিকম্ব বহিরঙ্গম্ । তথা চ কেনাপি পুণ্যেনান্তরঙ্গে
 প্রথমং লঙ্ঘ্যে সতি বহিরঙ্গলাভায় নীতিপ্রয়াসঃ কৰ্ত্তব্যঃ । যত্বপি পতঞ্জলিনা
 ভৌতিকভূততন্মাত্রৈজিরিহঙ্কারবিষয়াঃ সম্প্রজ্ঞাতসমাধয়ো বহুধা প্রপঞ্চিতাঃ,
 তথাহপি তেষামন্তর্দ্বানাকাশগমনাদিসিদ্ধিহেতুতবা মুক্তিহেতুসমাধিবিরোধিত্বাৎ
 নাস্মাভিস্তত্রাদয়ঃ ক্রিয়তে । তথা চোক্তং বাশিষ্ঠে ; শ্রীরাম উবাচ—“জীব-
 ন্মুক্তশরীরীরাণাং কথমাশ্রয়বিদাং বর ! । শক্রয়ো নেহ দৃশ্যন্তে আকাশগমনা-
 দিকাঃ ? ॥” বশিষ্ঠ উবাচ,—“অনাশ্রয়বিদমুক্তোহপি সিদ্ধিজালানি বাঞ্ছতি ।
 দ্রব্যমন্ত্রক্রিয়াকাল-যুক্ত্যাহংপ্রোতোব রাঘব ! ॥ নাশ্রয়স্তেষাং বিষয় আশ্রয়ো
 হ্যঅনাহংঅদৃক্ । আশ্রয়ানাহংঅনি সন্তুষ্টো নাবিছামনুধাবতি ॥ য়ে কেচন
 জগদ্বাস্তানবিতাময়ান্ বিচঃ । কথং তেষু কিলান্বজন্ত্যন্ত্যবিদ্যো
 নিমজ্জতি ? ॥ দ্রব্যমন্ত্রক্রিয়াকাল-যুক্তয়ঃ সাধুসিদ্ধিদাঃ । পরমাশ্রয়পদপ্রাপ্তৌ
 নোপকূর্কন্তি কাশ্চন ॥” (যোগবাশিঃ ৫।৮৯, ১২, ১৩, ১৪, ৩১) ইতি ।
 আশ্রয়বিষয়ন্ত সম্প্রজ্ঞাতসমাধির্কাসনাশ্রয়ন্ত নিরোধসমাধেচ্চ হেতুঃ,
 তন্মাত্রাদয়ঃ কৃতঃ । অথ পঞ্চমভূমিকারূপঃ চিত্তস্ত নিবোধলক্ষণঃ সমাধি-
 নীকৃপাতে । তঞ্চ সমাধিং হত্ৰয়তি—“ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োঃ ভিত্তব-
 প্রাভূর্ত্বাবৌ নিরোধলক্ষণচিত্তান্তরো নিরোধপরিণামঃ” (যোগসূঃ ৩৯) ইতি ।
 ব্যুত্থানসংস্কারাঃ সমাধিবিরোধিনঃ, তে চ নিরোধহেতুনা যোগিপ্রবত্বেন

প্রতিদিনং প্রতিক্ষণঞ্চাভিভূয়ন্তে, তদ্বিরোধিনশ্চ সংস্কারাঃ প্রার্ভবন্তি ।
তথা সতি নিরোধে একৈকস্মিন্ ক্ষণে চিত্তমভুগচ্ছতি, সোহয়মীদৃশঃ চিত্তস্ত
পরিণামো ভবতি যদা, তদা অসংপ্রজ্ঞাতসমাধিরূচ্যাতে ইত্যর্থঃ ॥ ১১৪ ॥

অনুবাদঃ—এই বিঘ্নচতুষ্টয়বিহীন চিত্ত যে সময়ে বায়ু-
শূন্যস্থানে অবস্থিত, অতএব নিম্পন্দ দীপের ন্যায় অচল হইয়া
কেবল অথগু চৈতন্যমাত্রস্বরূপে অবস্থান করে, তখনই তাহাকে
নির্বিকল্পক সমাধি বলে। উক্ত লয়াদি বিঘ্নচতুষ্টয় নিরাকরণ-
বিষয়ে প্রাচীনদিগের উক্তি প্রদর্শিত হইতেছে,—লয়-নামক বিঘ্ন
ঘটিলে চিত্তকে উদ্ধুদ্ধ করিবে। বিক্ষেপ-নামক বিঘ্ন উপস্থিত
হইলে বিষয়বৈরাগ্যাদির দ্বারা চিত্তকে পুনরায় অদ্বিতীয় ব্রহ্মবস্তুরূপে
অবস্থাপিত করিবে। কষায়-নামক বিঘ্নযুক্ত চিত্ত শমপ্রাপ্ত
হইলে অর্থাৎ যাবৎকাল পর্য্যন্ত রাগাদি বাসনা ক্ষয় না হয়, তাবৎ-
কাল পর্য্যন্ত তাহাকে স্বস্থান হইতে চালিত করিবে না, অর্থাৎ
কষায়যুক্ত শমপ্রাপ্ত চিত্তকে অদ্বিতীয় ব্রহ্মচৈতন্যেই স্থির রাখিবে।
রসাস্বাদনামক বিঘ্ন উপস্থিত হইলে সেই রসকে আশ্বাদ করিবে
না, অর্থাৎ সবিকল্পক আনন্দমাত্রেই কৃতার্থতা মনে করিবে না,
কিন্তু বিবেকবুদ্ধি দ্বারা সবিকল্পকানন্দে অনাসক্ত হইবে। এই
প্রকারে উক্ত বিঘ্নসমূহ পরিহার হইলে, যেমন নির্বাস্তানস্থিত
দীপ বিচলিত হয় না, চিত্তও তদ্রূপ হইয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মে তদা-
কারাকারিত হইয়া অবস্থান করে ॥ ১১৪ ॥

অথ জীবন্মুক্তলক্ষণমুচ্যতে ।—জীবন্মুক্তো নাম
স্বস্বরূপাখণ্ড-শুদ্ধ-ব্রহ্মজ্ঞানেন তদজ্ঞানবাধনদ্বারা স্বস্বরূপা-

থণ্ডে ব্রহ্মণি সাক্ষাৎকৃতে সতি অজ্ঞান-তৎকার্য্যসঙ্কিত-
কৰ্ম্মসংশয়বিপর্য্যাদীনাংপি বাধিতত্বাদখিলবন্ধরহিতো
ব্রহ্মনিষ্ঠঃ । “ভিগ্নতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিগ্নন্তে সৰ্ব্বসংশয়াঃ ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্মৈ কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥” (মৃণ্ড ০
উ ০ ২।২।৮) ইত্যাদিশ্রুতঃ ॥ ১১৫ ॥

টীকা ।—এতৎ সমাধিধরং জীবমুক্তশ্চৈব ভবতি নাশ্চন্তেতি মনসি
নিধায প্রথমং জীবমুক্তস্বরূপং প্রতিপাদয়িতুং প্রতিজানীতে—অথেষ্যাং ।

তস্মৈ লক্ষণমাত—জীবমুক্তো নামেত্যাদিনা ব্রহ্মনিষ্ঠ ইত্যন্তেন ।
অত্রাখিলবন্ধরহিতো ব্রহ্মনিষ্ঠো জীবমুক্ত ইতি তস্মৈ লক্ষণম্ । জীবতঃ
পুরুষস্ত হি কর্তৃত্বভোক্তৃত্বমুখদুঃখলক্ষণোহথিলো যশ্চিৎকৰ্ম্মঃ স ক্লেশস্বরূপ-
ত্বাদবন্ধো ভবতি, তেন রহিতঃ পরিত্যক্তবন্ধনঃ ব্রহ্মণি নিষ্ঠা তদেকপরতা
বশ্ত স ব্রহ্মনিষ্ঠঃ জীবমুক্ত ইত্যর্থঃ ।

সকলবন্ধরহিতো হেতুমাং—স্বরূপেতি । গুরুশ্রুতিস্বামুভবৈব্রহ্মা-
নৈকত্ববিজ্ঞানেন মূলজ্ঞান-তৎকার্য্যসঙ্কিতকৰ্ম্মাদীনাংপি বাধিতত্বাৎ সৰ্ব্ব-
বন্ধরহিত্যমুপপত্ততে ইত্যর্থঃ ।

তত্র চ শ্রুতিমাং—ভিগ্নত ইত্যাদি ॥ ১১৫ ॥

অন্তবান্দ ।—অধুনা জীবমুক্তের লক্ষণ বলা যাইতেছে ।—
সমগ্র উপাধিবিবিন্শ্মুক্ত স্বীয় জীবাত্মার চৈতন্যমাত্রের সহিত
অভেদরূপে একত্র অথণ্ড শুদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা সেই ব্রহ্মবিষয়ক
অজ্ঞান ধ্বংস করিয়া স্বস্বরূপ অথণ্ড সৰ্ব্বব্যাপী চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্ম
সাক্ষাৎকৃত হইলে অজ্ঞান ও তৎকার্য্যসঙ্কিত পাপপুণ্যাং কৰ্ম্ম
সংশয়ভ্রমাদির নাশ হেতুক সৰ্ব্বপ্রকার বন্ধনরহিত অর্থাৎ অনাসক্ত

ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তিকে জীবমুক্ত বলা যায় । এই বিষয়ে শ্রুতিতে লিখিত আছে যে, “সেই সর্বোত্তম পরাৎপর পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার প্রাপ্ত হইলে অন্তঃকরণের ভ্রম নষ্ট ও সর্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন হইয়া যায় এবং তাহার পাপপুণ্যাদি কৰ্মসমূহও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়” ॥ ১১৫ ॥

অয়ম্ভ্যু ব্যুৎখানসময়ে মাংসশোণিতমূত্রপূরীষাদিভাজনেন শরীরেণ, আক্ৰ্যমান্দ্যাপটুহাদিভাজনেনেন্দ্রিয়গ্রামেণ, অশনায়াপিপাসাশোকমোহাদিভাজনেনান্তঃকরণেন চ তত্তৎপূর্বপূর্ববাসনয়া ক্রিয়মাণানি কৰ্ম্মাণি ভুজ্যমানানি জ্ঞানাবিরুদ্ধাণ্ডারকফলানি চ পশ্যন্নপি বাধিতত্বং পরমার্থতো ন পশ্যতি, যথা ইদমিন্দ্রজালমিতি জ্ঞানবান্ তদিন্দ্রজালং পশ্যন্নপি পরমার্থমিদমিতি ন পশ্যতি ; “সচক্ষুরচক্ষুরিব সর্কণঃ অর্কণঃ ইব সমনা অমনা ইব সপ্রাণোহপ্রাণ ইব” ইত্যাদি শ্রুতেঃ । উক্তঞ্চ—“স্বষুপ্তবজ্জাগ্রতি যো ন পশ্যতি দ্বয়ঞ্চ পশ্যন্নপি চাদ্বয়ত্বতঃ । তথাহপি কুর্ব্বন্নপি নিক্রিয়শ্চ যঃ স আত্মবিম্বাণ্ড ইতীহ নিশ্চয়ঃ ॥” (উপদেশ-সাহস্রী ৮৫) ইতি ॥ ১১৬ ॥

টীকা ।—নষেতাদৃশজীবমুক্তস্ত দেহেন্দ্রিয়াদিভানমস্তি ন বেত্যাশঙ্ক্য দ্বন্দ্বপটভায়েন ইন্দ্রজালনির্ম্মিতসৌধসমুদ্রাদিবচ্চ বাধিতানুবৃত্ত্যা মিথ্যাৎহেন ভানেহপি পরমার্থতয়া ভানং নেত্যাহ—অয়মিত্যাদিনা ন পশ্যতীত্যন্তেন ।

অগ্নিরর্থো শ্রুতিমাহ—সচক্ষুরিত্যাদি ।

আচার্য্যাবচনং প্রমাণয়তি—উক্তঞ্চৈতাদি । ইহ জগতি স এবাঅবিৎ
 নাথ ইতি মে নিশ্চয় ইত্যন্বয়ঃ । স কঃ ? ইত্যপেক্ষায়ামাহ—য ইতি ।
 যঃ কোহপি মহাপুরুষো ব্রহ্মাঐকভ্রুসাক্ষাৎকারেণ নিরন্তরমন্তভেদবুদ্ধিঃ
 সুষ্পষ্টাবস্থায়ং যথা দ্বৈতং ন পশ্যতি, তথা ব্রহ্মদৃষ্টিদার্টোন জাগ্রদবস্থায়ামপি
 দ্বৈতং ন পশ্যতি, তদৃষ্ট্যা ব্রহ্মবাত্তিরিক্তজড়পদার্থাভাবাৎ স তথোক্তঃ ।
 কিঞ্চ কদাচিত্তং ব্যুত্থানদশায়ানবিত্যাকসংস্কারলেশবশাৎ ভিক্ষাটনাদিব্যবহারেণ
 দ্বয়ং পশুন্নপি সমাধাভ্যাসসামর্থ্যবশাদদ্বয়দ্বয়েন পশ্যতি, স চ তথোক্তঃ । যস্মৈ
 লোকসংগ্রহার্থং নিত্যানি কস্ম্যপি কুর্ষন্নপি আত্মনি কটুহ্যভাবনিশ্চয়েন
 নিক্রিয়ঃ কস্মিন্নহিতো ভবতি কস্মৈফলেন ন লিপাতে, স জীবমুক্তো নাত্র
 সংশয়ঃ কৰ্ত্তব্য ইত্যর্থঃ ॥ ১১৬ ॥

অনুবাদ :-যেৰূপ কোন ইন্দ্রজালাভিজ্ঞ পুরুষ ইন্দ্রজাল-
 কল্পিত অট্টালিকাদি দর্শন করিয়াও তাহা বাস্তবিক বলিয়া
 মনে করেন না, সেই প্রকার এই জীবমুক্ত ব্যক্তি সমাধি
 হইতে ব্যুত্থানকালে রক্তমাংস-বিগ্নুত্রাদির আধার এই
 দেহ দ্বারা, অন্ধতা, মন্দতা, অপটুত্বাদির আশ্রয় এই ইন্দ্রিয়-
 গ্রাম দ্বারা এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, শোক, মোহাদির আধার
 এই অন্তঃকরণ দ্বারা সেই সেই পূর্ব-পূর্ববাসনা দ্বারা ক্রিয়মাণ
 কর্মসমূহ ভোগ করিতে করিতে জ্ঞানের অবিরোধী প্রারব্ধ
 কর্মসমূহের ফল দেখিয়াও বাধিত হয় বলিয়া দৃশ্যমান এই
 জগন্মণ্ডল পরমার্থতঃ সত্য বলিয়া জ্ঞান করেন না । শ্রুতিতে
 লিখিত আছে যে, “জীবমুক্ত ব্যক্তি সচক্ষু হইলেও বাহ্য-
 পদার্থ দর্শনে যেন নেত্রহীন, এই প্রকার সর্কণ হইলেও যেন
 অর্কণ, এবং মনোযুক্ত হইলেও যেন মনোহীন, আর প্রাণবান্

হইলেও যেন প্রাণবর্জিত ।” অন্যত্রও উক্ত হইয়াছে যে, যিনি জাগ্রদবস্থায় সুষুপ্তের ন্যায় বাহ্যবস্তুকে দর্শন করেন না, এবং দ্বৈত-বস্তুকেও যিনি অদ্বৈত দেখেন বলিয়াই দেখেন না, অর্থাৎ দ্বৈত বলিয়া দেখেন না, আর যিনি বাহিরে কৰ্ম্ম করিয়াও অন্তঃকরণে নিষ্ক্রিয়, সেই ব্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তিই আত্মজ্ঞ বা জীবমুক্ত, তদ্ব্যতীত ব্যক্তি জীবমুক্ত নহে, ইহাই নিশ্চয় ॥ ১১৬ ॥

অশ্র জ্ঞানাৎ পূৰ্ব্বং বিদ্যমানানামেবাহারবিহারাদীনাং
অনুবৃত্তিবচ্ছুবাসনানামেবানুবৃত্তিৰ্ভবতি, শুভাশুভয়ো-
রোদাসীন্যং বা । তদুক্তম্—“বুদ্ধাদ্বৈতসতত্বস্য যথেষ্টাচরণং
যদি । শুনাং তত্বদৃশাঞ্চৈব কো ভেদোহশুচিভক্ষণে ?” ॥
(নৈষ্কৰ্ম্ম্যাসিদ্ধিঃ ৪।৬২) ইতি । “ব্রহ্মবিন্দুস্তথা মুক্তা স
আত্মজ্ঞো ন চেতরঃ” (উপদেশসাহস্রী ১১৫) ইতি ॥ ১১৭ ॥

টীকা ।—নবশ জীবমুক্তস্য যোগীশ্বরস্য মম পুণ্যপাপলেশো নাস্তীত্যভি-
মানবশাৎ যথেষ্টাচরণপ্রসঙ্গমাশঙ্ক্য পরিহরতি—অশ্রেত্যাদি । অশ্র
পূৰ্ব্বোক্তজীবমুক্তস্য জ্ঞানাৎ প্রাগেব শাস্ত্যাদি-গুণৈরশুভবাসনায়া নিবারিত-
ত্বাৎ সংসারদশায়ামপ্রযত্নেনাহারাদিপ্রবৃত্তিৰং তত্ত্বজ্ঞানোত্তরমপি শুভা-
নামেব বাসনানামনুবৃত্তিৰ্ভবতি নাশুভানামিত্যর্থঃ ।

নহু শুভবাসনানামনুবৃত্তেরপি প্রয়োজনাতাবাৎ কিং তদনুবৃত্ত্যা ? ইত্যত
আহ—শুভেত্যাদি । তস্মাজ্জীবমুক্তস্য যথেষ্টাচরণপ্রসঙ্গো নাস্তীতি ভাবঃ ।

অগ্নিগ্নার্থে গ্রহাস্তরং সংবাদয়তি—তদুক্তমিত্যাदि । জীবমুক্তস্য
ব্রহ্মজ্ঞানিত্বাভিমানো নাস্তীত্যত্রাপি সন্মতিমাহ—ব্রহ্মবিন্দুমিত্যাदि ॥ ১১৭ ॥

অনুবাদ ।—জীবমুক্ত ব্যক্তি জীবমুক্তিবিষয়ক জ্ঞানলাভের

পূর্বের যেমন আহার-বিহারাদি করিতেন, জ্ঞানপ্রাপ্তির পরেও যেমন সেই সেই আহারবিহারাদিরই অনুবৃত্তি হয়, শুভবাসনারও তদ্রূপই অনুবৃত্তি হয়, অশুভ কৰ্ম্মের বাসনার অনুবৃত্তি হয় না, কিংবা শুভাশুভ-বিষয়ে তাঁহার ঔদাসীন্য় জন্মে । শাস্ত্রে লিখিত আছে, “অদ্বৈত তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলেও যদি যথেষ্টাচরণে প্রবৃত্তি হয়, তবে অশুচিভোজী কুকুরের সহিত তত্ত্বজ্ঞানীর কি পার্থক্য থাকিল ?” অতএব তত্ত্বজ্ঞানের আবির্ভাব হইলেও যে ব্যক্তি যথেষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হন, তিনি জীবমুক্ত নহেন, কিন্তু তাঁহাকে আত্মজ্ঞ বলা যায় ॥ ১১৭ ॥

তদানীমমানিত্বাদীনি জ্ঞানসাধনান্যদ্বৈচ্ছাদয়ঃ সদ-
গুণাশ্চালঙ্কারবদনুবর্তন্তে । তদুক্তম্—“উৎপন্নাত্মাববোধস্য
হৃদৈচ্ছাদয়ো গুণাঃ । অযত্নতো ভবন্ত্যস্মৈ ন তু সাধন-
রূপিণঃ ॥” (নৈকর্ম্ম্যসিদ্ধিঃ ৪।৬৯) ইতি ॥ ১১৮ ॥

টীকা :—নমু বিদুষাং যথেষ্টাচরণপ্রসঙ্গে নাস্তীত্যুক্তং তদনুপপন্নং,
“ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন” (কো। উ। ৩।১) “যস্য নাহংকৃতো ভাবো
বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে । হত্বাহপি স ইমান্ লোকান্ ন হন্তি ন নিবধাতে ॥”
(গীতা। ১৮।১৭) ইতি । “হয়মেধসহস্রাণ্যথ কুরুতে ব্রহ্মবাতলক্ষাণি ।
পরমার্থবিৎ ন পুণ্যৈর্ন চ পাপৈর্লিপ্যতে মনুজঃ ॥” (পরমার্থসার ৭৮)
“অশ্বমেধসহস্রাণি ব্রহ্মহত্যামশতানি চ । কুর্ষ্মন্নপি ন লিপ্যতে বদেদকত্ব-
প্রপশ্যতি ॥” (সূতসং. ৯।১৮ পৃ.) “সভয়াদভয়ং প্রাপ্তপ্তদর্থং যততে চ যঃ ।
স পুনঃ সভয়ং গন্ত্য স্বতন্ত্রশ্চেন্ন হীচ্ছতি ॥” (উপদেশসাহ. ৬৪০) “আরক-
কৰ্ম্মনানাত্মাং বুধানামগ্ৰথাংগ্ৰথা । বর্তনং তেন শাস্ত্রার্থে বিভ্রাস্তব্যং ন

পণ্ডিতৈঃ ॥” (পঞ্চদশী ৬২৮৭) ইত্যাদিশ্রুতিস্মৃত্যভিযুক্তবাক্যৈর্কার্ষিক্ৰমাৎ
যথেষ্টাচরণত্বাদীকারাদিতি চেৎ, সত্যং, তেষাং বচনানাং বিদ্বৎস্তুতিপরত্বেন
তৎকর্তব্যমিত্যত্র তাত্পর্যাভাবাৎ । তদুক্তমাচাৰ্য্যোঃ,—“অধর্মাজ্জায়তেহজ্ঞানং
যথেষ্টাচরণং ততঃ । ধর্মকার্যো কথং তৎ শ্রাৎ যত্র ধর্মো বিনশ্রুতি ? ॥”
“নৈকর্ম্যাসিক্ধিঃ ৪।৬৩) ইতি । নদেবম্ “অমানিহ্মদস্তিহ্মহিংসাক্ষান্তিরা-
জ্জবম্” (গীতা ১৩।৭) ইত্যাদিস্মৃত্যুক্তসাধনশ্চ, “অধেষ্টা সর্বভূতানাম্”
(গীতা ১২।১৩) ইত্যাদিবচনৈঃ প্রতিপাদ্যমানাদেষ্টে স্বাদিশ্রুতিগুণসমূহশ্চ চ বিদ্বাং
সম্পাদ্যমানত্বশ্রবণাৎ তেন সহ বিরোধমাশঙ্ক্যামানিহ্মাদিসম্পাদনশ্চ চ বিবিদিষা-
সম্মানবিষয়ত্বাৎ বিদ্বদ্ব্য লক্ষণত্বেনালঙ্কারবদনুবর্তনাৎ ন বিরোধ ইত্যাহ—
তদানীমিত্যাदि । জীবমুক্তাবস্থারামিত্যর্থঃ ।

অশ্লিষ্টগে বার্তিকসম্মতিমাহ—তদুক্তমিত্যাदि । অশ্রু বিদ্বৎসম্মতিসিনো
জীবমুক্তস্যাধেষ্টে স্বাদয়ো গুণাঃ অপ্রযত্নেন স্বত এব ভবন্তি, ন তু সাধনরূপিণঃ,
তং প্রতি তে সাধনরূপাঃ ন ভবন্তি ।

তত্র হেতুমাহ—উৎপন্নৈতি । যত উৎপন্ন আত্মাববোধো ব্রহ্মাত্মকত্ব-
নিশ্চয়রূপঃ, অতস্তস্ম তে গুণাঃ লক্ষণত্বেনৈব ভবন্তীত্যনয়ঃ ॥ ১১৮ ॥

অনুবাদঃ :—অলঙ্কারসমূহ যেরূপ সাধারণ ব্যক্তিগণকে
বিভূষিত করে, তদ্রূপ জীবমুক্তত্বলাভের পর জ্ঞানসাধন অনভি-
মানিহ্মাদি গুণসমূহ ও উৎকর্ষবিধায়ক অহিংসাদি গুণসমূহ
জীবমুক্ত ব্যক্তির অনুবর্তন করিয়া থাকে । এ বিষয়ে শাস্ত্রে উক্ত
হইয়াছে যে, “অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষের দ্বেষহিংসারাহিত্যাदि
অসাধারণ গুণসমূহ আপনা হইতেই উৎপন্ন হয়, যত্নপূর্বক
উপার্জন করিতে হয় না, যে হেতু, তাহারা আত্মজ্ঞান উৎপাদন-
বিষয়ে সাধনস্বরূপ নহে ॥ ১১৮ ॥

কিং বহুনা, অয়ং দেহযাত্রামাত্রার্থমিচ্ছানিচ্ছাপরেচ্ছা-
প্রাপিতানি স্মৃথদুঃখলক্ষণান্যারক্কফলান্যমুভবমন্তঃকরণা-
ভাসাদীনামবভাসকঃ সন্ তদবসানে প্রত্যগানন্দপরব্রহ্মাণি
প্রাণে লীনে সতি অজ্ঞান-তৎকার্য্যসংস্কারাণামপি বিনা-
শাৎ পরমকৈবল্যমানন্দৈকরসমখিলভেদপ্রতিভাসরহিতমখণ্ড-
ব্রহ্মাবতিষ্ঠতে । “ন তস্মা প্রাণা উৎক্রামন্তি” (বৃঃ উঃ
৪।৪।৬) “অত্রৈব সমবলীয়ন্তে” (বৃঃ উঃ ৩।২।১১)
“বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে” (কঠঃ উঃ ৫।১) ইত্যেবমাদি-
শ্রুতৈঃ ॥ ১১৯ ॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীসদানন্দযোগীন্দ্র-
বিরচিতং বেদান্তসারপ্রকরণং সমাপ্তম্ ॥

টীকা :—ইয়তা প্রবন্ধেন প্রতিপাদিতেহস্মিন্ বেদান্তসারাগ্রন্থে :
শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যসদানন্দযোগীন্দ্রেণ মহাপুরুষেণ “অথ
বেদান্তো নাম” ইত্যরভা সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নশ্চ প্রমাতুরধিকারিণো মূলজ্ঞান-
নিবৃত্তিপরমানন্দপ্রাপ্তিসিদ্ধয়ে প্রতীয়মানাবিद्यকসকলপ্রপঞ্চজাতশ্চ ব্রহ্মণ্য-
ধ্যাবোপাপবাদ-পুরুষসত্ত্ব-সবিস্তরং নিশ্চপঞ্চহং প্রতিপাद्य তৎসাধনঞ্চ শ্রবণা-
দিকং সম্প্রপঞ্চমভিধান তস্মৈবাধিকারিণস্তত্ত্বমস্তাদিবাচ্যশ্রবণানন্তরং ব্রহ্মা-
দ্বৈকত্বসাক্ষাৎকারেণ নিরন্তরসমস্তভেদবুদ্ধেজীবমুক্তত্বং প্রদর্শিতম্ । এতাবতৈব
কার্য্যাসিদ্ধেঃ কিং বহুলেখনেনেতি মনসি নিধায় সম্প্রতি অস্ত্রৈব জীবমুক্তশ্চ
স্বপ্রকাশানন্দানুভবৈকনিষ্ঠশ্চ ভেদপ্রতীত্যভাবোহপি অবিদ্যালেশবশাৎ
প্রারক্কং কন্ম ভুজ্ঞানো ভিক্ষাটনাদিদেহযাত্রামাত্রক্রিয়াবিশিষ্টো ব্রহ্মীভূত
এবাবতিষ্ঠতে ইত্যুপসংহরতি—কিং বহুনেত্যাদিনা । প্রারক্কং ত্রিবিধম্—

স্বেচ্ছাকৃতং ভিক্ষাটনাদি, সমাধ্যবস্থায়াং শিষ্যাদিভির্দীয়মানমগ্নাদিকং পরেচ্ছা-
কৃতং, সমাধ্যবস্থায়াং ব্যুত্থানদশায়াং বা আকাশফলপাতবৎ অকস্মাৎ
জায়মানং পাষণপতনকণ্টকবেধাদিকমনিচ্ছাকৃতম্ । স চায়ং জীবন্মুক্তঃ প্রোক্ত-
ত্রিবিধপ্রারকপ্রাপিতং সুখভুংখমভুবন্ বুদ্ধাদিসাক্ষিতয়া সর্বাভাসকঃ
সন্ ভোগেনারককস্মক্ষয়ে সতি প্রত্যগভিন্নপরমাশ্রয়ি প্রাণাদিলয়ানন্তরং
প্রনষ্টাবিভকসংসারং কৃতকৃতাঃ সন্ গলিতসকলভেদপ্রতিভাসো ব্রহ্মৈবাব-
তিষ্ঠতে ইতি সকলবেদরহস্ততাৎপর্যমিতার্থঃ । অয়ং জীবন্মুক্তো বুদ্ধাত্ম-
পাধিবিলয়ে সতি ঘটাত্মপাধিবিনিশ্চুক্তাকাশবন্মুক্ত ইত্যুপচারব্যবহারভাগ-
ভবতি, বদ্ধত্বশ্রুতিপি অবাস্তবত্বাৎ । তত্চক্ষুমাচার্যোঃ,—“ন নিরোধো ন
চোৎপত্তির্ন বন্ধো ন চ সাধকঃ । ন মুমুক্শুর্ন বা মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥”
(গোড়পাদ মা० কা० ২।৩২) ইতি । অশ্রু জীবন্মুক্তশ্রোতাপাধিবিগমসময়ে
প্রাণাখ্যলিঙ্গশরীরশ্চ অতিতপ্তলোহক্শিপ্তনীরবিন্দুবৎ প্রত্যগভিন্নপরমানন্দে
লীনত্বাৎ স্থূলশরীরং নোত্তিষ্ঠতীতি ।

অত্র শ্রুতিমাহ—ন তস্মৈত্যাदि ।

অয়ং জীবন্মুক্তো জীবন্তেব দৃশ্যমানাং রাগদ্বेषাদিবন্ধনাং বিশেষণে মুক্তঃ
সন্ বর্তমানদেহপাতে সতি ভাবিদেহবন্ধনাং বিশেষণে মুচ্যতে, ইত্যত্রাপি
শ্রুতিমাহ—বিমুক্তশ্চেতি । বৃহদারণ্যকেহপি—“যদা সর্কে প্রমুচ্যন্তে কামা
যেহশ্চ হৃদি স্থিতাঃ । অথ মর্ত্যোহয়তো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে ॥”
(৪।৪।৭) ইতি । বাশিষ্ঠেহপি,—“জীবন্মুক্তপদং ত্যক্ত্বা স্বদেহে কালসাৎ-
কৃতে । ভবত্যদেহমুক্তত্বং পবনোহম্পন্দতামিব ॥” (৩।২।১৪) ইতি ।
“অসঙ্কো হুয়ং পুরুষঃ” (বৃ० উ० ৪।৩।১৫) “আকাশবৎ সর্বগতশ্চ নিত্যঃ”
(ছান্দো० উ० ভাষ্য ৬।৩।২ ধৃত কাঠকবচন) “অন্নাবিরং শুদ্ধমপাপবিক্রম”
(ঈশ० উ० ৮) ইত্যাদিশ্রুত্যা প্রত্যগাশ্রয়িনো নিত্যত্বপরিপূর্ণত্বকুটস্থত্বশ্রবণাৎ
উৎপত্ত্যাগ্নিবিকৃতিসংস্কারচতুর্বিধক্রিয়াফলবিলক্ষণত্বেন বিদ্যয়া নিত্যনিবৃত্তা-

বিদ্যানিবৃত্তিমাঞ্জেণ প্রাপ্ত এবায়া পুনঃ প্রাপ্ত ইত্যুপচর্যতে, অধিষ্ঠানশ্চ
গমনাভাবে অধ্যাত্মশ্চ লোকান্তরগমনাযোগাৎ ন সালোক্যাদিমুক্তিসম্ভবঃ ।

নহু অপ্রাপ্তশ্চ ক্রিয়ামাধ্যাত্ম বস্তুনো বিদ্যমানানর্থনিবৃত্তেচ্চ পুরুষার্থত্বং
দৃষ্টম্, অত্র তদভাবাৎ কথং পুরুষার্থত্বম্ ? ইতি চেৎ, ন, তয়োরেব পুরুষার্থ-
ত্বমিতি নিয়মাভাবাৎ, স্বচ্ছায়ায়ামারোপিতরূক্ষসো বিস্তৃতকণ্ঠগতচামীকরশ্চ
ব্রাস্তপুরুষশ্চাপ্তবাক্যেন তয়োনিবৃত্ত্যাপ্তোরপি পুরুষার্থত্বদৃষ্টেঃ । অত্র সংগ্রহঃ
—“আত্মজ্ঞানমলং নিরস্তমলং প্রাপ্তঞ্চ তত্ত্বং পরং কণ্ঠস্থভরণাদিবদ্ভ্রমবশা-
চ্ছায়াপিশাচী যথা । আশ্তোক্ত্যাহংপ্তিনিবৃত্তিবৎ শ্রুতিশিরোবাক্য্যং গুরো-
রুথিতাক্তস্তদ্বাস্তনিরাসতঃ পরমুখং প্রাপ্তং তয়োকচ্যতে ॥” ইতি ।

ন চ মুক্তানামপি বশিষ্ঠভীষ্মপ্রভৃतीনাং অপরোক্ষজ্ঞানীনাং পুনর্দেহান্তর-
শ্রবণাৎ কেবলজ্ঞানোৎপত্তিসময় এবান্নজ্ঞানানামস্মাকং মুক্তির্ভবতীতি কথং
বিশ্বসিমঃ ? অতো জ্ঞানব্যতিরিক্তমপি উপায়ান্তরং কিঞ্চিং কৰ্ত্তব্যমিতি
বাচ্যং, শাস্ত্রপ্রামাণ্যাদেব তদুপপত্তেঃ । “ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি” (মুণ্ডা-
উঃ ৬।২।৯) “তরতি শোকমাত্মবিন্” (ছান্দোঃ উঃ ৭।১।৩) ইত্যাদি-
শ্রুতিভিজ্ঞানোৎপত্তিসময়মেব মুক্তিপ্রতিপাদনাৎ । তদুক্তং শেষেণ,—
“তীর্থৈ স্বপচগৃহৈ বা নষ্টস্মৃতিরপি পরিত্যজন্ দেহম্ । জ্ঞানদমকালে মুক্তঃ
কৈবল্যাৎ যাতি হতশোকঃ ॥” (পরমার্থসারঃ ৮২) ইতি । বশিষ্ঠাদী-
নাস্বাধিকারিকপুরুষত্বেন যাবদধিকারং প্রারব্ধবেগপ্রযুক্তশাপাদিনা স্বীকৃত্য
বাস্তরদেহপাতেহপি তদেহভাবিভোগশ্চ নিবারয়িতুমশক্যত্বাৎ প্রারব্ধশ্চ বিনা
ভোগেন ক্ষয়ানুপপত্তেঃ, “যাবদধিকারমবস্থিতিরাদিকারিকাগাম্” (ব্রঃ সূঃ
৩।৩।৩২) ইতি ভগবদ্ব্যাসৈর্কির্শেষিতত্বাৎ । অশ্বদাদীনামপি প্রারব্ধকৰ্ম্মণো-
হনেকদেহারম্ভকত্বসম্ভবেহপি চরমদেহং বিনা অপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তেরসম্ভবাৎ,
“বানদেবে তথা দৃষ্টত্বাৎ” (ঐঃ উঃ ৪।৫।১) । অতথা গৰ্ভস্থশ্চ শ্রবণাশ্রুতভাবেন
জ্ঞানোৎপত্ত্যানুপপত্তেঃ । নহু জ্ঞানীনামপি স্বপ্নাবস্থায়ং দেহান্তরস্বীকারবৎ

মুক্তানামপি পুনর্দেহান্তরস্বীকারঃ কিং ন শ্রুতঃ? ইতি চেন্ন, “কণ্ঠে স্বপ্নং সমাবিশৎ” (ব্রহ্ম উ• ৪১) ইত্যাদিবােক্যে কণ্ঠান্নির্গমনাভাবশ্রবণাৎ, দেহান্তরপ্রাপ্তেষু তদন্তরপ্রতিপত্তাবিত্যত্র দেহান্নির্গমনশ্রবণাৎ বৈষম্যম্ । তদুক্তং স্বান্দে,—“যস্মিন্ দেহে দৃঢ়ং জ্ঞানমপরোক্ষং বিজায়তে । তদেহ-
পাতপর্যাস্তমেব সংসারদর্শনম্ ॥ পুরাহপি নাস্তি সংসার-দর্শনং পরমার্থতঃ ।
কথং তদর্শনং দেহবিনাশাদূর্দ্ধমুচ্যতে? ॥ তস্মাদব্রহ্মাণ্যবিজ্ঞানং দৃঢ়ং চরম-
বিগ্রহে । জায়তে মুক্তিদং জ্ঞান-প্রসাদাদেব মুচ্যতে ॥” ইতি । তস্মাৎ
সুষ্ঠুভূতং “বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে” ইতি ।

নিত্যশুদ্ধপরিপূর্ণমদ্বয়ং সচ্চিদান্বকমখণ্ডমক্ষরম্ । সর্বদা সুখমবোধ-
তৎকৃতৈকর্জিতং সদহমস্মি তৎপরম্ ॥ ১১২ ॥

গোবর্দ্ধনপ্রেরণগ্রাহবিমুক্তে ক্ষেত্রে পবিত্রে নরসিংহযোগী ।

বেদান্তসারশ্চ চকার টীকাং সুবোধিনীং বিশ্বপতেঃ পুরস্তাৎ ।

জাতে পঞ্চশতাধিকে দশশতে সংবৎসরাণাং পুনঃ

সংজাতে দশবৎসরে প্রভুবরঃ শ্রীশালিবাহে শকে ।

প্রাপ্তে হর্ষসুখবৎসরে শুভশুচৌ নাসেহন্নমত্যাঁত্তপো

প্রাপ্তে ভাগবৎসরে নরহরিষ্টীকাঙ্ককারোজ্জ্বলাম্ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমৎ-কৃষ্ণানন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্য-

শ্রীনৃসিংহসরস্বতীকৃতা বেদান্তসারটীকা সুবোধিত্যাখ্যা সমাপ্তা ।

অনুবাদ :—অধিক আর বলবার আবশ্যক নাই, জীবন্মুক্ত
ব্যক্তি কেবলমাত্র জীবনযাত্রা-সম্পাদনার্থ ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও
পরেচ্ছা বশতঃ প্রাপ্ত সুখদুঃখাত্মক প্রারন্ধ কর্মফল ভোগ করিতে
করিতে সাক্ষিচৈতন্যরূপে বুদ্ধাদির অবভাসক হইয়া প্রারন্ধ
কার্যের ভোগান্তে প্রত্যগানন্দরূপ পরব্রহ্মে প্রাণ লীন হইলে,

অজ্ঞান ও অজ্ঞানের কার্য্য পূর্ব্ব-সংস্কারসমূহেরও ক্ষয় বশতঃ পরমকৈবল্যরূপ পরানন্দৈকরস সর্ব্বপ্রকারভেদজ্ঞানবিরহিত অদ্বৈত পূর্ণতম ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হন এবং অনির্ব্বচনীয় কৈবল্যা-নন্দ উপভোগ করেন । এ বিষয়ে শ্রুতিতেও লিখিত আছে যে, “তাহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না, ইহাতেই সম্যাক্রূপে লীন হইয়া থাকে, রাগদ্বेषাদি হইতে বিমুক্ত হইয়া বিশেষরূপে মুক্ত হয়” অর্থাৎ দেহান্তে জীবমুক্ত ব্যক্তির প্রাণ পরলোকে না গিয়া সেই কেবলানন্দময় পরব্রহ্মে লীন এবং ভববন্ধনমুক্ত হইয়া পরব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয় ইত্যাদি ॥ ১১৯ ॥

সম্পূর্ণ ।

